



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)



নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদন
(এটুআই) একসেস টু ইনফরমেশান””

চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় অনুবাদিত)

২২ জুন ২০১৬

সূচিপত্র

অধ্যায়	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৫
১.৩	প্রকল্পের মূল উপাদান সমূহ	৫
১.৪	২০২১পর্যন্ত A2I ‘pro-poor’ সেবা নবায়ন কৌশল	৬
১.৫	প্রকল্পের সময়কাল	৬
১.৬	প্রকল্প পরিচালনা পরিষদ ও প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দ	৬
১.৭	প্রকল্পের অর্থায়ন(মূল)	৭
১.৮	বাৎসরিক খরচ	৭
১.৯	MDGs to SDGs- আমাদের বিশ্বের পরিবর্তন	৮
১.১০	A2I এবং ৭ম পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনা	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রকল্পের গভীর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল		
২.১	অর্পিত কাজের উদ্দেশ্য	১০
২.২	পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ	১০
২.৩	পরিবীক্ষণ পদ্ধতি	১১
২.৪	সাহিত্য/ নথিপত্র পর্যালোচনা	১১
২.৫	জরিপ নকশা	১২
২.৬	নমুনা আকার নির্ধারণ	১২
২.৭	জরিপ এলাকা	১৩
২.৮	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)	১৪

২.৯	মূল সংবাদদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই):	১৪
২.১০	স্থানীয় কর্মশালা	১৫
২.১১	প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	১৫

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ক্রয় কার্যক্রম পরবেক্ষণ

৩.১	প্রকল্পের অংশ-এর বরাদ্দ ও ব্যয়	১৬
৩.২	টিপিপি ও আরটিপিপি প্রকল্পের অংশ-এর বরাদ্দ	১৭
৩.৩	পিপিআর (PPR) ২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্য পর্যালোচনা	১৮
৩.৪	প্রধান ক্রয় প্যাকেজ(সেবা)	৩৬
৩.৫	প্রধান ক্রয় প্যাকেজ (সামগ্রী)	৩৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ A2I এটুআই প্রকল্পের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা

৪.১	একসেস টু ইনফরমেশন ধাপ -১ এর হাইলাইট	৩৮
৪.২	একসেস টু ইনফরমেশন ধাপ -১ এর হাইলাইট	৩৯

পঞ্চম অধ্যায়ঃ সেবা উদ্ভাবন তহবিল

৫.১	সেবা উদ্ভাবন তহবিল প্রকল্প পরিচালনা	৪৯
৫.২	ইতিমধ্যে সম্পন্ন উদ্ভাবন প্রকল্প তালিকা	৫০
৫.৩	নতুন প্রকল্প তালিকা (অসম্পূর্ণ কিন্তু ইতিমধ্যে সময় শেষ)	৫১
৫.৪	নতুন প্রকল্প তালিকা	৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ তথ্য ও বিশ্লেষণ

৬.১	স্থানীয় এলাকায় কর্মশালা	৫৭
৬.২	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা(FDG)	৫৮
৬.৩	গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার (KII):	৫৮

৬.৪	ডিজিটাল সেন্টার জরিপ	৫৯
৬.৫	সাধারণ সুবিধাভগিদের উপর জরিপ	৬৯
৬.৬	উদ্ভাবনী টিম / সার্কেল সদস্য উপর জরিপ	৭৬
৬.৭	প্রশিক্ষণ (ইতিমধ্যে সম্পন্ন) তালিকা	৮১
৬.৮	ওয়ার্কশপের তালিকা (ইতিমধ্যে সম্পন্ন)	৮২

সপ্তম অধ্যায়ঃ A2I প্রকল্প এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ

৭.১	জাতি গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৮৩
৭.২	ই-শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ	৮৩
৭.৩	ডিজিটাল সরকারব্যবস্থা- সামনে এগিয়ে যাবার পথ	৮৪
৭.৪	সর্বব্যাপী তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	৮৮
৭.৫	৭ম পঞ্চ বর্ষী পরিকল্পনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কৌশল	৯২
৭.৬	আরো বেশি স্বচ্ছতা, সুশাসন এবং সেবা প্রদানে আইসিটি	৯৬
৭.৭	সপ্তম পরিকল্পনার সম্পদ বণ্টন	৯৭

অষ্টম অধ্যায়ঃ সুপারিশ

৮.১	সুপারিশ	৯৯
-----	---------	----

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

“একসেস টু ইনফরমেশান” (এটুআই) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মাঝে প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা, যার মাধ্যমে স্বচ্ছতা বাড়বে, উন্নত সুশাসন এবং নাগরিকদের জন্য সরকারি সেবা প্রাপ্তির অসুবিধা হ্রাস হবে। প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- বিদ্যমান ই-সেবা জোরদার এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ইন্টিগ্রেটেড, ইন্টার-অপারেবল সরকারী ই-সেবা অ্যাপ্লিকেশন আরম্ভ করা;
- সরকারি কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারী জনবলকে প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রতিক্রিয়াশীল করা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতা বিস্তৃত করা;
- শক্তিশালী নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রকল্প সমর্থনে প্রয়োজনীয় আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং
- ই-সেবা ক্ষেত্র চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া।

প্রকল্প শুরুর তারিখ ১ লা এপ্রিল ২০১২ এবং ৩১ শে মার্চ ২০১৬ মাঝে সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা হয়েছিল। মূল প্রকল্প ব্যয় ১৮৫৩৮.৭১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ সংশোধিত হয়েছে এবং সংশোধিত প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় ৩৪৫৪৯.৮৭ লক্ষ টাকা।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায়, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দ্বারা বাস্তবায়িত A2I (ii) প্রকল্পটি নিম্নলিখিত চারটি কম্পোনেন্ট-এর মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে:

কম্পোনেন্ট ১ - বিদ্যমান ই-সেবা জোরদার এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ইন্টিগ্রেটেড, ইন্টার-অপারেবল সরকারী ই-সেবা অ্যাপ্লিকেশন আরম্ভ করা (ই-সেবা);

কম্পোনেন্ট ২ - সরকারি কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারী জনবলকে প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রতিক্রিয়াশীল করা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতা বিস্তৃত করা (দক্ষতা ও সচেতনতা);

কম্পোনেন্ট ৩ - শক্তিশালী নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রকল্প সমর্থনে প্রয়োজনীয় আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

কম্পোনেন্ট ৪ - ই – সেবার মাধ্যম হিসেবে ইনোভেশনকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

একসেস টু ইনফরমেশান - এর নিবিড় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সকল স্টেকহোল্ডারের সহযোগিতায় প্রকল্পের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা। প্রস্তাবিত গবেষণার ফলফলের ভিত্তিতে

সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা মন্ত্রণালয় ও এজেন্সি প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে। নিবিড় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপঃ

- প্রকল্প কার্যক্রম অনুমোদিত TPP অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করা।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সুপারিশ করা.

ToR এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বিবেচনা করে, পরিমাণগত ও গুণগত গবেষণা পদ্ধতি সংমিশ্রণে A2I প্রকল্পের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণ দল তাদের পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আট বিভাগের আট জেলায় সফর করেছেন এবং একটি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, দশটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং পঁচিশটি কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ পরিচালনা করেছেন।

মূল চারটি কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নে ২০১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮০% ব্যয় করা করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রকল্পের মোট বরাদ্দের প্রায় ১২%। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের মাত্র ৩৩.৬৪% বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ করা গড়ে তুলতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত প্রায় ২১৫৯ কর্মকর্তা ৫ দিনের ৭২টি প্রশিক্ষণ কোর্সে, ৫৩৪ জন কর্মকর্তা ৩ দিনের ২২টি প্রশিক্ষণ কোর্সে, ৩০০ জন কর্মকর্তা ২ দিনের ৮টি প্রশিক্ষণে এবং ৪৬৫০ কর্মকর্তা ৬৬৯টি একদিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

মার্চ, ২০১৩ সালে, A2I সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড চালু করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী ও কার্যকরী সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের অর্থায়ন করা হয়। মূল TPP অনুযায়ী, মূল বরাদ্দকৃত ১৮,৫৩৮.৭১ লক্ষ টাকার মাঝে ৮২২০ লক্ষ টাকা সার্ভিস ২১.ইনোভেশন ফান্ডের জন্য বরাদ্দ ছিল, যা A2I (ii) প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৫।% সম্পূর্ণ উদ্ভাবনী প্রকল্পের কোন প্রকল্প বৃহৎ আকারে বাস্তবায়িত হয়নি। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনার মাধ্যমে কম খরচে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং 3D প্রিন্টার বৃহত্তর আকারে বাস্তবায়ন করা যাবে বলে A2I কর্মকর্তাগণ আশাবাদী।

একসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সরাসরি সুবিধাভোগীদের সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। সমস্ত অংশগ্রহণকারী A2I কার্যক্রম আওতায় স্বাস্থ্য, বিচার বিভাগ, ভূমি সংস্কার, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুলিশ পরিষেবার মত নতুন নতুন ক্ষেত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে জোর দিয়েছেন।

ToR মতে, প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশগুলো নিম্নরূপঃ

উদ্দেশ্য ১ - বিদ্যমান ই-সেবা জোরদার এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ইন্টিগ্রেটেড, ইন্টার-অপারেবল সরকারী ই-সেবা অ্যাপ্লিকেশন আরম্ভ করা:

- সমন্বিত পদ্ধতির সমন্বয়ে গ্রামাঞ্চলে নেটওয়ার্ক সংযোগ নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- গ্রামাঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থার মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্রে নিশ্চিত ডিজিটাল সেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে বিশেষত ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ (উদাহরণস্বরূপ ওয়াই ফাই)-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র গুলো কে আরো কার্যকরী করে তুলতে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য ২ - সরকারি কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারী জনবলকে প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রতিক্রিয়াশীল করা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতা বিস্তৃত করা:

- প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
- প্রাপ্ত বয়স্কদের মাঝে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল , টেলিভিশন এবং রেডিওয়ের মাধ্যমে বাস্তবমুখীশিক্ষা কার্যক্রমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবলকে তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবনী কাজে লাগানো যেতে পারে।
- এই শ্লোগানে সামনে রেখে অনলাইন বি ‘শিক্ষার জন্য তথ্য প্রযুক্তির’ষয়াদি বিশেষত ই)-বই সমূহসবার (উপযোগী করে প্রস্তুত করা যেতে পারে। কম গতির ইন্টারনেটেও যাতে অনলাইন বই সমূহ ব্যবহার করা যায়।
- তথ্য প্রযুক্তির ভিত্তিক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ নজর দেয়া যেতে পারে।
- জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (ToT) এবং নবীনদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- জেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে যারা কাজ করে যেমন উদ্ভাবক , বিজ্ঞান মেলায় জয়ী শিক্ষার্থী ,উদ্যোক্তা , এবং উদ্ভাবনী কমিটির সদস্যদের নিয়ে শিক্ষকতথ্য প্রযুক্তির বিকাশে কমিটি করা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য ৩ - শক্তিশালী নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রকল্প সমর্থনে প্রয়োজনীয় আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা:

- তথ্য এবং জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন-এর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- প্রধান উদ্ভাবনী কর্মকর্তাকে প্রধান করে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।
- আইসিটি ব্যবহারকে উৎসাহিত এবং বাস্তবায়িত করার জন্য জনপ্রিনিধিগণ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য A2I প্রকল্প একটি অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং বিটিসিএল সহ সরকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- সরকারি ও বেসরকারি কার্যকলাপের জন্য নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে UDC-কে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে চালু করা যেতে পারে।
- প্রকল্পের সকল ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং দাতা সংস্থার কাছ থেকে সময়মত তহবিল সংকলন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

উদ্দেশ্য ৪ - ই-সেবা ক্ষেত্র চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া।

- সময়মত SIF প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- উদ্ভাবনী প্রকল্পের জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- নতুন ডিজিটাল ব্যবসা, পণ্য এবং সেবাকে উৎসাহী করতে ডিজিটাল অর্থনীতির ধারণাকে অগ্রগামী করার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- স্বতন্ত্র উদ্ভাবকের স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- A2I দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে এবং প্রকল্পের ফলাফলের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আরও পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।
- প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে টেকসই করেছে এবং SIF প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্যে একটি কাঠামোগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- প্রকল্প সমাপ্তির পর A2I দ্বারা বাস্তবায়িত আইসিটি কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নাগরিকের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার সাফল্য - A2I প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারটিক্যাল (সরকার, মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সঙ্গে) এবং হরিজন্টাল (নাগরিক) A2I প্রকল্পের নীতিমালা পর্যালোচনা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ নাগরিক কেন্দ্রিক ই-উদ্যোগের এবং সেবার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

“ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর কোন স্বপ্ন নয়, বরং একটি বাস্তবতা- ধন্যবাদ সকলকে তাদের নিরলস

পরিশ্রম ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য”— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১.১ প্রকল্প পটভূমিঃ

জনসেবা প্রদানে একটি স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থার প্রচলন কেবলমাত্র উন্নয়নের জন্য একটি বিকল্পই নয় বরং সুশাসনের একটি পূর্বশর্ত - এমডিজি এর মত সামাজিক লক্ষ্য ও বেসরকারী সংস্থার উন্নয়নে অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্ব ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) ও খসড়া রূপরেখা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এই দু’টোতেই উপরিউক্ত উপলক্ষটি প্রতিফলিত হয়েছে যা সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর আলোকপাত করেছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রাধিকার হিসেবে একটি কার্যকর ও উচ্চ গুণসম্পন্ন জনসেবা মূলক ব্যবস্থার ভূমিকার উপর জোর দিয়েছে। জেনারেল ইকোনোমিকস ডিভিশন (জিইডি) কর্তৃক ২০০৯ সালে প্রকাশিত এমডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদনেও সেবা প্রদানের মানকে বাংলাদেশের সুশাসন প্রক্রিয়ার জন্যে প্রধান তিনটি প্রতিবন্ধকতার মধ্যে একটি বলে চিহ্নিত করেছে এবং একে সরাসরি এমজিডি এর অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

ঐতিহাসিকভাবে, বিশ্বে এবং সেই সাথে বাংলাদেশেও জনসেবা পুনর্গঠনমূলক তিনটি ধারাবাহিক স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এই স্রোতগুলো ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কাঠামোর উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঠামোগত সংশোধন, ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও সেবার মান বৃদ্ধি, ও সরকারের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের উন্নতির দিকে ক্রমবর্ধমান যাত্রার সাথে সম্পর্কিত। ধারাবাহিক পরিবর্তনের একটি মূল চালনা শক্তি হল ব্যর্থতা আলাদা করে দেয়া সংশোধন কৌশল। এই ক্ষেত্রে বলা যায়, ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল নির্মাণ ছাড়া একটি সফল কাঠামোগত সংশোধন বাস্তবায়নের সম্ভাবনা খুবী ক্ষীণ।

সরকারী সেবা ঠিকভাবে প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকগুলো বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বিস্তৃত হাতে লেখা পদ্ধতি, পরিবর্তনের প্রতি অনীহা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নাগরিকদের সরকারী তথ্য ও সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাশ করে। এই বাধাগুলোতে যে সকল বিষয় আরো অবদান রাখে তা হলঃ

- দায়িত্ব ও সংবেদনশীলতা:

শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমর্থ পুরুষদের জন্য উদ্ভাবিত ও নকশাকৃত আদি জনসেবা প্রদান মূলক কাঠামোটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে বঞ্চিত ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে সেবা পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে

মৌলিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই অশিক্ষার হার অনেক উচ্চ এবং তার উপর এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশেরই ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস কম এবং এরা শারীরিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকে। প্রচলিত নিয়মে একজন নাগরিককে অফিস চলাকালিন সময়ে এক বা একাধিক কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে হয়, জটিল ফর্ম পূরণ করতে হয়, সরকারী প্রতিনিধির কাছ থেকে সত্যায়িত/নোটারী করতে হয়, এবং প্রায় সব সময়ই লম্বা সময় লাইনে অপেক্ষা করতে হয়। এই মুখোমুখি প্রদান কাঠামো একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যারা কিনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অক্ষম অথবা বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে ঘটে যারা শারীরিক ভাবে সরকারী অফিসে ভ্রমণে সক্ষম নয়।

- সেবা প্রদানকারীদের সামর্থ্য:

যেখানে অনেক দেশ জটিল ও অস্বচ্ছ সেবা প্রদান পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সেখানে বেশির ভাগ দেশই তাদের পদ্ধতিকে মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সাথে হালনাগাদ করে নিয়েছে। বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন শুরু করা ও সচল রাখার ক্ষেত্রে যে বাধাগুলো পার হতে হয়েছে সেগুলোর প্রকৃতি খুব কম ক্ষেত্রেই এক রকম ছিলো, তবে সবার পৃথক পৃথক সচেতনতার অভাব এবং সরকারী কর্মচারীদের উন্নয়নের বা পরিবর্ধনের জায়গাগুলো শনাক্ত করণের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি বিশ্বজনীন।

- উৎসাহ ও প্রেরণার অভাব:

সেবার মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে আর একটি প্রাসঙ্গিক অন্তরায় হল উৎসাহ ও প্রেরণার অভাব। যুক্তরাজ্য, মালয়শিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, সিঙ্গাপুর দেশের মত এদেশে সেবা প্রদান পদ্ধতির দরকারি পরিবর্তনগুলো সাধনের গুরুত্বগুলো ব্যাখ্যা করে দেয়া এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত ও প্রচার করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের অভাব পরিবর্তনকে চালিকা শক্তি দেবার ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়।

বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, যদি সঠিক ভাবে ব্যবহার করা হয়, তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যয়, দুর্নীতি, ও অদক্ষতা কমানো, মান ও স্বচ্ছতা বাড়ানো, এবং সরকারী সেবার প্রচারের মধ্য দিয়ে জনশক্তির ক্ষমতায়নে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। স্বচ্ছতা বেড়ে যায়, যেহেতু পদ্ধতিগুলো ‘ই-প্রদানযোগ্য’ করে পুনর্গঠিত করা হয়। ইলেকট্রনিক সেবাগুলো (ই-সেবা) জনগণের কাছে আরো সহজে পৌঁছে যাবে, যাতে করে যাতায়াতের খরচ কমে যাবে এবং লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে সময়ও কম নষ্ট হবে। স্বচ্ছতার আনয়ন ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়া আরো খোলামেলা ও সহজ করবে যাতে করে সুবিধাবাদী ফড়িয়া লোকদের উপর নির্ভরতা কমবে।

ইউএনডিপি অনুমোদিত A2I কার্যক্রম(২০০৬-২০১১)টি প্রমাণ করেছে যে ধারণাটি বাংলাদেশী প্রেক্ষাপটে কার্যকরী হবে। A2I কার্যক্রমের সর্ব পরিচিত সাফল্যগুলোর মধ্যে একটি ছিলো ৫৩ টি ‘কুইক উইন’ উদ্যোগ যা সচিবদের নেতৃত্বে ২০০৮-এ শুরু হয় যা পরবর্তীতে আনুমানিক ৭০০ ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়। এই ‘কুইক উইন’ উদ্যোগ, যা ‘সেবা উন্নয়ন’ স্রোত দ্বারা উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত, বাংলাদেশের প্রথম নাগরিক কেন্দ্রিক ই-সেবা গুচ্ছ নির্মাণ করে এবং নাগরিকের কাছে সেবা পৌঁছে দেবার রাস্তা বা পদ্ধতি বদলে দেয়। এই ধরনের ই-সেবা সমূহ, যেমন মুঠোফোনের মাধ্যমে ভোক্তা বিল প্রদান করা শুধু মাত্র নিকটস্থ ‘বিল জমা কেন্দ্র’ তে গিয়ে যে কোন সময় ফি প্রদানের একটি সহজ বিকল্প রাস্তাই তৈরি করেনি বরং বিল দেবীতে লিপিবদ্ধ করা বা ভুল লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে তা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়েছে। একই মন্তব্য করা যেতে পারে ই-ক্রয় আদেশ(e-purjee) উদ্যোগের ক্ষেত্রে যা কিনা ২০০,০০০ ইঞ্চি চাষিকে সুফল দিয়েছে। পদ্ধতিটি ক্রয় আদেশ বিতরণের জন্য দালালের প্রয়োজনীয়তাকে শুধু মাত্র বাতিলই করে দেয়নি, বরং ইঞ্চি সংগ্রহ চক্র আরো ১৫% উন্নত করার মাধ্যমে চিনিকল গুলোর উৎপাদনক্ষমতা আরো ত্বরান্বিত করতে প্রতক্ষ ভাবে সাহায্য করেছে।

দ্যা ইউনিয়ন ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টারস (ইউআইএসসি), সেবায় প্রবেশাধিকারকে আরো সহজ করার লক্ষ্যে ইউনিয়নগুলোর একটি PPP ব্যবস্থাপনার অধিনে গঠিত একটি সাধারণ প্রবেশ পথ, ৪ মিলিয়ন নাগরিকতে প্রতি মাসে জন্ম নিবন্ধন, সরকারী ফর্ম, জমির দলিল, মোবাইল ব্যাংকিং, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন, পরীক্ষার ফলাফল প্রভৃতি সেবা তাদের হাতের কাছেই গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এছাড়াও, ইউআইএসসি উদ্যোক্তারা, একজন তরুণ ও একজন তরুণী প্রতিটি ইউআইএসসি তে, সেবা প্রদানের মানকে আর উন্নত করণের ক্ষেত্রে এবং নতুন নতুন সেবাদান উপায় আবিষ্কার করণে সক্রিয় ভাবে শক্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এই বিকেন্দ্রীভূত সেবা গ্রহণের উপায় গুলো শুধুমাত্র দরিদ্রদের এই সেবায় অন্তর্ভুক্ত করেনি বরং ঐতিহ্যগতভাবে সমাজের প্রান্তিক শাখাগুলো যেমন নারী, প্রৌঢ়, জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, ও অক্ষমদেরও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। একই সাথে, এই কেন্দ্র গুলো নির্মাণ এলজিআই-গুলোর মাধ্যমে সেবা প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূল্যহাসে অবদান রেখেছে।

সকল ডেপুটি কমিশনারের দপ্তরেও (জেলা প্রধান শাখা) এই সেবা গুলো চালু করা হয়েছে। জেলা ই-সেবা কেন্দ্রটি একটি ‘ওয়ান-উইন্ডো’ সেবা কেন্দ্র পদ্ধতি যেখানে নাগরিকগণ তাদের আবেদনপত্র ও সকল প্রকার কাগজ মেইল বা ইন্টরনেটের মাধ্যমে জেলা দপ্তরে (ওভার দ্যা কন্ট্রার) জমা দিতে পারে। আবেদনগুলো ইন্টারনেটে লগ ইন করা থাকে যেখানে তাদের ‘স্ট্যাটাস’ বা অবস্থা ডিসি অফিস থেকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

এই পদ্ধতি সেবা প্রদানের গতি শতকরা ৫০% বৃদ্ধি করেছে এবং দালালের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করেছে যা পূর্বের নিয়মমাফিক হস্তচালিত পদ্ধতির স্বচ্ছতার অভাবের সুযোগ কাজে লাগাতো। ইউআইএসসি ও জেলা ই-সেবা কেন্দ্র(ডিইএসসি)-এর এই সম্মিলিত রূপ সেবা প্রদানের উন্নয়নের সব থেকে আশাপ্রদ মঞ্চ হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে। কার্যক্রম গুলোর চমকপ্রদ ফলাফল একে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও বেসরকারী কোম্পানির সাথে বিস্তৃত অংশীদারিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। ২০১১ এর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে যেমন বলা হয়েছে, প্রকল্পটি, যার ৪.৫ মিলিয়ন ডলারের বাজেট রয়েছে, প্রকল্পের চালিকা উদ্যোগগুলোকে সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী শাখা থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ সচল করতে সাফল্যের সাথে সমর্থ হয়।

A2I প্রকল্পের কিছু ত্রুটি ছিল। লক্ষণীয়ভাবে, প্রকল্পটি নিজেকে অনেক বেশি পরিমাণ কর্মপন্থার ক্ষেত্রব্যাপী বিস্তৃত করে ফেলেছিল, মার্কেটিং ও সম্পদ সংযত করণে দুর্বলতায় ভুগেছে, ব্রডব্যান্ড সংযোগের মত গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় বিষয়ের উপর যথেষ্ট পরিমাণ জোর দেয়নি এবং সীমিত প্রভাব মূল্যায়ন করেছে। প্রকল্পটি যে সকল ফলাফল প্রদান করেছে তার সবগুলো পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে সমর্থ হয়নি। যার ফলে, এই রকম একটি প্রকল্পের বিদ্যমান উপকারগুলো উল্লেখযোগ্য ভাবে পিএমও এবং সেই সাথে প্রকল্পের অনেক কর্মচারীর রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। এই পর্যায়ে উক্ত ত্রুটিগুলো এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি আরো বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট পরিমাণ জোর দেয় দেবে।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১.২.১ সামগ্রিক উদ্দেশ্য

বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে প্রযুক্তিকে আরো ভালোভাবে প্রয়োগ করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, যা স্বচ্ছতা বাড়াবে, শাসনপ্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করবে এবং নাগরিকদের সরকারী সেবা গ্রহণের ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে।

১.২.২ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হল:

- বিদ্যমান ই-সেবা সমূহকে আরো বেশি শক্তিশালী করা এবং একটি সংহত, কার্যকরী দ্বিতীয় প্রজন্মের ই-সরকার অ্যাপ্লিকেশন চালু করা;
- সরকারী কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ সেবাদানকারীদের আরো সক্রিয় করা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ডিজিটাল জ্ঞান আরো বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্পটির স্বার্থে প্রয়োজনীয় বৈধ ও নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি শক্ত নীতিমালা ও কৌশল প্রণালী নির্মাণ করা এবং
- ই-সেবার প্রদানকে প্রচার করা।

১.৩ প্রকল্পের মূল উপাদান সমূহঃ

বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বাস্তবায়িত, ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে সাহায্য প্রাপ্ত, A2I(ii) প্রকল্পটি নিম্নোক্ত চারটি উপাদানের মধ্য দিয়ে ইহার অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে বলে আশা করেঃ

উপাদান ১। বিদ্যমান ই-সেবা সমূহকে আরো বেশি শক্তিশালী করা এবং একটি সংহত, কার্যকরী দ্বিতীয় প্রজন্মের ই-সরকার অ্যাপ্লিকেশন চালু করা। (ই-সেবা)

উপাদান ২। সরকারী কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ সেবাদানকারীদের আরো সক্রিয় করা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ডিজিটাল জ্ঞান আরো বৃদ্ধি করা। (সামর্থ্য ও সচেতনতা)

উপাদান ৩। প্রকল্পটির স্বার্থে প্রয়োজনীয় বৈধ ও নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি শক্ত নীতিমালা ও কৌশল প্রণালী নির্মাণ করা। (উপযুক্ত পরিবেশ)

উপাদান ৪। ই-সেবা প্রদানে নতুনত্বের প্রচার করা। (নতুনত্ব)

১.৪	২০২১পর্যন্ত	A2I	‘pro-poor’সেবা	নবায়ন	কৌশলঃ
অবকাঠামো	৬০% সেবা হাতের নাগালে, ৩০% ৩ কিলো এর মধ্যে	সকল	সেবা ও তথ্য	জাতীয় পোর্টাল	থেকে
সেবা পদ্ধতি	সময়, অর্থ, ও ভ্রমণ কমানো	সেবা	সহজলভ্য		করণ
ক্ষমতা	১,০০০+ দক্ষ আবিষ্কার কর্মী	আবিষ্কার প্রশিক্ষণ ও প্রবৃদ্ধি			
উদ্দীপনা	‘কুঁকি গ্রহণ’ এ উৎসাহিত করা	নতুন	আবিষ্কারকে	পুরস্কৃত ও স্বীকৃত	করা।

১.৫ প্রকল্পের সময়কালঃ

আরম্ভের তারিখ: ০১ এপ্রিল, ২০১২

শেষ হবার তারিখ (মূল): ৩১ মার্চ, ২০১৬ (মূল ব্যায় ১৮৫৩৮.৭১ লক্ষ টাকা)

শেষ হবার তারিখ (সংশোধিত): ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ (সংশোধিত ব্যায় ৩৪৫৪৯.৮৭ লক্ষ টাকা)

১.৬ প্রকল্প পরিচালনা পরিষদ ও প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দঃ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রকল্প পরিচালকঃ কবির বিন আনোয়ার, ডি জি প্রশাসন, পিএমও

উপদেষ্টা: অনির চৌধুরী

১.৭ প্রকল্পের অর্থায়ন(মূল):

অর্থায়নের উৎস ও খরচঃ				(লক্ষ টাকা)				
অর্থায়নের উৎস				ধরন (সমমূল্যের)	নগদ		মোট	অর্থায়নের ধরন (ঋণ/জমা/অনুদান ইত্যাদি)
					স্থানীয়	এফ ই		
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার				অফিস সমর্থন	৭০০৫.৭১		৭০০৫.৭১	অনুদান
উন্নয়ন অংশীদার				-				
	ক)	ইউএনডিপি		প্রযোজ্য নয়	৩৩১২.৯৩		৩৩১২.৯৩	অনুদান
	খ)	অন্যান্য দাতাগন (ইউএসএআইডি)		প্রযোজ্য নয়	৮২২০.০৭		৮২২০.০৭	অনুদান
অন্যান্য (উল্লেখ)				প্রযোজ্য নয়				
সর্বমোট					১৮৫৩৮.৭১		১৮৫৩৮.৭১	-

১.৮ বাৎসরিক খরচ:

আর্থিক বছর	TPP	মোট খরচ	এফ ই	টাকা খরচ	GOB খরচ (এফ ই)	প্রকল্প এইড		CD VAT
						RPA	DPA	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বছর-১ (এপ্রিল-জুন ১২)	১ম সংশোধিত	৫৮০৯		-	-		৫৮.০৯	
	মূল	১৭৩.৭৩	১৭৩.৭৩				১৭৩.৭৩	
বছর-২ (২০১২-১৩)	১ম সংশোধিত	১৪৬১.৭৯		১৪৬১.৭৯	৭৬২.৬১		৬৯৯.১৮	
	মূল	৪৭৭৬.৬৯	২৯৪৩.৫৭	৪৭৭৬.৬৯	১৮৩৩.১২		২৯৪৩.৫৭	
বছর-৩ (২০১৩-১৪)	১ম সংশোধিত	২১৪২.০৪		২১৪২.০৪	৮০৬.১৮		১৩৩৫.৮৬	
		৫১৮০.৮০	৩২৩৯.২৯	৫১৮০.৮০	১৯৪১.১১		৩২৩৯.২৯	
বছর-৪ (২০১৪-১৫)	১ম সংশোধিত	৩৪৬০.৪৫		৩৪৬০.৪৫	১১০১.৫০		২৩৫৮.৯৫	
	মূল	৪৮৩৯.৬৯	৩১০৬.০৮	৪৮৩৯.৬৯	১৭৩৩.৬১		৩১০৬.০৮	
বছর-৫ (২০১৫-১৬)	১ম সংশোধিত	৬৫৭২.৪০		৬৫৭২.৪০	৪৫৯৬.০০		১৯৭৬.৪০	
	মূল	৩৫৬৮.২০	২০৭০.৩৩	৩৫৬৮.২০	১৪৯৭.৮৭		২০৭০.৩৩	
বছর-৬ (২০১৬-১৭)	১ম সংশোধিত	৮৫৯০.১৯	১৯০৮.৫২	৮৫৯০.১৯	৬৫৬২.০৭		২০২৮.১২	
	মূল							
বছর-৭ (২০১৭-১৮)	১ম সংশোধিত	৮১৪৭.৮৬	২০৪৬.০০	৮১৪৭.৮৬	৬১১৬.৩৬		২০৩১.৫০	
	মূল							
বছর-৮ (জুলাই- ডিসেম্বর ১৮)	১ম সংশোধিত	৪১১৭.০৫	১১৫৩.৪০	১১৭.০৫	৩০৭২.১৫		১০৪৪.৯০	
	মূল							
মোট	১ম সংশোধিত	৩৪,৫৪৯.৮৭	১১,৫৩৩.০০	৩৪,৫৪৯.৮৭	২৩,০১৬.৮৭		১১,৫৩৩.০০	
	মূল	১৮,৫৩৮.৭১	১১,৫৩৩.০০	১৮,৫৩৮.৭১	৭,০০৫.৭১		১১,৫৩৩.০০	

১.৯ MDGs to SDGs- আমাদের বিশ্বের পরিবর্তনঃ

এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরীকরণে, নির্যাতন দমনে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করণে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনয়নে, নবজাতক ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ও মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার কমানোতে, টিকা দান কর্মসূচি দেশের সব জায়গায় পৌঁছে দেয়ায়, এবং ছোঁয়াচে রোগের হার কমানোয় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। এরূপ চমকপ্রদ অর্জন বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার প্রতি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটায়, এবং বাংলাদেশকে প্রকৃত উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান অংশদাতা হিসেবে দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিম্নোক্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবেঃ

- লক্ষ্য ১- সর্ব প্রকার দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করা
- লক্ষ্য ২- ক্ষুধা দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা ও পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং শক্তিশালী কৃষিব্যবস্থা নির্মাণ করা।
- লক্ষ্য ৩- সবার জন্য সব বয়সে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা ও সু-বুদ্ধির প্রচার করা
- লক্ষ্য ৪- সর্বব্যাপী ও যথার্থ শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রচার করা
- লক্ষ্য ৫- লিঙ্গ সমতা অর্জন করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা
- লক্ষ্য ৮- দীর্ঘমেয়াদি, সর্বব্যাপী, ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধন করা ও সবার জন্য পূর্ণ ও মানানসই চাকরী নিশ্চিত করা।
- লক্ষ্য ৯- স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো নির্মাণ, সর্বব্যাপী ও টেকসই শিল্পায়ন এবং আবিস্কারকে লালন করা।
- লক্ষ্য ১০- দেশের ভেতর ও অন্যান্য দেশের মধ্যে অসমতা দূর করা।
- লক্ষ্য ১৬- দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সার্বজনীন সমাজ গঠন, সবার জন্য সুবিচার নিশ্চিত করণ এবং সকল ক্ষেত্রে কর্মক্ষম, দায়িত্বশীল ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা।
- লক্ষ্য ১৭- টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক সহযোগিতাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমকে আর শক্তিশালী করতে হবে।

১.১০ A2I এবং ৭ম পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনাঃ

আঞ্চলিক সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মদক্ষতা অনেক কম, যা নাগরিকের সেবা ও তথ্য গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকাকে বাধাগ্রস্ত করে। নাগরিকের স্বর বলতে গেলে সব সময়ই অশ্রুত থেকে যায় এবং তাদের অংশগ্রহণ সবসময় কার্যকরও হয় না যা নাগরিকের উপলব্ধি ও সরকারী পরিচালনার মধ্যে একটি ফাঁক সৃষ্টি করেছে। A2I প্রকল্প ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উভয়ের দর্শন একই- আইসিট-এর ক্ষমতা ব্যবহার করে আঞ্চলিক সরকারের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা বাড়ানো যাতে করে তারা নাগরিকদের তথ্য ও সেবা পৌঁছে দিতে পারে এবং তাদেরকে প্রক্রিয়াটিতে একীভূত করতে পারে। সেবাদান সঠিক করবার লক্ষ্যে সমগ্র সরকার ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সার্বিক ভাবে ব্যবহারের মূল দর্শন হল সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, এবং বাজেট ও বাজেট বহির্ভূত উদ্দেশ্যগুলো পর্যবেক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যন্ত্র গুলো ব্যবহারে সক্ষম ও আগ্রহী করে তোলা। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় লব্ধ অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে নির্মিত, ৭ম পরিকল্পনার কৌশল দেশকে ভিশন ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের গভীর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল

২.১ অর্পিত কাজের উদ্দেশ্য

এই অর্পিত কাজটির উদ্দেশ্য হল প্রকল্প কর্মী ও সম্ভাব্য সকল অংশীদারির সাথে সব দিক থেকে প্রকল্পটি পর্যবেক্ষণে রাখা। প্রকল্পটি সঠিক পথে পরিচালিত করতে সুপারিশ গুলো বাস্তবায়ন করতে প্রস্তাবিত অধ্যয়নের ফলাফল পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রণালয় ও প্রতিনিধিদের সাহায্য করবে। কাজটির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য গুলো এমনঃ

- অনুমোদিত টিআরপি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা।
- প্রকল্পটি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে কিনা তা প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে বিচার করা।
- প্রকল্পটি সফল করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান

২.২ কাজের জায়গাগুলো

- প্রকল্পের উপাদান সমূহের শারীরিক ও আর্থিক প্রগতির পর্যালোচনা করা।
- প্রকল্পের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের সরকারী কর্মকর্তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ বা পর্যালোচনা করা।
- ডিজিটাল সেবা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিরাজমান সচেতনতার এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি বর্গের মধ্যে এর চাহিদা পরিমাপ করা।
- সমগ্র দেশ কে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রকল্পটির অর্জন ও সেই সাথে প্রকল্পটির অবদান মূল্যায়ন করা।
- ই-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমগ্র প্রকল্পজুড়ে প্রাপ্ত উৎসাহের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা আবিষ্কৃত নতুন নতুন কাজ মূল্যায়ন করা।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে কোন নতুন বা চলমান সমস্যা কে চিহ্নিত করা ও সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করা।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট সমস্যা (যদি থাকে) নিরীক্ষা, পর্যালোচনা, ও বিশ্লেষণ করা; যেমন তহবিল থেকে অর্থ প্রদানে দেরি করা, সেবা ও পণ্য উৎপাদনে বিলম্ব করা, ব্যবস্থাপনায় যে কোন প্রকার অদক্ষতা, প্রকল্পের মূল লক্ষ্য থেকে সরে যায় এমন যে কোন কাজ ইত্যাদি।
- প্রকল্পটির নিখুঁত বাস্তবায়নের জন্য গভীর পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে একটি সামগ্রিক পরামর্শ প্রদান করা।

২.৩ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণঃ

বর্তমানে এই প্রকল্পটি পাঠ করার জন্য ‘সিস্টেম-ওয়াইড’ নীতি অনুসরণ করা হয়, যা একই সাথে বিশদ ও অংশগ্রহণমূলক। প্রকল্প পরিচালনা পরিষদ ও স্বত্বভোগীদের মতামত জানার লক্ষ্যে তাদের সাথে একটি বিশদ ও সুবিন্যস্ত আলাপচারিতা এই নীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। পাঠটি নিম্নোক্ত জিনিসগুলোর সাথে সম্পৃক্তঃ

- প্রাপ্ত সাহিত্যগুলো পর্যালোচনা করা
- প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করা
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার
- মূল সংবাদদাতাদের মাধ্যমে আধা-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার
- কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জরিপ চালানো
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা
- প্রকল্প এলাকায় পর্যালোচনা ও পরামর্শদানকারী দলের পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন
- সরাসরি ফল ভোগকারীদের উপর কেস স্টাডি

২.৪ সাহিত্য/ নথিপত্র পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পের নথিপত্র যেমন টিপিপি, সংশোধিত টিপিপি, মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রগতি পত্র প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কালীন সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে লক্ষ্য বনাম অর্জিত ফলাফল, এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই অর্পিত কাজের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত যে সকল নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে তা হলঃ

- অনুমোদিত টিপিপি, আরটিপিপি (খসড়া)
- এডিপি পর্যালোচনা বৈঠকের প্রতিবেদন
- প্রকল্প চালনা পরিষদের বৈঠকের প্রতিবেদন
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিষদের বৈঠকের প্রতিবেদন
- আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণের প্রতিবেদন
- আইএমইডি প্রগতি প্রতিবেদন
- মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- প্রকল্প পরিচালক/ নীতিনির্ধারকের কাছে জমাকৃত প্রকল্প প্রতিবেদন

২.৫ জরিপ নকশা

ToR ও প্রকল্প দলিলের উপর ভিত্তি করে, পরিমাণাত্মক ও গুণাত্মক গবেষণার একটি মিলন A2I প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আদর্শ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। A2I প্রকল্পের চাহিদা, যোগান ও সেই সাথে ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশ্লেষণ করতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। চাহিদার দিকটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে A2I প্রকল্পের সরাসরি ফল ভোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং যোগান এর দিকটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোক্তা সহ বিভিন্ন সরকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বিভিন্ন যোগাযোগের ব্যক্তিদের থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে। A2I প্রকল্পের প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার দিকটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে চালিকা অংশীদারদের কাছ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে।

২.৬ নমুনার আকার নির্ধারণঃ

নমুনার আকার নির্ধারণে, প্রকল্পের অধিনে প্রশিক্ষণ নেয়া একটি বড় কর্মকর্তা গোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট অনেক উপ-পরিচালকদের থেকে স্বাধীন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থাগুলোর সংখ্যা ও প্রাদুর্ভাবের হার ব্যবহার করা হয়েছে।

নমুনা আকারের ক্ষেত্রে ৯৫% আত্মবিশ্বাস ও ৪% অনুমান কে সঠিক বলে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাদুর্ভাবের হার, আত্মবিশ্বাসের মাপ, এবং অ-প্রতিক্রিয়াশীল বস্তুগুলো বিবেচনা করে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছিল নিম্নোক্ত সূত্র প্রয়োগ করেঃ

যে নমুনা আকার গণনা আমরা ব্যবহার করি তা এখানে পাওয়া যাবে Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques, 3rd ed., Wiley, New York.)

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)}{d^2}$$

Z = Z value (e.g. with a normal distribution the value is 1.96 for the 95% confidence interval)

p = target parameter (30% in this case).

d = precision level (4% precision level)

$$n = \frac{1.96^2 * 0.3 * 0.7}{0.04^2} = 504.21$$

Therefore, 10% of non-non responsive value = 504.21 * 0.1 = 50.421

By adding 10% of non-non responsive value = 504.21 + 50.421 = 554.63

Hence minimum sample size = 555

ভিন্ন তিন প্রকারের ফল ভোগীদের জন্য আমরা তিনটি ভিন্ন প্রশ্নপত্র ব্যবহার করেছি। তিনটি ভিন্ন প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে করা আমাদের জরিপ থেকে পাওয়া তথ্য গুলো নিম্নোক্তঃ

ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোগতাঃ ৫০০

নতুন উদ্ভাবন দল/ সদস্যঃ ১০০

ডিজিটাল সেবা গ্রাহকঃ ৪০০

২.৭ জরিপ এলাকা

A2I প্রকল্পের কার্যক্রম পুরো বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত। ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোগ জরিপ অনলাইন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে যাতে করে পুরো দেশব্যাপী এই জরিপ পরিচালনা করা যায়।

পর্যবেক্ষণ দল তাদের পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত আটটি বিভাগের আটটি ভিন্ন ভিন্ন জেলা পরিদর্শন করেছেঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা
১	বরিশাল	ঝালকাঠি
২	চট্টগ্রাম	রাঙামাটি
৩	ঢাকা	শরীয়তপুর
৪	খুলনা	সাতক্ষীরা
৫	ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা
৬	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ
৭	রংপুর	কুড়িগ্রাম
৮	সিলেট	মৌলভীবাজার

২.৮ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পরিচালিত হয়েছে বিশেষজ্ঞ ও তথ্য সংগ্রাহকদের সাহায্যের মাধ্যমে যারা অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেছে। এই এফজিডি গুলো এমনভাবে পরিচালনা করা হয়েছে যাতে করে সকল অংশগ্রহণকারী স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এফজিডি শুরুর পূর্বে, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ সংক্ষেপে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও এর প্রভাব পর্যালোচনা ব্যাখ্যা করেছেন। তথ্য সংগ্রাহক অংশগ্রহণকারী সকলের মতামত টুকে রেখেছে।

আলোচনার মূল বিষয় গুলো হলঃ

- প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়িত রূপের মধ্যে তুলনা
- প্রকল্পের বাস্তবায়নের পর সমাজের উপকার
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কালীন সময় ও বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে প্রকল্পের শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ, ও হুমকি সমূহ
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ
- প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক উপকারীতা
- মাঠ পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া

প্রতি গ্রুপে কমপক্ষে ১০ জন করে নিয়ে গঠিত, সরাসরি ভোক্তা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী কর্মচারী, ইউপি সদস্য, আঞ্চলিক প্রশাসনিক ব্যক্তিগণ, গণপ্রতিনিধি, আঞ্চলিক সুশীল সমাজ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং ধর্মীয় নেতাদের দলের সাথে মোটমোট ১০টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়।

২.৯ মূল সংবাদদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই):

মূল সংবাদদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকার বলতে বোঝায় পরিচিত লোকদের সাথে একটি আলোচনা, যা তথ্য ও চিন্তার মুক্ত আদানপ্রদানে সাহায্য করে। কেআইআই এর জন্য, বছাইকৃত ব্যক্তির হাট্টন সরকারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ, A2I এর সাথে কাজ করা নীতিনির্ধারক বৃন্দ, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তা ব্যক্তিবৃন্দ। A2I প্রকল্পের আহরণ প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক দিক, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পের পরিকল্পিত ও প্রকৃত সময়সীমা, খরচ, শক্তি ও দুর্বলতা, এবং বর্তমান কার্যক্রম প্রভৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রকল্পের কর্তাব্যক্তিদের সমন্বয়ে সর্বমোট ২০টির মত এরূপ সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়েছে।

এই পর্যালোচনার জন্য যে সকল মৌলিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করে তথ্য সংগ্রহ মূলক সাক্ষাৎকারগুলো নেয়া হয়েছে তা হলঃ

- প্রকল্পের সকল উপাদান সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কি হয়নি
- চলমান প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম
- তথ্য আহরণ কার্যক্রমের অবস্থা।
- প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের বর্তমান অবস্থা।

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কালীন চলমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা ও সমস্যা সমাধানের জন্য ফলপ্রসূ পরামর্শ নেয়া।

২.১০ স্থানীয় কর্মশালাঃ

শরীয়তপুর ডিসি অফিসের সম্মেলন কক্ষে একটি স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিলো। কর্মশালাটি এমনভাবে সাজানো হয়েছিলো যাতে করে A2I প্রকল্প দলের সদস্য, স্থানীয় উদ্ভাবন দলের সদস্য, ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোগতা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সেবা গ্রাহক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবাদাতা, ও স্থানীয় ভোক্তাদের সকলের সাথে প্রকল্পটির চলমান ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা ও সুবিধা এবং এর ফল আলোচনা করা যায়।

২.১১ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নঃ

প্রকল্প এলাকার মূল কার্যক্রম সশরীরে পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা হয়েছে এর ক্রিয়ামূলক অবস্থা অবলোকন করার স্বার্থে। কার্যক্রম ও তাদের ফলাফল প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট তালিকার মাধ্যমে গুনগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। টিপিপি তে উল্লেখিত বাজেটের আলোকে গভীর পর্যালোচনার মূল জায়গাগুলোঃ

- গবেষণা অনুমোদন
- প্রশিক্ষণ
- আউটসোর্সিং/ কুইক উইন
- পারিশ্রমিক (কর্মকর্তা/ পরামর্শক)
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/ ই-শাসন ও মূলধন ব্যয়চ

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

৩.১: প্রকল্পের অংশ-এর বরাদ্দ ও ব্যয়

কোডের বর্ণনা	বরাদ্দ	%	ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	%	উন্নতি %
উপাদান ১: ই-সার্ভিস					
আউটসোর্সিং	১২৫৯.৯৭	৬.৮০%	৮৮৮.৭৫	১১.১৯%	৭০.৫৪%
সফটওয়্যার (ই- সার্ভিস উন্নয়ন)	১০৫৯.২৯	৫.৭১%	৩৩৫.৯৭	৪.২৩%	৩১.৭২%
উপাদান ২: ধারণক্ষমতা ও সচেতনতা					
বিজ্ঞাপন, প্রকাশনী	৪৫৬.৪৯	২.৪৬%	৪৪৮.৯৩	৫.৬৫%	৯৮.৩৪%
প্রশিক্ষণ	২৩২৮.৫৩	১২.৫৬%	১২৮৯.৭৬	১৬.২৫%	৫৫.৩৯%
আলোচনা সভা ও সম্মেলন	৩৭২.৫০	২.০১%	৩৭১.৩১	৪.৬৮%	৯৯.৬৮%
উপাদান ৩: উপযুক্ত পরিবেশ					
আইসিটি/ ই-পরিচালনা	৭৭২.০১	৪.১৬%	৫২৭.৫	৬.৬৪%	৬৮.৩৩%
আন্তর্জাতিক পরামর্শক	১০৯.৯৮	০.৫৯%	৭৯.৭৪	১.০০%	৭২.৫০%
স্বদেশী পরামর্শক	২৫২.২৪	১.৩৬%	২৪২.২৪	৩.০৫%	৯৬.০৪%
উপাদান ৪: নতুনত্ব					
অনুদান গবেষণা	৮২২০.২১	৪৪.৩৪%	৮০৫.১	১০.১৪%	৯.৭৯%
সর্বমোট (মুখ্য উপাদান সমূহ)	১৪৮৩১.২২	৮০.০০%	৪৯৮৯.৩	৬২.৮৪%	৩৩.৬৪%
মোট	১৮৫৩৮.৭১		৭৯৩৯.৩		৪২.৮৩%

তালিকা ৩.১: প্রকল্পের অংশীভূত এর বরাদ্দ ও ব্যয়

এই প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত সুবিধাসমূহের সর্বমোট ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাসরকারী শাসনব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং ,যা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে , সরকারী সুযোগসুবিধাসমূহ পাওয়ারক্ষেত্রে ঝামেলার হার কমাতে। নিচে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মূল অংশসমূহের পিছনে খরচের বিবরণ নিম্নরূপঃ

মূল প্রাপ্ত তথ্যসমূহঃ

- উপরোক্ত ছকের আলোকে দেখা যাচ্ছে যে ,পুরো বরাদ্দের ৮০ ই মূলত ব্যয় হয় এই চারটি % অংশের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে। এর মাঝে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য ভাতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত নয় যা প্রকল্পের বরাদ্দের প্রায় ১২ %

- সর্বনিম্ন বরাদ্দ ছিল গবেষণা অনুদান এর জন্য যা মাত্র ১০এর পেছনে মূলত রয়েছে গবেষণা ১% অনুদান বরাদ্দের ধীর গতি এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া ও ত্বরান্বিত করা জরুরী। বিভিন্ন অংশীদার দের মাঝে আরো ভালো সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।
- বিভিন্ন আলোচনাসভা এবং সম্মেলন আয়োজন বিজ্ঞাপন এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে ,গার্হস্থ্য পরামর্শ, ৯৫ এর বেশি অগ্রগতি সাধন হয়েছে। %
- ইসার্ভিসের- উন্নয়নের খাতে ব্যয় পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় এ ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি কাজ করা জরুরী।
- ৩১শে ডিসেম্বর ৩৩এর ভেতর মূল উপাদানগুলোর মাত্র ২০১৫ ., ৬৪% সম্পাদিত হয়েছে।
- SIF এর জন্য বরাদ্দ অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে সর্বাঙ্গীণ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

৩.২: টিপিপি ও আরটিপিপি প্রকল্পের অংশ-এর বরাদ্দ

বর্ণনা	মূল টিপিপি		আরটিপিপি		টিপিপি এর উপর মূল পার্থক্য	
	পরিমাণ	মোট	পরিমাণ	মোট	পরিমাণ	মোট
উপাদান ১ঃ ই-সার্ভিস						
আউটসোর্সিং	থোক	১২৫৯.৯৭	থোক	৮৮৮.৭৫	থোক	-৩৭১.২২
কর্মী সাপোর্ট(ডেস্কের সাহায্যে, ডাক কেন্দ্র)			থোক	৫০০.০০	থোক	৫০০.০০
সফটওয়্যার (ই- সার্ভিস উন্নয়ন)	থোক	১০৫৯.২৯	থোক	২০৭১.৫৭	থোক	১০১২.২৮
উপাদান ২ঃ ধারণক্ষমতা ও সচেতনতা						
অডিও/ ভিডিও/ ডিজিটাল বিষয়বস্তুর উৎপাদন			থোক	২৭৩২.০০	থোক	২৭৩২.০০
বিজ্ঞাপন, প্রকাশনী	থোক	৪৫৬.৪৯	থোক	২১৮০.১৩	থোক	১৭২৩.৬৪
প্রশিক্ষণ(সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য স্থানীয় ধারণক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ)	৯২২ সংখ্যা	২৩২৮.৫৩	৩১৭০ সংখ্যা	৮০৩৫.০৪	২২৪৮ সংখ্যা	৫৭০৬.৫১
প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা ভ্রমণ (বিদেশি)			৭৫ M	৩০০.০০	75 M	৩০০.০০
আলোচনাসভা ও সম্মেলন	৮১	৩৭২.৫০	৩১৭০	২০৯৬.৪৪	৩০৮৯	১৭২৩.৯৪
উপাদান ৩ঃ উপযুক্ত পরিবেশ						
আইসিটি/ ই-পরিচালনা	থোক	৭৭২.০১	থোক	১২০০.০০	থোক	৪২৭.৯৯
আন্তর্জাতিক পরামর্শক	৬	১০৯.৯৮	১৫	১৭২.৫৪	৯	৬২.৫৬
স্বদেশী পরামর্শক	৩৯	২৫২.২৪	১২৫	৪৯৭৯.৪৬	৮৬	৪৭২৭.২২
উপাদান ৪ঃ নতুনত্ব						
গবেষণা			৩৯	২০০.০০	৩৯	২০০.০০
অনুদান গবেষণা	৬০	৮২২০.২১	২৩০	৪০০০.০০	১৭০	-৪২২০.২১

তালিকা ৩.২: টিপিপি ও আরটিপিপি প্রকল্পের অংশীভূত এর বরাদ্দ

টিপিপি TPP এবং আরটিপিপি RTPP এর পার্থক্যের তুলনা নীচে দেখানো হলঃ
মূল প্রাপ্ত তথ্যসমূহঃ

- ৫০০ লাখ টাকার বরাদ্দসহ কিছু অপ্রত্যাশিত বিষয় কে (শ্রম ঘন্টা ,কল সেন্টার ,সাহায্য ডেস্ক)) আরটিপিপি(RTPP) তে সংযুক্ত করা হয়েছে যা মূল টিপিপি(TPP) তে ছিলনা।
- আরটিপিপি)RTPP) তে সফটওয়্যার (সার্ভিস উন্নয়ন-ই) খাতে বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে।
- আরটিপিপি)RTPP) তে অডিও ডিজিটাল/ভিডিও/উপাদানসমূহ কে সংযুক্ত করা হয়েছে ২৭৩২ , লাখ টাকার বরাদ্দসহ। কিন্তু মূল টিপিপি(TPP) তে এধরনের কোন বরাদ্দ ছিলনা।
- আরটিপিপি)RTPP) তে বিজ্ঞাপন এবং প্রকাশনা খাতে বরাদ্দ ৩৭৫১৭২৩পর্যন্ত বাড়িয়ে %৬৪ লাখ টাকা করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ)সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য স্থানীয় ধারণক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ) খাতে খরচ প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়িয়ে ৫৭০৬.৫১ লাখ টাকা করা হয়েছে।
- আরটিপিপি)RTPP) তে ৩০০ লাখ টাকার বরাদ্দ সহ প্রশিক্ষণ/শিক্ষা ভ্রমণ (বিদেশ) খাত কে সংযুক্ত করা হয়েছে যা মূল টিপিপি(TPP) তে ছিলনা।
- আরটিপিপি)RTPP) তে বিভিন্ন আলোচনাসভা এবং সম্মেলন আয়োজনের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ খরচ মূল টিপিপি(TPP) তে উল্লেখিত ৩৭২১৭২৩বাড়িয়ে %৪৬২লাখ থেকে ৫০.৯৪ লাখ করা হয়েছে।
- গার্হস্থ্য পরামর্শদাতাদের জন্য মূল টিপিপি(TPP) তে বরাদ্দকৃত প্রাথমিক বাজেট এর ২৫২ ২৪.লাখ টাকাকে ১৯৭৪৪৯৭৯বাড়িয়ে %৪৬ লাখ টাকা করা হয়েছে।
- শুধুমাত্র গবেষণা অনুদানের খাতের বরাদ্দ কে ৪২২০ টাকা ২০.থেকে কমিয়ে মাত্র ৪০০০ টাকা করা হয়েছে।

৩.৩ ক্রয়কার্য পর্যবেক্ষণ -পিপিআর (PPR) ২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্য পর্যালোচনা

নিম্নোক্ত নির্দেশিকাগুলিতে সেবা ক্রয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাবলিক প্রোকিউরমেন্ট রুলস)(PPR-২০০৮) এবং আইন (PPA-২০০৬) এর সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে a2i প্রোগ্রামের উপাদানসমূহের করতে এবং টেবিল ৩.৩-টেবিল)-৩এ ৪. বর্ণিত প্যাকেজসমূহ) সঠিক প্রয়োগ এবং প্রয়োজনসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং ক্রয়কারী সংস্থা কে সরকারী প্রণালী এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রয়কার্য সম্পাদনে সক্ষম করতে।

ধাপ ০১ঃ প্রতি অর্থবছরে প্রয়োজনীয় “সেবাসমূহের তালিকা” তৈরি এবং চূড়ান্ত করা।

বাস্তবায়নের	দিক	নির্দেশনা	সমূহ:
সেবা উপাদানসমূহ এবং তাদের টিপিপি (TPP) তে উল্লেখিত আনুমানিক খরচের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তালিকা টি প্রণয়ন করা যেতে পারে।			

- এই তালিকা তে প্রকল্পে ‘উন্নয়ন সহযোগীদের’(Development Partners) কাছ হতে আসা ‘সরাসরি প্রকল্প সাহায্য’ (Direct Project Aid)দ্বারা (অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুদান) ক্রয়কৃত সেবাসমূহের তালিকা ওআরো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

- এই তালিকা তে প্রকল্প হতে উপার্জিত রাজস্ব দ্বারা কেনা সেবাসমূহের ও একটি আলাদা তালিকা থাকতে হবে।
- ADP/RADP তে বিভিন্ন প্রকল্প র হিসাব বিবেচনায় রেখকর্মসূচী এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে/এই তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

- টিপিপি(TPP) হতে ক্রয়যোগ্য সেবাসমূহের তালিকা এবং তাদের আনুমানিক খরচের ধারণা পাওয়া যায়।
- এই তালিকাতে PA তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ক্রীত সেবাসমূহের ও তালিকাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- এতে কোন রাজস্ব বাজেট নেই।
- এই তালিকাটি সবসময় ADP/RADP তে বিভিন্ন প্রকল্পকর্মসূচী এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের / হিসাব বিবেচনায় রেখে চূড়ান্ত করা হয়।

ধাপ ২ঃ প্যাকেজ সনাক্ত ও নিশ্চিতকরণ

সনাক্তকৃত সেবাসমূহের বিশেষত্ব জটিলতা এবং গুরুত্ব ও বিস্তার ,বিবেচনায় রেখে প্যাকেজসমূহ সনাক্ত করতে হবে।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহঃ

বলিষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র পরামর্শদানকারী এর সনাক্তকরণ একই প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত হবেনা।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

সনাক্তকৃত সেবাসমূহের বিশেষত্বজটিলতা এবং গুরুত্ব ও বিস্তার বিবেচনায় রেখে প্যাকেজসমূহক সনাক্ত , করা হয়।

ধাপ ৩ঃ প্যাকেজসমূহের খরচের অনুমান নির্ধারণ

- প্যাকেজসমূহের আনুমানিক খরচের বিবরণে সকল সংশ্লিষ্ট উপাদান এবং ভরপোষণের খরচ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- আনুমানিক খরচ কে অবশ্যই সম্ভাব্য বরাদ্দ বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাস্তবানুগ ও প্রায়োগিক হতে হবে।
- খরচের তালিকায় কর ও মূল্যসংযোজন কর কে (ট্যাক্স)আলাদাভাবে সংযুক্ত করতে হবে।
- ব্যয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজ্যতা বিবেচনায় রাখতে হবে।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহঃ

- টিপিপি(TPP) এ উল্লেখিত বিভিন্ন পর্যায়ের পরামর্শদানকারীদের বেতন সাপেক্ষে আনুমানিক খরচ তৎকালীন সময়ের খরচের ধারণা অনুযায়ী পুনর্বিবেচনা করতে হবে। যেমনঃ PPR ২০০৮ এ উল্লেখিত সিনিয়র পরামর্শদাতাপরামর্শদাতা এবং জুনিওর পরামর্শদাতা , দেব বেতন।
- পরামর্শদানকারীদের জন্য প্যাকেজগুলোতে অনুমিত খরচ বর্তমান সময়ের বেতনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চূড়ান্ত করতে হবে ,ভবিষ্যতে TPP সংস্করণ বা সেবার মেয়াদসেবার ক্ষেত্রে কে সমন্বয়ের / মাধ্যমে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

বাজারের উপর গবেষণার মাধ্যমে আনুমানিক খরচ নির্ধারণ করা হয় যার ভেতর সকল সংশ্লিষ্ট উপাদান ও ভরণপোষণের খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

আনুমানিক খরচ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাস্তবানুগ ও প্রায়োগিক হতে হবে।

খরচের তালিকায় কর ও মূল্যসংযোজন কর কে সবসময় আলাদাভাবে সংযুক্ত করা হয়। (ট্যাক্স)

ধাপ ৪ঃ ক্রয়ের প্রক্রিয়া নির্ধারণ

- মান এবং খরচ ভিত্তিক নির্ধারণ)কোয়ালিটি এন্ড কস্ট বেসড সিলেকশন ,QCBS(
- নির্দিষ্ট বাজেটের আওতায় নির্ধারণ , ড বাজেটসিলেকশন আন্ডার ফিক্স(SFB)
- ন্যূনতম খরচ নির্ধারণ ,লিস্ট কস্ট সিলেকশন)LCS)
- পরামর্শদানকারীর যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ স 'সিলেকশন বেসড অন কনসালট্যান্ট) ,কোয়ালিফিকেশন(SBCQ)
- নাগরিক সেবা সংস্থা নির্ধারণ ,কমিউনিটি সারভিসেস অরগানাইজেশন সিলেকশন(CSOS)
- একক উৎস নির্ধারণ ,সোর্স সিলেকশন সিঞ্জেল)SSS)
- পরিকল্পনা উপাদানসমূহ সিলেকশন ,ডিজাইন কনটেন্ট সিলেকশন)(DCS)
- স্বতন্ত্র পরামর্শদানকারী নির্ধারণ ,ইনডিভিজুয়াল কনসালট্যান্ট সিলেকশন) ICS)

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহঃ

- ক্রয় প্রক্রিয়া নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বা এদের সমন্বিত রূপ কে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
- খরচ এবং বিশেষত্ব/অথবা জটিলতা/বিস্তার ও গুরুত্ব এবং/অথবা মেয়াদকাল/
- প্রয়োজনের মাত্রা
- প্রয়োজনের আবশ্যিকতা।
- দেশে বা আন্তর্জাতিকভাবে আয়ত্তাধীন পরামর্শদানকারীবিশেষজ্ঞ/ দেব সংখ্যা ।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

উপোরক্ত বিবেচনাগুলি যেমনবিশেষত /অথবা জটিলতা/বিস্তার ও গুরুত্ব এবং/অথবা মেয়াদকাল/খরচ এবং , এর ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে-যেমন , বিভিন্ন ধরনের ক্রয় প্রণালী অনুসরণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে QCBS পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

ধাপ ০৫ঃ ক্রয় পরিকল্পনা) প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান/PP) প্রস্তুতকরণ

- ক্রয় পরিকল্পনা প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান/ প্রস্তুতকরণ আবশ্যকীয়;
- কাজ; প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান/দ্রব্য এবং সেবার জন্য আলাদা ক্রয় পরিকল্পনা ,
- উন্নয়নমূলক প্রকল্পবাজেটের জন্য আলাদা ক্রয় কর্মসূচি এবং উপার্জিত রাজস্ব/ ; প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান/পরিকল্পনা
- মোট ক্রয় পরিকল্পনা) টোটাল প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান /TPP) অনুমোদিত :TPP এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে
- বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা এনুয়াল প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান /(APP): উন্নয়ন এবং রাজস্ব আয়।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- অর্থবছর শুরুর আগেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করুন;
- সকল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে ক্রয় পরিকল্পনা প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান এ/ অন্তর্ভুক্ত করুন;
- MOF এবং অথবা/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সংস্থার/বিভাগ/ নির্দেশনা অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ/ Approving Authority (AA) নির্ধারণ করুন;
- চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার অনুমিত তারিখ কে প্রথমে রেখে তারপর ধারাবাহিকভাবে পেছনের দিকের সময় সাজিয়ে বিজ্ঞাপনপ্রতিটি পর্যায়ে ,চুক্তি স্বাক্ষর এর বিভিন্ন তারিখসমূহ নির্ধারণ করুন ,মূল্যায়ন , প্রয়োজনীয় সময়কে বিবেচনায় রাখুন।
- ৩০শে জুন এর ভেতর সুনিশ্চিতভাবে APP এর চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করুন

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

- TPP থেকে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ ক্রয় পরিকল্পনা; প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান/
- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান/ পাওয়া গেছে ;
- শর্তানুযায়ী কাজ প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান তৈরি করা /দ্রব্য এবং সেবার জন্য আলাদা ক্রয় পরিকল্পনা , ;হয়েছে
- বিজ্ঞাপন প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যান/চুক্তি স্বাক্ষর এর বিভিন্ন নির্ধারিত তারিখসমূহ ক্রয় পরিকল্পনা ,মূল্যায়ন , এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ধাপ ০৬ঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা /Annual Procurement Plan (APP) অনুমোদন

উন্নয়ন প্রকল্পের হালনাগাদকৃত APP এবং উপার্জিত রাজস্ব বাজেটের APP ক্রয়কারী অংশের প্রধানহেড / অফ প্রকিউরিং এনটিটি(HOPE) দ্বারা অনুমোদিত হবে অথবা তাঁর দ্বারা অনুমোদিত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- একবার অনুমোদন পাওয়ার পর প্রণয়নকালীন সময়ে আবার অনুমোদন নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই , যদি না কোন বড় ধরনের পরিবর্তন আসে পুরো পরিকল্পনা তে যেমনক্রয়ের পদ্ধতি , আনুমানিক খরচ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি। ,
- জুলাইয়ের মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে APP এর চূড়ান্ত খসড়ার অনুমোদন পাওয়ার সর্বচ্চো চেষ্টা করতে হবে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

HOPE দ্বারা অনুমোদিত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা/ Annual Procurement Plan।

ধাপ ০৭ঃ প্রস্তাবনা উদ্বোধনী কমিটি প্রোপোজাল ওপেনিং কমিটি /(POC) এবং প্রস্তাবনা মূল্যায়নকারী কমিটি/প্রোপোজাল এভালুয়েশন কমিটি (PEC):

- POC সংবিধান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী;
- PEC সংবিধান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী;
- বাইরের;বহিরাগত সদস্য/
- PEC এর সভাপতি;
- PEC এর অনুমোদন ;
- কারগরী উপকমিটি।-

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- কোন প্রস্তাবনাই যেন একটি প্রস্তাবনা মূল্যায়ন কমিটি /প্রোপোজাল এভালুয়েশন কমিটি (PEC): এর চেয়ে বেশি কমিটির কাছে অনুমোদনের জন্য না যায়;
- 'কোরাম' নিশ্চিত করতে জন সদস্যের ৫), যার মাঝে অন্তত একজন বাইরের সদস্য ,(PEC তে ৭ জন সদস্য রাখতে হবে জনস্বাস্থ্য মাঝে অন্তত ,PE বিভাগের বাইরের।/এর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ‘
- দুইটি স্থায়ী TEC/PEC গঠন করা ভালো। একটি PD/NPD অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অধীনে সকল ধরনের ক্রয় সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অপরটি ,HOPE এর অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অধীনে ক্রয় সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ;
- MOF এর নির্দেশিকা অনুযায়ী PD/NPD এবং HOPE এর অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং পণ্য , কাজ এবং সেবার ক্ষেত্রে তাদের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছেপেশযোগ্য আর্থিক অনুমেয় খরচের মাপকাঠি নির্ধারণ।

ধাপঃ ০৮ঃ টার্মস অফ রেফারেন্স (TOR) প্রস্তুতকরণ

- প্রস্তাবনা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আবেদনকারী কে সরবরাহ করা;
- TOR বিশদ এবং অবোধগম্য হওয়া উচিত নয় ;
- ক্লায়েন্ট এবং পরামর্শদানকারী এর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে ;
- সেবাসমূহের পরিধি বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- TOR এ পরামর্শের মানের উপর উপযুক্ত আলোচনা রয়েছে সুতরাং ,ইহা গঠনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে ;
- TOR লেখার দায়িত্ব এমন কোন কর্মকর্তা কে দিতে হবে যে এই কাজের লক্ষ্য ,কর্মকাণ্ড ,উদ্দেশ্য , ফলাফল ইত্যাদির ব্যাপারে সচেতন ,নির্দেশকএবং যার পূর্বে TOR লেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। যদি তেমন কোন ব্যক্তি কে না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কোন পেশাদার ব্যক্তিকে কাজটি দিতে হবে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

- TOR মানসম্মত বিন্যাস মেনে তৈরি করতে হবে ;TOR এমন কোন ব্যক্তিদল কে দিয়ে তৈরি / যাদের এই কাজের পূর্ব/করানো হয় যারব অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এই কাজ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা রয়েছে।
- TOR এ ক্লায়েন্ট এবং পরামর্শদানকারী এর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে।
- সেবাসমূহের পরিধি বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখা গেছে।

ধাপ ০৯ঃ প্রস্তাবনার মেয়াদকাল নির্ধারণ

- RFP মূল্যায়ন এর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জটিলতা এবং প্রয়োজনীয় সময়কে হিসাবে রেখে প্রস্তাবনার , ৬০অনুমোদনকাল হিসেবে -১২০ দিনের ভেতর যেকোন সময় কে নির্ধারণ করতে হবে ;
- মেয়াদকাল বৃদ্ধি বা হ্রাস।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- প্রস্তাবনার মেয়াদকাল এমনভাবে নির্ধারণ করুন যেন নির্ধারিত সময়কালের ভেতর কারিগরী প্রস্তাবনার শুরুকারিগরী মূল্য ,ায়নচুক্তি স্বাক্ষরের জন্ ,সমন্বিত মূল্যায়নের অনুমোদন ,য আলোচনা এবং প্রজ্ঞাপন জারি করা ;ইত্যাদি সকল ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় ,
- অপ্রত্যাশিতভাবে হওয়া দেরীর জন্য সময়ের হিসাবে কিছুটা ছাড় রাখতে হবে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

- প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ এর বেশিরভাগকেই ৯০ দিনের মেয়াদকাল নির্ধারণ করে ডাকা হয়েছে।
- সকল প্রস্তাবনাগুলোকে নির্ধারিত সময়ের ভেতর মূল্যায়ন করা হয়েছে। কোন ধরনের মেয়াদকাল বৃদ্ধির ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি।
- ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিতভাবে হওয়া দেবী লক্ষ্য করা যায়নি।

ধাপ ১০ঃ প্রস্তাবনার অনুরোধ রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল /(RFP) প্রস্তুতকরণ

- অবশ্যই CPTU দ্বারা প্রস্তুতকৃত STD ব্যবহার করতে হবে ;
- RFP এর প্রস্তুতি;
- RFP এর অধীন তথ্যসমূহ;
- RFP তে অন্তর্ভুক্ত কাগজপত্রসমূহ;
- ন্যূনতম সময়ঃ উল্লেখ হতে হবে ;
- মূল্যায়নের মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে;
- উপ ;পরামর্শদানকারী নিয়োগ-
- JVCA ।(যদি থাকে)

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- আবেদনকারীদের ন্যূনতম যোগ্যতা এবং মূল্যায়নের প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে কোন ধরনের অস্পষ্টতা ছাড়া।
- JVCA এর সকল সদস্য সমানভাবে বা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আলাদাভাবে যোগ্য হতে হবে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

- প্রস্তাবনার অনুরোধ রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল /(RFP) ,CPTU দ্বারা প্রদত্ত STD সমূহকে মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে;
- RFP তে আবেদনকারীদের ন্যূনতম যোগ্যতার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে;
- RFP তে মূল্যায়নের মানদণ্ড পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে;
- RFP এর সাথে ToR সংযুক্ত করা হয়েছে ;
- JVCA এর সকল সদস্যকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমানভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ধাপ ১১ঃ আগ্রহীদের দরখাস্ত আহবানের বিজ্ঞাপনরিকোয়েস্ট /্ট ফর এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (REOI)

- REOI আহবান করা হয় আগ্রহী প্রার্থীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বোঝার জন্য ;
- REOI এর বিজ্ঞাপনের কার্যপ্রণালী;
- REOI এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- জাতীয় দৈনিকসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন)বিশেষত ৭টি বাংলা এবং ৩টি ইংরেজি দৈনিক (;এবং নির্ধারিত দৈনিকগুলোতে পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করুন
- অধিক পরিচিত ও প্রচারিত দৈনিকগুলোর ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত দিনকে হিসাবে ধরে রাখুন জমার নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের সময়ই।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

- REOI এর জন্য দুইটি ব্যপকভাবে প্রচারিত দৈনিকে বিজ্ঞাপন (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) ;দেয়া হয়
- এছাড়াও a2i ওয়েবসাইট এবং CPTU ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় ;
- REOI এর বিজ্ঞাপন এর ক্ষেত্রে PPR এর নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসৃত হয়েছে ;
- REOI এর বিন্যাস PPR নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করে।

ধাপ ১২ঃ EOI এর জমাদান পদ্ধতি

- EOI শুধুমাত্র এক জায়গাতেই উপস্থাপন করা হবে ;
- EOI নির্দিষ্ট দিন এবং সময়ের ভেতর REOI এ নির্ধারিত স্থানে জমা দিতে হবে;
- EOI কুরিয়ার ;মেইল বা ফ্যাক্স এর মাধ্যমে জমা দেয়া সম্ভব ,
- JVCA গঠন ।(ঐচ্ছিক)

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

- EOI শুধুমাত্র এক জায়গাতেই গ্রহণ করা হয়েছে;
- REOI তে উল্লেখিত দিন এবং সময়ের পর কোন ধরনের EOI গ্রহণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি ;
- কুরিয়ারমেইল , বা ফ্যাক্স এর মাধ্যমেও নির্দিষ্ট দিন ও সময়ের ভেতর EOI গ্রহণ করা হয়েছে;
- JV ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবসময়ই উৎসাহিত করা হয়েছে।

ধাপ ১৩ঃ EOI এর আবেদন গ্রহণ উদ্বোধন

- EOI এর জন্য কোন ধরনের
- EOI, POC কর্তৃক উদ্বোধিত হবে ;
- POC ,গৃহীত আবেদনসমূহের সাথে স্বাক্ষরিত উদ্বোধনের প্রতিবেদন PEC এর সভাপতির কাছে হস্তান্তর করবে।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- EOI এর উদ্বোধনী প্রতিবেদন একইদিনে প্রস্তুত এবং স্বাক্ষরিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং সকল স্বাক্ষরিত আবেদনসমূহ সহ সেগুলি কে PEC এর সভাপতির কাছে হস্তান্তর করুন।
- CPTU এর ক্রয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রণালী)পাবলিক প্রোকিউরমেন্ট ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালস (তে প্রদত্ত নমুনা অনুসরণ করে EOI এর উদ্বোধনী প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

- EOI এর কোন ধরনের জনসম্মুখে উদ্বোধনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি ;
- EOI সবসময়ই POC দ্বারা উদ্বোধিত হয়েছে ;
- POC ,EOI এর উদ্বোধনী প্রতিবেদন সকল গৃহীত আবেদনসমূহ সহ PEC এর সভাপতির কাছে হস্তান্তর করেছে ;
- EOI এর উদ্বোধনী প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে CPTU তে প্রদত্ত নমুনা অনুসরণ করা হয়েছে;
- EOI এর উদ্বোধনী প্রতিবেদন সবসময়ই আবেদনকারীদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ধাপ ১৪ঃ EOI এর জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহের মূল্যায়ন এবং বাছাইকৃত তালিকা প্রস্তুতকরণ

- PEC গৃহীত আবেদনসমূহ কে পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করবে বাছাইকৃত তালিকা প্রস্তুত এর জন্য;
- মূল্যায়ন এর মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে ;
- PEC একটি বাছাইকৃত তালিকা তালিকা প্রস্তুত করবে যেখানে অন্ততপক্ষে ৪ জন এবং সর্বমোট ৭জন আবেদনকারী এর তালিকা থাকবে।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহঃ

- PEC কে গৃহীত EOI গুলোকে REOI এ উল্লেখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে উত্তম ,খুব ভালো , ভালো বানিয়েমান হিসেবে মূল্যায়ন করবে একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতার পরিমাপক এর ভিত্তিতে(স্কোর) ,যেমন আবেদনকারীর দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ ;(নয়একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতাএকই , ,ধরনের কর্মক্ষেত্রে এবং শর্তসাপেক্ষে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতায়থোপযুক্ত অভিজ্ঞতা এবং পেশাদারী যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ কর্মী (কি পারসোনেল), আর্থিক সক্ষমতা এবং সমন্বয় করার যোগ্যতা ইত্যাদি। যাহোক গুরুত্ব বিবেচনা করে ,PEC আবেদনকারীদের নিজ সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যগুলোকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেবে ;
- অন্ততপক্ষে ৪ জন আবেদনকারী থাকার শর্ত পূরণ করতে, PEC এর একজন মাত্র আবেদনকারী কে বাছাই করা ঠিক হবেনা যদি তার কাজ সম্পন্ন করার সক্ষমতা নিয়ে কোন ধরনের সন্দেহ থাকে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহঃ

- PEC গৃহীত ,EOI আবেদনগুলোকে ০এর মাপকাঠিতে পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করে ৩-, যেখানে নিম্নমানউত্তম এবং ২=খুব ভালো ,১=ভালো ,০= =৩।
- EOI এর আবেদনসমূহকে মূল্যায়ন করতে REOI তে প্রকাশিত মূল্যায়ন মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে।
- PEC অন্ততপক্ষে ৪ জন এবং সর্বচ্চ ৭জন আবেদনকারীকে অন্তর্ভুক্ত করে বাছাইকৃত তালিকা তালিকা প্রস্তুত করে।

ধাপ ১৫: বাছাইকৃত তালিকার অনুমোদন

- HOPE অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট PEC অনুমোদনের জন্য বাছাইকৃত তালিকা দাখিল করবে।
- HOPE অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক EOI অনুমোদন প্রাপ্ত হবার পরে সকল আবেদনকারীগণকে অবহিত করতে হবে তারা নির্বাচিত হয়েছেন কি হন নি।

প্রাপ্ত ফলাফলফলাফল সমূহ/:

- PECঅনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ /প্রকল্প পরিচালক)HOPEএর নিকট বাছাইকৃত তালিকা (দাখিল করছে।
- বাছাইকৃত তালিকার অনুমোদনের পরে সকল আবেদনকারী জানিয়েছেন তারা নির্বাচিত হয়েছেন কি হন নি।
-

ধাপ ১৬: RFP দলিলের বন্টন

- RFP দলিল বাছাইকৃত তালিকায় থাকা আবেদনকারীদের নিকট প্রদান করা হবে।
- RFP দলিল বন্টনের সম্ভাব্য মাধ্যম ডাক অথবা ই মেইল।-

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- PE বাছাইকৃত তালিকায় থাকা আবেদনকারীগণ কে তার অফিস থেকে RFPএর সফট কপি সংগ্রহে উৎসাহিত করতে পারেন।

প্রাপ্ত ফলাফলফলাফল সমূহ/:

- আবেদনকারীগণ কে বাছাইকৃত তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণের পরে RFP দলিলাদি বাছাইকৃত আবেদনকারীগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়েছে।
- RFP দলিলাদি হাতে হাতে পৌছেছে।
- RFP দলিলাদি প্রদানের পরে একটি প্রাকপ্রস্তাবনা মিটিং আয়োজন করা হয়েছে যেখানে সকল - বলি আবেদনকারীগণ কে পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।নিয়ম এবং শর্তা

ধাপ ১৭ঃ জমাদানের নির্দিষ্ট সময়সীমার ব্যখ্যা এবং পরিবর্ধন

- ব্যখ্যা;
- জমাদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা বৃদ্ধি।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- সকল আবেদনকারীকে ক্লায়েন্ট এর নিজ স্বিদ্ধান্তে অথবা কোন প্রার্থীর অনুরোধে ,RFP জমাদানের নির্দিষ্ট সময়সীমার যেকোন ধরনের পরিবর্তন বৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত করুন।/

প্রাপ্ত ফলাফল ফলাফলসমূহঃ/

- সাধারণত ,RFP এর ব্যখ্যা প্রস্তাবনা পূর্ব মিটিং এ-উল্লেখ করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবনাপূর্ব মিটিং এর -মিনিট সকল বাছাইকৃত আবেদনকারীদের কাছে পাঠানো হয় ;
- আবেদনকারীদের অনুরোধের ভিত্তিতে ও ব্যখ্যা প্রদান করা হয় এবং সকল বাছাইকৃত আবেদনকারীদের সে সম্পর্কে অবহিত করা হয়;
- জমাদানের সময়সীমার কোন ধরনের পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি।

ধাপ ১৮ঃ প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ এবং জমাদান

- প্রস্তাবনা প্রস্তুতকালে বিবেচনাযোগ্য বিষয়াবলী;
- PE এর সঙ্গে যোগাযোগ এবং বিপরীতমুখী যোগাযোগ PE এর তরফ হতে ;
- মাইল ;কুরিয়ার এর মাধ্যমে জমাদান/
- প্রস্তাবনা ;পূর্ব মিটিং-
- জমাদানের নির্দিষ্ট সময়সীমার ব্যখ্যা এবং পরিবর্ধন;
- জমাকৃত আবেদনপত্রসমূহের নিরাপত্তা।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- আবেদনকারীরা সেকশন ৫ /(ক)5Aঃকারিগরি প্রস্তাবঃ আদর্শ ফর্ম তে প্রস্তাবিত ফর্ম ব্যবহার করে কারিগরি প্রস্তাব প্রস্তুত করবে;
- আবেদনকারীরা সেকশন ৫ /(খ)5Bঃকারিগরি প্রস্তাবঃ আদর্শ ফর্ম তে প্রস্তাবিত ফর্ম ব্যবহার করে আর্থিক প্রস্তাব প্রস্তুত করবে;

প্রাপ্ত ফলাফলফলাফলসমূহঃ/

- RFP এর আদর্শ মাপকাঠি সবসময়ই ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রস্তাবনা তথ্য তালিকা (ডাটা শিট)এ প্রস্তাবনা জমাদানের ব্যাপারে সকল তথ্য পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে ;

- প্রস্তাবনা প্রস্তাবনা প্রস্তুতকালে ,পূর্ব মিটিং এ-বিবেচনাধীন বিষয়াবলী সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ধাপ ১৯ঃ প্রস্তাবনা পদ্ধতি বাতিলকরণ

- অবশ্যই প্রস্তাবনা জমাদানের সময়সীমার পূর্বে হতে হবে।

ফলাফলফলাফলসমূহঃ/

প্রস্তাবনা পদ্ধতি বাতিলকরণ এর দুইটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। (i) একটি মিডিয়া ক্রয়কারী সংস্থার ক্রয় পুনরায় টেন্ডারের জন্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে বিবেচনাধীন রয়েছে ; (ii) ইলেকট্রনিক ক্ষুদ্রঋণ সমন্বয়ের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান বাছাইকরণ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন এবং TOR প্রবৃদ্ধির দরুণ।

ধাপ ২০ঃ কারিগরি প্রস্তাব সমূহ খোলা

- POC প্রথমে শুধুমাত্র কারিগরি প্রস্তাবগুলো খুলে দেখবে;
- POC বাছাইকৃত কারিগরি প্রস্তাবনাগুলোকে সংযুক্ত এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকল কাগজপত্রের সাথে PEC এর সভাপতির কাছে হস্তান্তর করবে একটি বদ্ধ বাক্স/খামে করে।
- HOPE আর্থিক প্রস্তাবগুলোকে একটি বদ্ধ খামে নিজের হেফাজতে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না কারিগরি প্রস্তাবনাগুলোর মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- কোন ধরনের পাবলিক উদ্বোধনী নয়;
- কারিগরি প্রস্তাবনা উদ্বোধনী প্রতিবেদন একইদিনে প্রস্তুত এবং স্বাক্ষরিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং সকল স্বাক্ষরিত আবেদনসমূহ সহ সেগুলি কে PEC এর সভাপতির কাছে হস্তান্তর করুন।

প্রাপ্ত ফলাফল ফলাফলসমূহঃ/

- POC প্রথমে শুধুমাত্র কারিগরি প্রস্তাবগুলো খুলে;
- POC কারিগরি প্রস্তাবগুলো এবং অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এর সভাপতির কাছে হস্তান্তর করে এবং” আর্থিক প্রস্তাবনা মুদ্রাঙ্কিত “খাম ক্রয়কারী ক্রয়কারী অংশের কাছে হস্তান্তর করে প্রকল)্প পরিচালক(প্রোজেক্ট ডিরেক্টর /;
- আর্থিক প্রস্তাবগুলো একটি বদ্ধ এবং নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা হয় কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

ধাপ ২১: কারিগরি প্রস্তাবনা পর্যালোচনা (QCBS)

- কারিগরি প্রস্তাবনার পর্যালোচনা
- কারিগরি ভাবে প্রক্রিয়াশীল একক প্রস্তাবনা
- একমাত্র প্রস্তাবনার উপস্থাপন

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- মূল্যায়নের নির্ণায়ক সমূহ এবং প্রযোজ্য ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি RFP দলিলের নির্দেশনা অনুসারে কঠোর ভাবে অনুসরণ করা।
- প্রস্তাবনা উন্মোচনের প্রাক্কালে PEC এর সকল সদস্যগণকে যে সকল সজ্ঞায়ন সম্পর্কে একমত হতে হবে তা হল: ক) যথেষ্ট মাত্রায় প্রক্রিয়াশীল, খ) প্রধান পার্থক্য সমূহ, গ) অপ্রধান পার্থক্য সমূহ এবং ঘ) এই কাজের সাথে যুক্ত অন্য যে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয় সমূহ।
- PEC কে তিনটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে পর্যালোচনা করতে হবে, প্রথমত, কারিগরি মূল্যায়ন; দ্বিতীয়ত, আর্থিক মূল্যায়ন এবং সর্বপরি সার্বিক মূল্যায়ন।
- ৭০%, ভালো = ৯০% এবং উত্তম = ১০০%;
- PEC এর সকল সদস্যগণকে তাদের মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ এবং সংযত ভাবে অধিকার প্রকাশের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা।
- মনে রাখতে হবে, অনেক ক্ষেত্রে QCBS এর পরিবর্তে কারিগরি প্রস্তাবনার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনতে হতে পারে।

ধাপ ২২: কারিগরি প্রস্তাবনার আনুমোদন গ্রহণ

- HOPE অথবা একজন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে কারিগরি প্রস্তাবনার আনুমোদন গ্রহণ।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা সতর্কতা অবলম্বন করা যাতে কারিগরি প্রস্তাবনা ছাড় করণের যে কোন ধরনের বিলম্ব এড়ানো যায়।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফল সমূহ:

- কারিগরি পর্যালোচনা রিপোর্ট অনুমোদনদায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ
- কারিগরি মূল্যায়ন অনুমোদন প্রাপ্ত হবার পরে যে সকল আবেদনকারী উত্তীর্ণ হবে তাদের আর্থিক রিপোর্ট উন্মুক্ত করা হবে।

ধাপ ২৩: PEC এর সুপারিশের ভিত্তিতে সকল প্রস্তাবনা খারিজ হলে

- প্রক্রিয়া এবং প্রত্যাখানের ভিত্তি সমূহ।
- প্রত্যাখ্যাত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- প্রত্যাখানের কারণ সমূহ অবহিত করা।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহ:

- ক্রয়সংক্রান্ত প্রক্রিয়া বাতিলের দুটি নথি প্রাপ্তি। (i) মিডিয়া ক্রয় সংশ্লিষ্ট এজেন্সির পুনঃদর পত্র আহবান প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্তি। (ii) ইলেকট্রনিক মাইক্রো ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্থগিত TOR এর কিছু ধারার পরিবর্তনের কারণে।

ধাপ ২৪: আর্থিক প্রস্তাবনা আহবান

- শুধুমাত্র কারিগরী মূল্যায়নে নির্বাচিত আবেদনকারীগণ আর্থিক প্রস্তাবনায় আবেদন করতে পারবেন।
- আর্থিক প্রস্তাবনা আহবান হবার সাথে সাথে PEC কে যে সকল আবেদনকারী কারিগরি নির্বাচনের ন্যূনতম নম্বর পাবে তাদেরকে কারিগরি নম্বর জানাতে হবে।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- POC এর সদস্য এবং PEC এর সদস্যবৃন্দ/প্রতিনিধি কে অবশ্যই একত্রে POC এর মিটিং-এ অংশগ্রহণ করতে হবে
- POCকে আর্থিক প্রস্তাবনা আবেদন উন্মোচনের রিপোর্ট প্রস্তুত এবং একই দিনে তা দস্তখতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তা সকল উপস্থাপিত দললাদি সমেত PEC এর চেয়ারম্যান বরাবর দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহ:

- আর্থিক প্রস্তাবনা দাখিলের উদ্বোধন কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়।
- আর্থিক প্রস্তাবনা দাখিলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে PEC সেই সকল আবেদনকারীর কারিগরি নম্বর উপস্থাপন করবেন যারা কারিগরি মূল্যায়নে ন্যূনতম নম্বর প্রাপ্ত হয়েছেন।

ধাপ ২৫: কারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাবনার মিলিত মূল্যায়ন

- আর্থিক প্রস্তাবনাসমূহে হিসাব সংক্রান্ত এবং অন্যান্য সংশোধনীসমূহ;
- কারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাবনার মিলিত মূল্যায়ন: QCBS

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- কারিগরি হিসাব এবং আর্থিক হিসাব RFP দ্বারা সুনির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট ভাষা অনুসারে একত্রিত/ হিসাব করতে হবে।
- সর্বাধিক মিলিত হিসাবধারী ফার্ম/ প্রতিষ্ঠানটিকে আলোচনার জন্যে ডাকা হবে।

প্রাপ্ত ফলাফল(সমূহ):

- প্রথমত;আর্থিক প্রস্তাবনাসমূহেপাটিগণিতীয় এবং অন্যান্য সংশোধনীসমূহ;
- RFP দ্বারা সুনির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট ভাতা অনুসারেকারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাবনার মিলিত মূল্যায়ন;
- ক্রমানুযায়ী প্রথমে থাকা ফার্ম/ প্রতিষ্ঠানটিকে আলোচনার জন্যে ডাকা হবে।

ধাপ ২৬: আলোচনা

- আলোচনা পদ্ধতি
- আলোচনার বিভিন্ন দিকসমূহ
- আলোচনার সময় বিবেচনাধীন বিষয়সমূহ

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা আছে এমন কর্মীদের নিয়ে সক্রিয় দল গঠন করুন যা দক্ষভাবে আলোচনার বিষয়সমূহ পরিচালনা করতে পারবে;
- আলোচনায় বসার পূর্বে দলগত কৌশল এবং নীতি নির্ধারণের জন্য দলটির কিছু প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন করা প্রয়োজন;
- জয়- জয় নীতি প্রয়োগ করুন;
- একটি প্রস্তাবিত খসড়া চুক্তির সাথে আলোচনা শেষ করতে হবে;
- PE আলোচনার একটি বিবরণী তৈরি করবে যা উভয়পক্ষ দ্বারা স্বাক্ষরিত থাকবে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফল(সমূহ):

- সাধারণত, কারিগরি দলের সদস্যগণ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত থাকেন;
- কারিগরি আলোচনায়, নির্দেশনার শর্তাবলী বাস্তবায়নের কার্যপ্রণালী, কর্ম পরিকল্পনা এবং বিশদ কর্মসূচী/ কর্ম তফশিল, সংগঠন এবং কর্মীবন্টন, প্রশিক্ষণপদ্ধতি (যদি প্রশিক্ষণ জরুরী হয়ে থাকে) এবং ক্লায়েন্টের সেবা এবং সুবিধাসমূহ নিয়ে আলাপচারিতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা পরামর্শদাতার প্রস্তাবনা এবং ক্লায়েন্টের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সাহায্য করবে। এসব দলিলপত্র/ কাগজপত্র পরবর্তীতে “সেবার বিবরণ” নামে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে;
- শুধুমাত্র পরিশোধযোগ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সমন্বয়সাধন সম্ভবপর হবে।

ধাপ ২৭: আলোচনায় ব্যর্থতা

- আলোচনা ব্যর্থ হলে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- যদি প্রথম আলোচনা ব্যর্থ হয়, PEফার্ম/ প্রতিষ্ঠানটিগুলোর সংশ্লিষ্ট ক্রমানুসারে তাদের সাথে আলোচনা করবে।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফল(সমূহ):

- আর্থিক আলোচনার ক্ষেত্রে কোন ব্যর্থতার তথ্য পাওয়া যায়নি।

ধাপ২৮: চুক্তি স্বাক্ষরকরণের অনুমোদন

- চুক্তি স্বাক্ষরকরণের অনুমোদন;
- অনুমোদন প্রক্রিয়া।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ/ সতর্কতা অবলম্বন করুন যেন অনুমোদন পেতে দেরী হলে ঝামেলা এড়ানো/ কমানো যায়।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফল(সমূহ):

- আলোচনার পর, অনুমোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা চুক্তি স্বাক্ষরকরণ সম্পন্ন হয়।

ধাপ২৯: চুক্তি স্বাক্ষরকরণ

- চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান;
- চুক্তি স্বাক্ষরের অন্যান্য ব্যাপারাদি।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- অনুমোদনের পর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে চুক্তি স্বাক্ষর করার আহ্বান করা হয়।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফল(সমূহ):

- অনুমোদনের পর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য ডাকা হচ্ছে।

ধাপ৩০: প্রস্তাবনা প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ

- অন্যান্য সকল কারিগরি দিক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের জানিয়ে দেয়া যে তারা সফল/ নির্বাচিত হননি।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহ:

- চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর অসফল/ অনির্বাচিতফার্ম/ প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয়া হবে।

ধাপ ৩১: অভিযোগ এবং আবেদন

- স্বাধীন আবেদন/ পর্যবেক্ষন পদ্ধতি;
- প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন;
- পর্যবেক্ষন প্যানেলের কাছে আবেদন।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- প্রশাসনিক পর্যায়ের যেকোন ধাপে অভিযোগ/ আবেদনের সাথে সাথেই উত্তর দিন।

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহ:

- কোন অভিযোগ/ আবেদনের তথ্য পাওয়া যায়নি।

ধাপ ৩২: চুক্তি ব্যবস্থাপনা

- চুক্তি পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা;
- সাধারণ বিষয়সমূহ;
- সেবাচুক্তি।

বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা সমূহ:

- ফলাফলভিত্তিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা নীতি গড়ে তুলুন এবং প্রবর্তন করুন;
- ফার্ম/ প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (AWP)সঠিক সময়ের মধ্যে জমা দিয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত করুন;
- জমাদানকৃত AWPএর উপর সাথে সাথেই মন্তব্য/ পরামর্শ প্রদান করুন;
- প্রক্রিয়া এবং কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষনের যন্ত্রপাতি এবং বিন্যাস তৈরি এবং প্রবর্তন করুন;
- সাপ্তাহিক এবং মাসিক পর্যবেক্ষন মিটিং আয়োজন করুন।

প্রাপ্ত ফলাফল(সমূহ):

- চুক্তি স্বাক্ষরের পর নির্বাচিত পরামর্শদানকারীকে কারিগরি দলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়;
- কারিগরি দলটি চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে;
- অধিকাংশ SIFপ্রকল্পে সময়মত প্রকল্প হস্তান্তর করা হয়নি।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি:

- চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রজ্ঞাপন জারির পূর্ব পর্যন্ত যেকোন মুহূর্তে সকল প্রস্তাবনাসমূহ বাতিল করা যাবে;
- সহজ বিশ্বাসে সম্পাদিত কাজের জন্যে নিরাপত্তা বিধান;
- প্রতিযোগিতা বাড়ানো;
- চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে PE এর সাথে কোন যোগাযোগ নয়;
- ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাবলী;
- ক্রয়পরবর্তী পর্যবেক্ষন;
- স্বাধীন ক্রয়সংক্রান্ত নিরীক্ষা;
- বৈষম্যহীনতা;
- স্বার্থসংক্রান্ত দ্বন্দ্ব;
- পেশাদারী অসদাচরণ;
- বৈদ্যুতিক সরকার ক্রয়:e-gp.

প্রাপ্ত ফলাফল/ফলাফলসমূহ:

- SIFপ্রকল্পের তহবিল প্রদানের সময় কঠোরভাবে PPR ২০০৮ নীতিমালা অনুসরণ কষ্টকর। সুতরাং,CPTU এর সাথে পরামর্শ করে এসব বিশেষায়িত প্রকল্পের তহবিল গঠন প্রসঙ্গে নীতিমালার খসড়া প্রণয়নে a2i এর কাজ করা উচিত;
- ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাবলী যথাযথভাবে সংরক্ষন করা হয়েছে।

৩.৪ ক্রয়কৃত প্যাকেজ সংক্রান্ত প্রাপ্ত ফলাফলসমূহঃ(সেবা)

পরিশিষ্ট ২ এ সংযুক্ত ক্রয় প্যাকেজ ,অনুযায়ী (সেবা)গার্হস্থ্য পরামর্শদাতাদের জন্য মূল টিপিপি(TPP) তে বরাদ্দকৃত প্রাথমিক বাজেট এর ২৫২ লাখ টাকাকে ২৪.রিভাইজড TPP তে ১৯৭৪৪৯৭৯ বাড়িয়ে %.৪৬ লাখ টাকা করা হয়েছে। সুতরাং পরামর্শদানকারীদের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্ট এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

বেশ কিছু ব্যবস্থা (উদাহরণস্বরূপ ই-নথি, ডিজিটাল সেন্টার ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, জমির তথ্যাদি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, খতিয়ান সিস্টেম, তথ্য বাতায়ন, বিচারসংক্রান্ত বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন, ই- মোবাইল কোর্ট-যেগুলো ই-সার্ভিস প্রদান করবে) প্রক্রিয়াধীন। ২০১৬ তে এসব কার্যক্রমের জন্য টাকা বরাদ্দ কর্মসূচী শুরু হয়েছে যা দিনে দিনে সম্পূর্ণ এবং আরো কার্যোপযোগী হয়ে উঠছে। যেহেতু এসকল সিস্টেমের উন্নয়নধারা প্রক্রিয়াধীন, বিশাল অঙ্কের অর্থ এসব খাতের সম্পন্নকরন বাবদ রাখা হয়েছে। উন্নত ই- নথি সিস্টেম, ই-মোবাইল কোর্টের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০১৬ তে বিশাল অঙ্ক প্রশিক্ষন খাতেও রাখা হয়েছে। তালিকানুযায়ী খরচ এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরনে আরো উন্নত বাজেট প্রণয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

৩.৫ ক্রয়কৃত প্যাকেজ সংক্রান্ত প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ (দ্রব্য):

পরিশিষ্ট ৩ এ সংযুক্ত ক্রয় প্যাকেজ (দ্রব্য) অনুযায়ী, বিদেশী সাহায্য হিসেবে আসা প্যাকেজসমূহের খরচ অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্যাকেজ নম্বর a2i-জি-৪৫ (a2i-g-45) তে ৪৩ টি ল্যাপটপ এবং একটি ডেস্কটপ কিনতে ৫৬.৩৪ লাখ টাকা খরচ হয়েছে অথচ RTPP এই খরচ কে উল্লেখ করা হয়েছে ৫৬৩.৪১ লাখ টাকা হিসাবে। বিদেশী ক্রয় সংক্রান্ত হিসেবের ক্ষেত্রে লাখ এবং মিলিয়নের হিসাবে অমিল রয়েছে।

UNDP এবং USAID এর অনুমোদনসাপেক্ষে কেনা ল্যাপটপ গুলোর দাম GoB ফান্ডের তুলনায় অনেক বেশী। জি-এ-আই-২-এডমইন/ ১৪-১৫/০৮ (Ga2i-admin/ 14-15/08) প্যাকেজ এর অধীনে ৪০ টি ল্যাপটপ কেনা হয়েছে মাত্র ১৪ লাখ টাকায়। বিদেশী অর্থায়নে সর্বশেষ প্রযুক্তি গুলো (Dell Core i7) ক্রয় করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যেখানে GoB এর ফান্ড থেকে বেশিরভাগ সময়ই একদম প্রয়োজনমাত্রিক (Dell Core i3)। পর্যবেক্ষণ কমিটির মতে ব্যয়সমূহ হওয়া উচিত আরো বেশি মূল/প্রকৃত চাহিদাভিত্তিক, প্রয়োজনীয় উচ্চ প্রযুক্তি এবং দামের পণ্য নয়। দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া অর্থের ব্যয় সংক্রান্ত স্বচ্ছতা যাচাই এর জন্য আরো বিশদ নিরীক্ষা করা যেতে পারে। এছাড়াও বিদেশী সাহায্য হতে পাওয়া অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় বিক্রেতাদের কাছ হতে প্রকল্প পরিচালকের (Project Director) সরাসরি তত্তাবধায়নে ক্রয় করা সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়

এটুআই প্রকল্পের কর্মকাণ্ড এবং নথিপত্র পর্যালোচনা

বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে সঠিক ব্যবহার মাধ্যমে ICT একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে, যা সরকারী সেবার ব্যয় কমিয়ে গুনগতমান, স্বচ্ছতা ও উন্নয়ন ঘটাতে পারে। পদ্ধতিগুলিকে নতুন ভাবে গঠন ও পুনরায় উপস্থাপনের যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাড়ানো হয়েছে। ই-সেবা সফলতা কে মানুষের অতি নিকটে এনে দিয়েছে যাতে পণ্য পরিবহন ব্যয় ও দীর্ঘ প্রতিক্ষার সময় কমিয়ে দিয়েছে। এটি স্বচ্ছতা ব্যবস্থাপনাকে এবং বিতরণ ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষতায় রূপায়ন করেছে যার ফলশ্রুতিতে ভাড়াটে শ্রেণীর মধ্যসত্ত ভোগী লোকদের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে।

UNDP অনুমোদিত A2I, প্রোগ্রাম (২০০৬-২০১১) প্রমাণিত করেছে যে এই মতবাদটি বাংলাদেশী ভাবধারায় কাজ করতে পারবে, ২০০৮ সালে সচিবদের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ‘Quick Win’ উদ্যোগ। এটি ছিল A2I এর একটি অন্যতম সফল প্রোগ্রাম। এই ‘Quick Win’ উদ্যোগ উলেখযোগ্যভাবে পরিসেবা উন্নয়নের চেউয়ে প্রথমবারের মত বাংলাদেশে ই-সেবা সৃষ্টি করেছে, এবং এটিকে পথসেবায় রূপান্তরিত করেছে যা নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, যেমন- ইউটিলিটি বিল মোবাইল ভিত্তিক পেমেণ্টে হিসেবে ই-সার্ভিস যেটি কেবল মাত্র বিল সংগ্রহ পয়েন্ট থেকে যে কোন সময়ে বিল পরিশোধে সুবিধাজনক বিকল্প পথ তৈরী করেছে তাই নয় বরং উল্লেখ যোগ্যহারে দুর্গিতি কমিয়েছে যা বিলের ভুল রেকডিং ও বিলম্ব রেকডিং এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত। অনুরূপ ‘ePurjee’ ২,০০,০০০ জন আখ চাষীদের উপকার করেছে। এটি শুধু মাত্র মধ্যস্বত্বভোগীদের রোধ করবেনা বরং তা চিনি সংগ্রহ চক্রের মাধ্যমে চিনিকলের উৎপাদনকে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পারে।

এই পরীক্ষামূলক উদ্যোগ অনুসরণ করে ২০১১ এর গোড়ার দিকে A2I ৭০০+Quick Wins চিহ্নিতকরনের অনুঘটন শুরু করে যা বেশির ভাগ সরকারী অধিদপ্তরের প্রবক্তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, ২০১১ এর শেষের দিকে এরমধ্য থেকে ১০০টি শুরু হয়, গুনগত মান উন্নয়ন ও চাকুরীতে প্রবেশ বৃদ্ধি ছাড়াও এই উদ্যোগ আরও চার ধরনের সম্পৃক বিষয়ে উন্নয়ন সাধন করে।

১. ক্ষমতা প্রদর্শন, খরচের কার্যকারীতা এবং নাগরিকের জীবনমানের উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে নমনীয় হবে সেবা প্রদানের উন্নতির মাধ্যমে।
২. সরকারের নীতি নির্ধারকদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং কর্মকর্তাগণ যারা ICT কে সেবা প্রদানের কাজে ব্যবহার করছেন তাদের জন্য এটি খুব কঠিন কোন ধারণা নয় এবং এর জন্য বড় কোন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, বিনিয়োগ পূর্বশর্ত হিসাবে কাজ করেনা।

৩. কখনও কখনও নতুন নতুন উদ্ভাবনের জন্য নিয়োজিত সরকারীকর্মকর্তাগণ কর্তৃক নীজ-তহবিল প্রদানের ঝুঁকিগ্রহণ অনুমোদন।

৪. বেসরকারীখাতও NGO'দেরএবংআবিষ্কারদেরঅংশিদারহিসাবেসেবাপ্রদানকাজেজড়িতকরণ PPP ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউনিয়ন তথ্য ওসেবাকেন্দ্র (UISC) যার দায়িত্ব সেবার সুযোগ সহ জিকরন। ৪মিলিয়ন নাগরিক জন্ম নিবন্ধন, সরকারীফর্ম, মোবাইলব্যাংকিং, বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন, পরীক্ষার ফলাফল সহ আরও অনেক সেবা প্রতিমাসেই তাদের অতি নিকটে পাচ্ছেন। এছাড়াও UISC থেকে প্রতি মাসে একজন যুবকও একজন যুবতী খুব দ্রুতগতিতে সেবারমান উন্নয়নে নিজেদেরকে শক্তিশালী কঠোরপরিণত করছেন এবংনতুন সেবা উদ্ভাবনে নিয়োজিত করেছেন।

এই বিকেন্দ্রীকরণ সেবা প্রদান কেন্দ্র শুধুমাত্র দরিদ্রদের সেবার মানই উন্নয়ন করেনি বরং মহিলা ,জাতীগত সংখ্যালঘু , বয়স্ক, ঐতিহ্য গতভাবে প্রাপ্তিক এবং প্রতিবন্ধীদের সেবারমান ও উন্নয়ন করেছে,এবং সাথে সাথে এই কেন্দ্র LGI স্থাপনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেবা প্রদানের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অবদান রেখেছে।

সকল জেলা প্রশাসনের কার্যালয়েও সেবা অফিস চালু করা হয়েছে। জেলাই-সেবাকেন্দ্র একটি'One-Window' সেবা পয়েন্ট সিস্টেম যেখানে নাগরিকরা জেলা কার্যালয়েই-মেইল অথবা Internet র'মাধ্যমে আবেদনও কাগজ পত্র জমা দিতে পারেন। আবেদনগুলো একটি সিস্টেমে রাখা হয় যেখানে DC অফিস কর্তৃক সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতি সেবার মানকে পূর্বের তুলনায় ৫০% শতাংশ বৃদ্ধি করেছে এবং মধ্যস্থত্ব ভোগীদের প্রয়োজনীয়তা কমিয়েছে যা ইতিপূর্বে পুরাতন পদ্ধতির কারণে স্বচ্ছতার ঘাটতি তৈরী করত। ২০১১ সালে মূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে প্রকল্প উল্লেখিত ছিল তার বাজেট ছিল ৪.৫ মিলিয়ন টাকা। এই পাইলট উদ্যোগ ,১০০ মিলিয়ন ডলার এর ও বেশী সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও বেসরকারী কোম্পানীর বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

দেশব্যাপি ৪৫০১টি ইউনিয়নে UISCরূপায়ন হয়েছিল ,যার মধ্যে শুধুমাত্র ৩২টিতে তা পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। অর্থায়ন হয়েছিল স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে যা দেশব্যাপি অংশিদারিত্বের মানকে মূল্যায়নকরেছিল। একইভাবে ২০১০ সালে DESCএই প্রকল্প যশোরএ বাস্তবায়ন করে এবং ২০১১ সালে সরকারকর্তৃক এটিকে দেশের ৬৪টিজেলায় ব্যাপ্ত করা হয়েছিল।

উপযুক্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা অফিসের সরকারী কর্মকর্তাদের মাঝে মানসিক স্থিতি ,মৌলিকICTদক্ষতা ওই-সার্ভিস ডেলিভারি দক্ষতা বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।এই পদক্ষেপে অর্থনৈতিকও মানবসম্পদ উভয়ইক্ষেত্রেই মৌলিক ছিল।বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকারবিভাগ, স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ও নির্বাচনকমিশন একে কাজে লাগিয়েছে এবং দেশব্যাপি দশ সহস্র কর্মকর্তাদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ সমর্থন করার জন্যনতুনকর্মসূচীপালন করেছে।

8.১ Highlights of Access to Information (a2i) Phase-I

সরকারী কর্মকর্তাদের স্বক্ষমতাবৃদ্ধি

স্বক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পটির সফলতার জন্য অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে সরকারী কর্মকর্তাদের উপজেলা চেয়ারম্যানদের এবং প্রশিক্ষণ। যার মেয়াদ কাল একদিন থেকে এক সপ্তাহের নিবিড় প্রশিক্ষণ। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা রউন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি গোষ্ঠি তৈরী করা হয়েছে ,যার মধ্যে রয়েছে সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা ,যারা সচিবালয়ের থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদস্থ কর্মকর্তা, জেলা কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদ মর্যাদার সংবেদনশীল ও প্রশিক্ষিত সরকারী কর্মী। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০০ এর কাছাকাছি সরকারী কর্মকর্তাদের সরাসরি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অধিকন্তু,দেশব্যাপি৯০০০এরঅধিকউদ্যোক্তাদেরকারীগরিদক্ষতাপ্রদানেরমাধ্যমে৪৫০০UISCপরিচালনাকরার স্বক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।

Quick-Wins বা দ্রুত বিজয়

দুই বছরের মধ্যে প্রকল্পটি সরকারী এজেন্সির মাধ্যমে ৫৩ কুইক-উইন সার্ভিসকে উন্নয়নে সহায়তা করে। কুইক উইন সার্ভিস প্রকল্প হচ্ছে – উন্নয়ন সহজতর ছোট সার্ভিস ডেলিভারি। যা পরিচালিত হয় সরকারী কর্মকর্তাদের প্রযুক্তিগত এবং কখনও কখনও আর্থীক সহায়তায় যা আসে A2I থেকে। প্রকল্পের সময় সীমা শেষের দিকে উন্নতি ও উন্নয়নের বিভিন্নমাত্রায় ৭০০ কুইক উইন সতরাষিত করা হয়েছে।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ,‘e-Purjee’, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ,জেলাই সেবা কেন্দ্র এগুলি সবই সামান্য উদাহরণ যা সামান্য কয়েকটি স্থানে শুরু হয়েছিল পরীক্ষামূলক হিসাবে এবং আস্তে আস্তে সারা দেশ ব্যাপিতা ব্যাপ্ত হয়েছিল।

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র

২০০৭ সালে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র কুইক উইন উদ্যোগের পৃষ্টপোষকতায় দেশের ২ ইউনিয়ন পরিষদের প্রথমবারে গৃহীত হয়। কুইকউইন উদ্যোগের আয়তায় ৩০ টি ইউনিয়ন পরিষদে এই প্রকল্পটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আঞ্চলিক পার্থক্য এবংঅনুষ্ঠানিক অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের (LGD) এবং a2i, এর মধ্যে, কুইক উইন এর সফলতায় অনুপ্রাণিতহয়ে ২০০৯ সালেUISC১০০টি ইউনিয়ন পরিষদে চালু করা হয়েছিল।এবংএরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের মধ্যে সারাদেশের ৪৫০০টির বেশী ইউনিয়ন পরিষদে।প্রতিটি UISC বস্তুত ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ। এটি পরিচালিত হচ্ছে দুই জন স্থানীয় তরুন উদ্যোক্তার মাধ্যমে একজন পুরুষ উদ্যোক্তা একজন নারী উদ্যোক্তা।

এর পর্যবেক্ষনে আছেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। গ্রামের লোকেদের দ্রুত বর্ধমান তথ্যওপ্রযুক্তি গত চাহিদা পূরণের লক্ষে এই উদ্যোক্তারা কম্পিউটার স্বাক্ষর তা প্রশিক্ষন গ্রহণ করে থাকেন।

Knowledge Products

প্রকল্পটি কৌশল গত অনেক গুরুত্ব তুলে ধরেছে। প্রকল্পে ৩৫টি পণ্য এবং সেবা সরবরাহ করা হয়েছে যাই-গভর্নমেন্টও ই-সেবা প্রদানের একটি কর্মপদ্ধতিও ভিত্তি হতে পারে। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন Horizon Scan Document, ICT Policy Document, Digital Bangladesh documents, e-Government interoperability framework, technical standards, e-government systems architecture as well as development of the national e-content and knowledge repository (e-tathyakosh), অর্জনের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ফল বিবেচনায় প্রকল্প মূল্যায়ণ দল এই বলে সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, প্রকল্প থেকে কাস্থিত ফলাফল যথাযথভাবে ইপ্রাপ্ত হয়েছে।

8.২ Highlights of Access to Information (a2i) Phase-II

ডিজিটাল সেন্টার

সারা দেশ ব্যাপি মোট ৫২৭৫ টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যার মধ্যে ৪৫৪৭টি ডিজিটাল সেন্টার ইউনিয়ন পরিষদে, ৩২১টি পৌরসভাতে এবং ৪০৭টি সিটি কর্পোরেশনে পরিচালনা করা হচ্ছে। মহিলা সহ ১০, ১০৫ জন উদ্যোক্তা রয়েছেন। কেন্দ্রগুলি বর্তমানে সরকারী বেসরকারী ১০২ধরনের সেবা প্রবর্তন করেছে। গড়ে ৪.৫ মিলিয়ন বঞ্চিত নাগরিকদের সেবা প্রদান করেছে যার TCV পূর্বের তুলনায় অনেক কম। a2i এর সাহায্যে সরকারী মন্ত্রণালয় তাদের সেবাকে পুনর্গঠন করছেন যাতে, সেটি 'ই- প্রেরণযোগ্য' হয়। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে হাতের নাগালে সরকারী অফিসগুলির বহুমুখি সেবা দেয়া হচ্ছে যা পেতে একসময়, ৪০ কি.মি দূরে যেতে হত।

গড়পড়তা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সময়ের প্রয়োজনীয়তা ৮৫% কমেছে, ব্যয় কমেছে ৬৩% এবং পরিদর্শন কমেছে ৪০%। ছয় বছরের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে সহজীকরণ এবং ডিজিটাইজেশন, বাংলাদেশীদের অর্থ বিলিয়ন ডলার বাচিয়ে দিয়েছে।

সেবা প্রক্রিয়া পদ্ধতি সহজীকরণ (SPS)

সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ সরকারী কর্মকর্তাদের নাগরিক সেবাকে সহজ করেছে তাদের কাছে সেবা পৌছে দিতে এবং এটিকে বেগবান করেছে নগরকেন্দ্রিক নকশা প্রণয়ন এর বিবান তৈরীর মাধ্যমে। তথ্যজানার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের অধিকার উপজীত করে, SPS সেবা প্রক্রিয়া সংস্কারের একটি অভূত পূর্ব যুগের সূচনা করেছে। এটি প্রমাণ করেছে যে প্রকৃতিগতভাবে TCV কমে গেছে এবং ডিজিটাইজেশনের সামনে একটি অত্যাৱশ্যক অনুপরিণত হয়েছে। এই বিষয়ের উপর যে প্রতিটি বার্ষিক কর্ম প্রতিবেদন

মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়তা এটি নিশ্চিত করেছে এ বছর যদি অন্তত একটি সেবাকে সহজ করণ করা হয়তবে অন্তত একটি সেবাকে ডিজিটাইজেশন করা হবে।

সেবা প্রণয়ন তহবিল (SIF)

২০১৩সালের মার্চে সেবা প্রণয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছিল মূলত তহবিল প্রদান এবং সরকারী সেবা উন্নত করার জন্য খরচ কার্যকরী নাগরীক কেন্দ্রিক নকশা প্রবর্তীত পুষ্টি সাধন করতে, SIF অভিজ্ঞ সরকারী কর্মকর্তাদের শুধুমাত্র স্বীকৃতি উপাদান এবং একটি পরিবেশ যা উপযুক্ত সমাধান এক্সপেরিমেন্ট করতে সাহায্য করেনা বরং এটি গৃহজাত সমাধান সাধনে উৎসাহ দেয় এবং সেটি হয় সর্বজনীন।

ফান্ডের জন্য ২৭০০ র'অধিক প্রস্তাব বেসরকারী খাত, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমন কি পৃথক উদ্ভাবকদের কাছ থেকে এসেছে। বছরের যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তি USD ৩২০০০ এর এই ফান্ডে আবেদন করতে পারে। মোট ৯০টি প্রকল্পে এ অর্থায়ন করা হয়েছে এবং তা ৬টি রাউন্ডে সম্পন্ন হয়েছে।

উদ্ভাবনী দলঃ

উদ্ভাবনের সাংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিকরণ এর একটি অংশ হিসাবে A2I, প্রায় ১০০০ ইনোভেশন টিমকে শ্রেণী বিভাজন করেছে সরকারী বিভিন্ন দল থেকে ৫০০০+ কর্মকর্তাকে ২০১৩ সালে ইনোভেশন টিমের মাধ্যমে একত্রিত করেছিল ,এটি শুরু হয়েছিল মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে উপজেলা শহর পর্যন্ত। প্রধান উদ্ভাবক কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এই দলে প্রবর্তকগন চ্যাম্পিয়ন হবেন এবং তারা সরকারী অফিস জুড়ে একটি পিয়ার সমর্থক নেটওয়ার্ক এবং সহযোগিতা মূলক আচরণ করবে এবং সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

সরকারী কর্মকর্তাদের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি :

নাগরিকদের দোরগোড়ায় এই সেবাপৌছে দিতে প্রয়োজন একটি বিশাল কর্মযোগ্য পরিচালনা করা একটি সমন্বিত পরিবেশ তৈরী করে সেবার নকশা প্রণয়ন ও বিতরণ, আইনগত ও নীতিগত সমন্বয় সাধন অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সমাধান শুধুমাত্র সেবার স্বক্ষমতার উন্নয়ন পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে আত্ম নিয়োগ সেবা প্রদান কারিদের স্বক্ষমতা বৃদ্ধিতে A2Iর পর্যবেক্ষনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। এই ক্ষেত্রে কৌশলগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে প্রশিক্ষনকে জোরদার করার জন্য সমঝোতার মাধ্যমে পার্টনারশিপ এর আয়তায় সাধারণ লোকেদের সম্পৃক্ততা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি। যেমন: সমস্যা সমাধান কল্লেই-লার্নিং এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মস।

এখন পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপি ৭২ টি প্রশিক্ষন কোর্সে ২১৯৫ জন কর্মকর্তা, ৩ দিন ব্যাপি ২২ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫৩৪ জন কর্মকর্তা, ২ দিন ব্যাপি ৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩০০ জন কর্মকর্তা এবং ৬৬৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৬৫০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষন গ্রহণ করেছেন। মোট ৪১২ টি উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প ২৪ বিভাগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে চলছে।

বিভাগীয় এবং জেলা নতুনত্ব দলের নেতৃত্ব ইনোভেশন সার্কেল চলমান। এতদুর পর্যন্ত ২৩টি চক্রে ১৮৪৯ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং ইনোভেশন অফিসারদের অংশগ্রহণে মোট ৯ ইনোভেশন ফোরাম আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ ৯টি সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ২ বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে পার্টনারশিপ গঠন করা হয়েছে একই সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়েই – গভার্নেন্স প্রোগ্রাম (EGL) এবং অস্ট্রেলিয়ার Griffith বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অংশীদারিত্বে তৈরী করা হয়েছে। ইত্যবসরে ১৮০টি ক্ষেত্রে কর্মকর্তা গণ ৭টি কর্মশালায় কক্সবাজার ওসিঙ্গাপুরে অংশ নিয়েছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় ওয়েব পোর্টাল /তথ্য বাতায়ন

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নকে তৈরী করা হয়েছে তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তির দ্বায় হিসাবে সকল সরকারী কর্মকর্তাগণ একই সারিতে এবং একই ঠিকানায় এই সেবা পাবেন যেটি হচ্ছে (www.bangladesh.gov.bd) এই জাতীয় তথ্য বাতায়নে বিভিন্ন ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর, বিভাগ মন্ত্রণালয়ের ২৫০০০এরওবেশি ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য বাতায়নকে গড়ে তুলতে মন্ত্রিপরিষদবিভাগ, ধর্মপ্রোগ্রাম, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, মাঠপর্যায়ের বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিস, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। স্বীকৃতি স্বরূপ এফেসজ টু ইনফরমেশন এন্ড নলেজ ক্যাটাগরিতে ২০১৫ সালে A2I এর ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টাল প্রজেক্টকে ওয়ার্ল্ড সামিট অনলাইন ফরমেশন সোসাইটি (WSIS) পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

সেবাকুঞ্জ (এক স্থানে সকল সেবা)

‘Sebakunjo’ (www.services.portal.gov.bd) একটি ওয়েব প্ল্যাটফর্ম যেখানে নাগরিকদের পাবলিক অফিসদ্বারা উপলব্ধ পরিসেবা সম্পর্কে সবপ্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। পরিসেবাগুলোতে তথ্য ছাড়া ও পাবলিক অফিস ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী ওয়েবসাইটএর প্রয়োজনীয় তথ্যএখানে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সেবাকুঞ্জে ৩৬টি সরকারী অধিদপ্তরের ৪০০টি পরিসেবা পাওয়া যায়।

ফরমপোর্টাল

নাগরিকদের বিবাদ কমাতে সকল সেবা একপ্ল্যাটফর্মে আনতে গঠিত হয়েছিল ফরম পোর্টাল (www.forms.gov.bd) এই ফরম পোর্টাল বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে গঠন করা হয়েছে। সকল

ফরম গুলোকে ২০টি ধরনে বিভক্ত করা হয়েছে। এই পোর্টালে প্রায় ১৫০০ ফর্ম রয়েছে এর মধ্যে ১২০০ ফর্ম pdfএ এনে পূরণ করা সম্ভব।

অংশিদারিত্ব

A2I স্বক্রিয় ভাবে সকল উদ্যোগের একটি সমন্যায়ক থাকে এবং দক্ষতার সাথে সব মন্ত্রণালয়, সংসদ সচিব, প্রধান ইনোভেশন অফিসার এবং তাদের উদ্ভাবক দলসমূহ, জেলা ও উপজেলায় প্রশাসনিক প্রধান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধিদের ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোগদের মধ্য থেকে মালিকানা বিষয়ে শিক্ষা দেয়। সমন্বিতভাবে A2I এর নির্দেশনা জোট গঠন করে যা সেবা সংস্কার সফল ও টেকসই করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক্রমবর্ধমানআন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি যেমন গুগল, ফেসবুক, টেলিনর, মোজিলা এবং বিভিন্ন নাম ধন্য আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের উদ্ভাবনী প্রযুক্তিএবংসামাজিক গবেষণার জন্য পরিচিত ভিত্তিমূল হিসাবে আন্তর্জাতিক সংস্থান একটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সাথে অংশীদারিত্ব উন্নয়ন করছে A2I, ১১৫ আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারক এবং৫০টিঅনানুষ্ঠানিকঅংশীদায়িত্ব স্মারক প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পলিসি এ্যাডভোকেসি

দেশে চলমান চমৎকার ICTউন্নয়ন মূলক কাজ, কৌশল এবং নির্দেশনা গুলিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে A2I একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১২ সালে A2I এর ২য় দফায় প্রজেক্ট শুরু থেকে প্রকল্প প্রবিধান, নীতি, মান ও নির্দেশাবলী বিশেষ করে সেবা প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং অনলাইন লেনদেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং পেমেন্টসং শ্লিষ্ট বিধান প্রণয়নের পদ্ধতি, নিরাপত্তা এবং নতুনত্ব আনয়নে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

Inculcation of TCV Parameters within Bureaucracy

A2Iএর প্রধান অর্জনের অন্যতম আমলাতন্ত্রের মধ্যে সেবার মান পরিমাপের সময় খরচের জন্য পরিমিত চর্চা ও প্রশিক্ষণেরমাত্রা। TVCএরহাস বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে উদ্ভাবনের জন্য বিখ্যাত স্থান হয়ে উঠেছে। এটা বিভ্রান্তকর এবং ঘনঘন অপব্যখ্যা অপভাষা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সময় হ্রাস, খরচ এবং সংখ্যার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছেব্যবহারের উপযোগীতা কে সামনে রেখে।

৪.৩ বিদ্যমান তথ্য- উপাত্তের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ

A2I প্রোগ্রামের মধ্যে কিছু ঘাটতি রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য হল প্রোগ্রামটি অধিকতর মার্কেটিং রিসোর্স দুর্বলতায় ভুগছে, উৎস সংগ্রহে দুর্বলতা। এটি বিপন্ন ও সংহতি পূর্ণ দুর্বলতার কারন এতে মূল সক্রিয় বিষয় গুলির উপর যথেষ্ট ফোকাস করা হয়নি যেমন ব্রডব্যান্ড সংযোগ এবংমূল্যায়নের উপর সামান্য প্রভাব।

প্রোগ্রামটি এর উৎপাদিত যথেষ্ট সক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিকী করন করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলস্বরূপ, বিদ্যমান সুবিধাদি উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চলমান এইপ্রকল্প রক্ষনাবেক্ষনের উপর এবং প্রকল্পের কর্মীদের মধ্যে অনেকের উপর এই ঘাটতি এবং বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালিকরণ প্রয়োজনীয়তা A2I প্রজেক্ট হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত পরিসেবা ইনোভেশন সেন্টার হতে আশা করা যাচ্ছে ধীরে ধীরে এই প্রোগ্রাম এর কৌশলগত দিকগুলি এমন যে এই ইউনিটটি প্রোগ্রামের যে কোন ঘটমান প্রয়োজনীয়তাকে দূরকরবে। এম কি স্বাধীন মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারিত ছিল এই মধ্যমেয়াদী প্রজেক্ট বাস্তবায়ন ও প্রকল্প শেষ তারিখ পর ওআরও সমর্থন প্রয়োজন এবং প্রয়োজন জন পর্যালোচনা। এই চাহিদায় পরিপূর্ণতায় ২০১৫ এর জুলাই মাসে একটি মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ৪জন স্বাধীন পরামর্শদাতা, দুটি আন্তর্জাতিক এবং দুটি জাতীয় মূল্যায়ক দিয়ে ২০১৫ সালের নভেম্বর তা প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে A2I এর বাৎসরিক প্রকল্প প্রতিবেদন এর সঙ্গে এ্যাসোসিয়েশন তথ্য এবং মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন সুপারিশ উপস্থাপিত করব।

কম্পোমেন্ট ১: ই-সেবা

A2I সিটিকপোর্শন, পৌরসভা এবং ইউনিয়নে সরকারী ও বেসরকারী অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ই-সেবা প্রদান সহজতর করেছে। পরিসেবা প্রক্রিয়া সরলিকরণ এবং নতুনত্ব এই দুই অপরিহার্য কৌশল A2I এই সেবা নকশায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবর্তীত এই ন্যাশনাল পোর্টাল এখন ২৫০০০ এরওপরে সরকারী ওয়েবসাইটে সংগৃহীত হয়েছে, A2I সময় খরচের পরিদর্শ (TCV) বিশ্লেষণ ব্যবহার সমেত তাদের কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের মান ও একটি পরিসীমা নির্ধারণ করেছে যদিও TCV পদ্ধতি সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি নাগরিক কেন্দ্রিক সেবা সামসিকতার অস্তিত্বে অবদান রেখেছে সরকারী কর্মকর্তাদের মনের ই-সেবার ব্যবহারে সন্তুষ্টির পরিমাণটি করার ম্যাকানিজম সরকারের নেই, এবং ব্যবহারকারীরা নিজেরাই নিজেদের দৃষ্টিকোন পরিমাপ করতে পারছেন না। A2I প্রকল্পের পরিমাপের জন্য ফোকাস প্রথম ইউনিট সঠিক ভাবেই সেবা করে মূল্যায়ন দেখা যাচ্ছে যে পরিনতির একটি অর্থপূর্ণ ইউনিট ফল হিসাবে বেরিয়ে আসবে এবং এটি সেই পরিনতি যাস্থানীয় মানুষের অর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

সুপারিশ সমূহ

১. পরিমাপকসূচকের ব্যবহার করা যাতাদের ফলাফল ও প্রভাব পরিমাপ করবে।
২. UDC উদ্যোক্তা পরিচালকদের ক্ষমতা তৈরী করা এবং তাদের এক অপরের থেকে শিখতে আরও সুযোগ প্রদান করা।
৩. ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি নিরীক্ষন করতে প্লেসম্যাকানিজম রাখা।

৪. সরকারী চাকুরীতে নতুনত্ব প্রভাব বুঝতে এবং নীতি সংস্কারে গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা। যা অবশিষ্ট বাধা অবসারণ করবে এবং অধিকতর উন্নতি ঘটাবে।
৫. উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দক্ষতাকে অন্তর্ভুক্ত করা যা তাদের স্থানীয় তথ্য ভিত্তিক সেবা প্রদানের ক্ষমতাকে বৃদ্ধিকরতে এবং তাদের কেন্দ্রগুলিকে স্থায়ীত্ব কে বাড়াবে।
৬. ইলানিং এর জন্য কৌশল উন্নত করুন যাই-লানিং প্ল্যাটফর্মের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করবে যাতে প্রশিক্ষণ শিক্ষার প্রয়োজন থাকবে এর সাথে বিভিন্ন দল থাকবে যার মধ্যে সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তাগণ ডিজিটাল সেন্টার পরিচালকগণ, শিক্ষক, ছাত্র এবং পেশাজীবী।

কম্পোনেন্ট-২: সক্ষমতা ও সচেতনতা

A2I প্রকল্প সরকারি কর্মকর্তা, UDC উদ্যোক্তা-অপারেটর ও স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে সক্ষমতা গড়ে তুলতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত করেছে। পাবলিক সেবা খাতে নতুনত্ব আনতে অনেক মেকানিজম চলমান রয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো অনেক উদ্দীপনার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। যাই হোক, কিছু দক্ষতার সীমিত উন্নয়ন এবং UDC উদ্যোক্তা-অপারেটরে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছানি। ই-লার্নিং এ ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি টেকসই ও কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সুপারিশ সমূহ

- ১ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতা মূলক কার্যক্রমের উপর জোর দেয়া এবং অন্যান্য সরকারি অফিস, বেসরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে সহযোগিতা করার দক্ষতা এবং সুযোগ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রদান।
- ২ রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের জন্য একটি স্প্রাহায্য বিধানের প্রচেষ্টার উপর নজর দেয়া।
- ৩ সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের সংগঠন সঙ্গে অংশীদারির মাধ্যমে সরকারী সংস্থা সুবেদী করার প্রচেষ্টা জোরদার।
- ৪ জনসেবা খাতে নির্বাচিত নতুন স্থানীয় সরকার ইউনিট প্রতিনিধিদের এবং সংসদ সদস্যদের পরিচিতি করন।
- ৫ সব IO এর এবং Innovation দলের সদস্যদের ৫ দিন ব্যাপী কর্মশালা চলমান রাখা বিশেষ , করে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, এবং নতুনত্ব বিকশিত হবে, তাই পুরো প্রশাসনের উপর এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকবে।
- ৬ রিসোর্স দলের সংখ্যা বাড়ানো এবং তাদের দক্ষতা দিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করার উপযোগী করে তোলা।

৭ গবেষণাকরা, পরীক্ষা মূলক সফল এবং ব্যর্থ উদ্যোগের ভিডিও ডকুমেন্টারি, প্রত্যাশা এবং সরকারী সেবা উদ্ভাবনের চ্যালেঞ্জ, বোঝার জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮ গবেষণার মাধ্যমে ভালো সরকারী সেবার ফলাফল এবং নতুনত্ব প্রভাব বুঝতে এবং নীতি সংস্কারের যে অবশিষ্ট বাধা তা অপসারণ এবং আরও উন্নত করবে।

৯ UDC উদ্যোক্তা- অপারেটরদের জন্য আরও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ দিতে হবে, এতে সে স্থানীয় ভাবে প্রাসঙ্গিক তথ্য-ভিত্তিক সেবা প্রদান করা সহ তাদের সেন্টার পরিবেশ বান্ধব হবে।

১০ একটিই- লার্নিং কৌশল উদ্ভাবন করা যাতে, প্রশিক্ষণ/লার্নিং চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সরকারি কর্মকর্তা, ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোক্তা- পরিচালকদের, শিক্ষক, ছাত্র এবং পেশাদার সহ সবার সক্ষমতা বেড়ে যায়।

কম্পোনেন্ট-৩ পরিবেশ সক্রিয় করণ পদ্ধতি

A2Iএর প্রতিবেদন এবং প্রধান সংবাদ দাতার সাথে স্বাক্ষরিত কার্যের উপর ভিত্তি করে এটি বলা যেতে পারে যে ,A2I'র প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ ও নীতি নির্ধারণের অনুঘটক হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। বিশেষ করে সেবা প্রক্রিয়া সরলীকরণ, ই-সেবা এবং অনলাইন লেনদেন, আর্থিক সাথে সম্পর্কিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি এবং পেমেন্ট পদ্ধতি, নিরাপত্তা এবং নতুন A2I'র নতুননীতি ও নিয়ম কানুন ও বিদ্যমান অবস্থার সংশোধন উন্নয়ন।

সুপারিশ সমূহ

জাতিসংঘের ইগভার্নমেন্ট সার্ভে ২০১৬ এবং এর প্রস্তুতি মূলক প্রক্রিয়ায় সরকারের সামর্থন প্রয়োজন।

১. বেসকারী খাতে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের জন্য এবং ও ঈএ এলাকায় উন্নয়নের জন্য উন্নত নিয়ন্ত্রণ ও কৌশলিক পরিবেশ প্রবর্তন করুন।

২. লিঙ্গ সমতার জন্য অগ্রারিকার প্রয়োগ বিশেষ করে সংগ্রহ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য বিশ্লেষণের জেল্ডার প্রভাব বুঝতে।

৩. ই-অংশ গ্রহণ সরকার ও নাগরিক মধ্যে প্রবৃদ্ধি সক্ষম এবং সরকারের আরওখোলা, স্বচ্ছ এবং পরামর্শমূলক ফর্ম অর্জনের জন্য ফেসবুকব্যবহার

৪. পরিচালকপর্যায়ের জাতীয় ICT নীতিমালা পূর্ণবাস্তবায়নে উৎসাহিত করুন।

কম্পোনেন্ট-৪: ইনোভেশন

A2I'র প্রকল্পের ই-সেবা বাস্তবায়ন সুবিধা করার জন্য তার কৌশলের একটি ভিত্তি হিসাবে নতুনত্ব আনয়ন হয়েছে। সেবা ইনোভেশন ফান্ড (SIF) ৬৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের স্পন্সর করেছে। সার্ভিস ইনোভেশন সেন্টার পুনরায় খতিয়ে দেখা এবং বহুমুখী একটি ফ্যাসিলিটির বা নতুন মাত্রা হিসাবে A2I একটি ধারণা পত্র প্রণয়ন করেছে। A2I প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বিতর্ক সাপেক্ষে সরকারী সেবার সাথে নতুনত্ব পদ্ধতির সমন্বয় উপস্থাপন।

সুপারিশ সমূহ

১. আরও নিয়মিত প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগির মাধ্যমে সরকারের একটি নতুনত্ব সংস্কৃতি বাস্তবায়ন করার প্রোচেষ্টা জোরদার করা।
২. জাতীয় উদ্ভাবনের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের দিকে সরকারের সঙ্গে একটি একক উচ্চপর্যায়ের সংগঠনের ইউনিটের মধ্যে নতুন উল্লেখযোগ্য মাত্রার সমন্বয়ের কৌশল নির্ধারণ।

পঞ্চম অধ্যায়

সেবা উদ্ভাবন তহবিল

৫.১ সেবা উদ্ভাবন তহবিল প্রকল্প পরিচালনাঃ

সাধারণ জনগণের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে A2I প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, শাসন ব্যবস্থা অধিকতর ভালো করা এবং বাংলাদেশের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সেবা গ্রহণে সময়, ব্যয় ও কষ্ট লাঘব করা। ইহা অর্জন করা যাবেঃ ১) বিদ্যমান ই-সেবা কে আরো শক্তিশালী করা এবং একটি দ্বিতীয় প্রজন্মের সংহত, স্বতন্ত্র ই-সরকার এপ্লিকেশন নির্মাণ করা, ২) সরকারী কর্মকর্তাদের অনুপ্রাণিত করা, সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ডিজিটাল জ্ঞান বৃদ্ধি করা; ৩) প্রকল্পের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের স্বার্থে শক্ত কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন করা; ৪) ই-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে।

টিপিপি এর তথ্যানুসারে, ১৮,৫৩৮.৭১ টাকা মোট নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে ৮২২০.২১ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে সেবা উদ্ভাবন তহবিলের জন্য যা A2I এর মূল প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৪৫ শতাংশ।

বাংলাদেশের নারী, বৃদ্ধ, জাতিগত সংখ্যালঘু, এবং অক্ষম জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে সকল বঞ্চিত জনগণের মাঝে সেবা পৌঁছে দেবার একটি বৃহৎ লক্ষ্য নিয়ে সেবা উন্নয়ন তহবিলটি সকল সরকারী ও বেসরকারি সেक्टरের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। বিশেষ নজর রাখা হয়েছে নিম্নোক্ত দিকগুলোতেঃ

- সেবা বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রদান
- লিঙ্গ বৈষম্য কমানো
- গ্রামীণ উন্নয়ন
- পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ
- স্বল্প খরচের ডিভাইস
- তথ্য অধিকার
- বাংলা ভাষা উপকরণ

যে সকল উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের আওতায় পড়ে, সেবা উদ্ভাবন তহবিল তার সবগুলোকে বিবেচনা করে। এছাড়া, যে সকল উদ্যোগ আগামী ১ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে সেগুলোকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয় যেহেতু সেবা প্রদানের মূল প্রক্রিয়াটিই দ্রুত গতির হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়। সেবা উদ্ভাবন তহবিলটি একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ সংক্ষেপে ইসি দ্বারা চালিত হয়। শুরুতে মুখ্য সচিব এর সভাপতিত্বে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, ইউএনডিপি ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণে A2I এর প্রকল্প পরিচালনা কমিটি(পিএসসি) প্রথম এক বছর বা আরেকটি পিএসসি এর গঠনের আগ পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ইসি ব্যয় ও অবদান পরিচালনা করে এবং এসআইএফ এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। যাতে করে বিভিন্ন বিষয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন হয়।

পূর্ব নির্মিত নীতি ও আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে করা প্রকল্প প্রস্তাবনাগুলো একটি প্রযুক্তিগত দক্ষ প্যানেল যাচাই বাছাই করে। নির্বাচন, ব্যয়, এম এন্ড ই ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে প্রকল্পটি একটি নির্দেশনা বই অনুসরণ করে। বাস্তবিকপক্ষেই, ই-সেবায় ভালো মানের কাজকে সাহায্য দিতে সরকারী সংস্থা, বেসরকারি কোম্পানি, এনজিও এবং ব্যক্তি (আকার ১ ও ২ শ্রেণী), সকলের পেশকৃত প্রস্তাবনা থেকে প্রকল্প নির্বাচন করাকে গুরুত্ব দেয়া হবে বলে আশা করা হয়ঃ

- আকার ১: ক্ষুদ্র- ৫,০০,০০০ টাকার কম
- আকার ২: মধ্যম- টাকা ৫,০০,০০১ থেকে ১৫,০০,০০০ এর মধ্যে
- আকার ৩: বৃহৎ- টাকা ১৫,০০,০০১ থেকে ২৫,০০,০০০ এর মধ্যে

৫.২ ইতিমধ্যে সম্পন্ন উদ্ভাবন প্রকল্প তালিকা:

গবেষণা শিরোনাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	এসআইএফ থেকে তহবিল	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ(অপেক্ষিত)	সমাপ্তির তারিখ (প্রকৃত)
পরিবেশগত ছাড়পত্র আবেদন এবং এ জন্য ওয়েব ভিত্তিক এক ক্লিকের সেবা	পরিবেশ অধিদপ্তর	১৫,০০,০০০	০৪/১০/২০১৩	০৪/১০/২০১৪	৩০/০৪/২০১৫
অনলাইন সার সুপারিশ: ডাটা প্রসেসিং এবং তথ্য হালনাগাদ করা অটোমেশন	মুন্ডিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৬৮৭,০০০	০৪/১০/২০১৩	০৪/১০/২০১৪	
মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল টকিং বুক উৎপাদনের	সামাজিক অ্যাকশন মধ্যে Young শক্তি (ইপসা)	৬০০,০০০	০৪/১০/২০১৩	০৪/১০/২০১৪	
বাংলা অপটিক্যাল ক্যারেক্টার শনাক্তকারী উন্নয়ন (OCR)	ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২,৩০০,০০০	০৪/১০/২০১৩	০৪/১০/২০১৪	
একজন অক্ষম ব্যক্তির জন্য একটি ডিভাইস তাদের যোগাযোগ করতে সহায়ক	কাজী বজলুর রহমান	৪৪৮,০০০	০৬/০৬/২০১৪		

গবেষণা শিরোনাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	এসআইএফ থেকে তহবিল	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ(অপেক্ষিত)	সমাপ্তির তারিখ (প্রকৃত)
ডিজিটাল সংকলন এবং গাছ-গাছালি প্রমিতকরণের সমস্যা সনাক্তকরণ সিস্টেম (ডিপিএস)	কৃষি সম্প্রসারণ, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ বিভাগের	১,৪১৪,০০০	০৬/০৬/২০১৪		১৫/১১/২০১৫
মোবাইল জরুরী সেবা জন্য ফোন অ্যাপ্লিকেশন (পুলিশ, ফায়ার-সার্ভিস, হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স)	স্বতন্ত্র	৮৪০,০০০	০৬/০৬/২০১৪		৩১/০৫/২০১৫
মা ও শিশু	মোঃ রায়হান হোসেন	১,২৮৪,০০০	০৬/০৬/২০১৪		৩১/০৫/২০১৫
একটি বিশেষ সেবার মাধ্যমে তথ্য ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা	পক্ষাঘাতগ্রস্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	২৪৯,০০০	০৬/০৬/২০১৪		১৫/০৯/২০১৫
DAISY -র মান ধরে ষষ্ঠ শ্রেণীর- দশম শ্রেণীর অক্ষম ছাত্রদের জন্য পড়ার উপকরণ উৎপাদন	Young Power in Social Action (YPSA)	২,৩৫০,০০০			৩১/০৭/২০১৫

৫.৩ নতুন প্রকল্প তালিকা (অসম্পূর্ণ কিন্তু ইতিমধ্যে সময় শেষ):

শিরোনাম গবেষণা	প্রধান গবেষকের নাম	মোট ব্যয়	এসআইএফ থেকে তহবিল	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ (অপেক্ষিত)
মোবাইল ইন্টার্যাক্টিভিটির সহ মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল	সড়ক বিভাগ	১,৬০০,০০০	১,৬০০,০০০	১০/০৪/২০১৩	১০/০৪/২০১৪
JBC এর সেল ফোন বীমা দাবি পেমেন্ট সেবা	জীবন বীমা কর্পোরেশন	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	১০/০৪/২০১৩	১০/০৪/২০১৪
পশুসম্পদ সার্ভিসেস বিভাগের এসএমএস ভিত্তিক সেবা	পশুসম্পদ অধিদপ্তর	১,৮৫০,০০০	১,৮৫০,০০০	১০/০৪/২০১৩	১০/০৪/২০১৪
অনলাইন এক ক্লিকেই নিবন্ধন ও অন্যান্য সেবা প্রদানের পর্দা অধিদপ্তর দ্বারা আইসিটি ব্যবহার করে একটি ই-কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক উন্নয়নশীল দ্বারা	পর্দা অধিদপ্তর	২,৪৯০,০০০	২,৩৪০,০০০	০৬/০৬/২০১৪	০৬/০৬/২০১৫
মহিলা বিষয়ক ও ব্র্যাক বিভাগের একটি যৌথ উদ্যোগ	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের	৩,০৫০,০০০	২,৪৫০,০০০	০৬/০৬/২০১৪	০৬/০৬/২০১৫
অক্ষমতা তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (ডিস্ক)	বাংলাদেশ দৃষ্টিহীন পিপলস সোসাইটি (BVIPS)	১,৯৭৭,৭৫৪	১,৮১৩,০০০	০৬/০৬/২০১৪	০৬/০৬/২০১৫
Unreached পৌছনো জন্য উদ্ভাবনী ই-লার্নিং ইনিশিয়েটিভ	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৩,৭০০,০০০	১,৯৮০,০০০	০৬/০৬/২০১৪	০৬/০৬/২০১৫
বাল্যবিবাহ প্রকল্প বন্ধ করতে বিবাহ নিবন্ধনের পূর্বে এসএমএসভিত্তিক সার্টিফিকেশন	জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম	২,৮৬১,৩০০	২,৪৪৮,০০০	০৬/০৬/২০১৪	০৬/০৬/২০১৫
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে ট্রেড লাইসেন্স জন্য অনলাইন ডিজিটাল রেকর্ড ও পেমেন্ট সিস্টেম	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা	২,৭২৭,০০০	২,৩৪৯,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল সঙ্গে ই সার্ভিস ডেলিভারি	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	৫,৪৬৯,০০০	২,৪৯৭,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
ডিসি এলাকায ট্রেড লাইসেন্স বিলি ডিজিটাল	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩,৪১৯,০০০	২,৪৮৯,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
এসএমএস ভিত্তিক সফটওয়্যার উন্নয়নের মাধ্যমে এসি (ল্যান্ড) অফিসে কেস নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সহজীকরণ	উপজেলা ভূমি অফিস, নকলা, শেরপুর	২,৩৪৪,০০০	২,০৪৪,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫

শিরোনাম গবেষণা	প্রধান গবেষকের নাম	মোট ব্যয়	এসআইএফ থেকে তহবিল	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ (অপেক্ষিত)
ঢাকা জেলা ভূমি অধিগ্রহণ জন্য অটোমেটেড ক্ষতিপূরণ পেমেন্ট সিস্টেম (ACPS) বাস্তবায়ন	জেলা প্রশাসক, ঢাকা অফিস	২,১৪৪,০০০	১,৭৯৯,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
কেরানীগঞ্জ এবং তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমি অনলাইন ডাটাবেস	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেরানীগঞ্জ, ঢাকা অফিস	১,৬৮৯,০০০	১,৬৮৯,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
অনলাইন ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট এবং সংগ্রহ সিস্টেম	উপ-কমিশনার, হবিগঞ্জের অফিস	৩,০৯১,০০০	২,৪৮০,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
আপডেট, যাচাই ও কাঙ্ক্ষিত কৃষি ও তথ্য সার্ভিস সময়মত নিশ্চিত করার জন্য কায়েস সিস্টেম ব্যবহার	উপজেলা কৃষি অফিস, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	২,৪০৩,০০০	২,৩০৩,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
টেলিমেডিসিন এর ফিল্ড ট্রায়াল স্থানীয়ভাবে উন্নত পিসি ভিত্তিক ডায়াগনিস্টিক সরঞ্জাম ও সফটওয়্যার ব্যবহার	বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের	১২,১৬৭,০০০	২,৪৫০,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
3D প্রিন্টার ব্যবহার কৃত্রিম অঙ্গ উন্নয়নশীল	জনাব মো. আশরাফুল আলম ও মো. মজিবুর রহমান সাগর	২,০৯০,৮০০	১,৫০২,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
(ইউআইএসসি এবং দূরবর্তী শিক্ষা মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকদের ওরিয়েন্টেশন) ই-লার্নিং অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য প্ল্যাটফর্ম	বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BKTTTC)	৩,১১৫,০০০	২,৪১৫,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
লো কস্ট নিম্ন উপর গবেষণা চালিত মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ জন্য ডিভাইস	ইকো ইলেকট্রনিক্স ও প্রকৌশল	৩,৭৩১,২০০	২,৩৮০,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
ইন্টারেক্টিভ শিক্ষণ একটি টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড (IWB) ব্যবহার - শিক্ষা প্রদানকারীর জন্য একটি স্মার্ট পদ্ধতি	Comjagat টেকনোলজিস	৪,৪৫৫,৫০০	২,৩০০,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
ওয়েবসাইট স্ক্যানিং এবং সিকিউরিটি সলিউশন	RAFUSOFT	২,৯৩৮,০০০	২,৪১৩,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	জেলা প্রশাসক, রাজশাহী অফিস	১,৮৮৮,০০০	১,৭২৮,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য জিআইএস ভিত্তিক অনলাইন ডাটাবেস	BSCIC	৩,১৭৪,৭০০	২,২৯৮,০০০	১৩/৩/২০১৪	১৩/৩/২০১৫

৫.৪ নতুন প্রকল্প তালিকা:

শিরোনাম গবেষণা	প্রধান গবেষকের নাম	মোট ব্যয়	এসআইএফ থেকে তহবিল	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ (অপেক্ষিত)
ডেনেজ কাদা বালি ও অপচয় সরানোর পাম্প	বাবলা উদ্ভাবন	১,৭৬১,০০০	১,১৬৬,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভারুয়াল গ্যালারি	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২,২২৯,২০০	১,৬২৯,২০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
পাট ক্রয় এবং বিক্রয় জন্য এসএমএস-ভিত্তিক সিস্টেমের	বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন	৩,৫৪৭,৪৩৫	১,৬৭০,০২৫	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
BPSC অ্যাডভেড ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৩,২২৫,০০০	২,৪৮০,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
ডাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও ডেলিভারির ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি	৫,২২৫,২৫০	২,৪৪৯,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
অরক্ষিত শিশুদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	সমাজসেবা অধিদপ্তর	২,৮৮০,৯০০	২,৪৫০,৯০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
প্রতিকূল ড্রাগ রিঅ্যাকশন রিপোর্টিং সিস্টেম	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	১,৯২৭,০০০	১,৫০০,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
মধ্যশিক্ষা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য ডিজিটাল বিজ্ঞান গেম	Dream71 বাংলাদেশ লিমিটেড	৩,৫৫৪,০০০	২,২৩৫,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
কমিউনিটি রেডিও স্টেশন	মনীষা মহান্ত	১,০৭১,৬৭০	১,০৭১,৬৭০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
ডিজাইনিং এবং মেকিং পাট কার্ড জন্য একটি পদ্ধতি	IRays Teknology লিমিটেড	৩,৩৪৬,০০০	২,৪৩০,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
নাগরিক নিবন্ধন এবং প্রমাণীকরণের জন্য কম খরচে আইরিস স্ক্যানার	Kiteplex it Limited	১,৯৫০,০০০	১,১৪৬,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
নির্যাতন নারী ও যশোর জেলার শিশুদের জন্য আইনি সহায়তা	জেলা প্রশাসক, যশোর অফিস	১,৪৯৬,৫১০	১,২৬৬,৫১০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক ক্লায়েন্টদের জন্য ইউজার ইন্টারফেস	যশোর হেড পোস্ট অফিস, যশোর	১,৮৮৯,২৫০	১,৮৩৮,৭৫০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
পৌরসভা ট্যাক্স এবং জল বিল ডেলিভারি এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পেমেন্ট জন্য অনলাইন সিস্টেম	ঝিনাইদহ পৌরসভা, ঝিনাইদহ	২,৩০৯,৫০০	১,৬৫৫,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
জয়: নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ফাইটিং ভিত্তিক আইসিটি টুল	বিরুদ্ধে সহিংসতা নারী, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রামের	২,৬৫০,০০০	১,৯৫০,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
ডিটেকশন ডিভাইস নেটওয়ার্ক সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট	কৃষ্ণ রায়	২,৩৭৮,০০০	১,৬৭৮,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট অনলাইন ডেলিভারি	শ্রীমঞ্জল পৌরসভা, মৌলভীবাজার	২,৩৪৮,০০০	১,২৬৬,৫০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জমি অটোমেশন সিস্টেম	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	২,১৫৯,১১৫	১,৯০০,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
Police ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন ও বাংলাদেশ পুলিশের জন্য অনলাইন ট্রাফিক সম্পর্কিত জরিমানা পেমেন্ট সিস্টেম	বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ সদর দপ্তরের	৪,৫০৪,৫০০	২,১৬০,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬

শিরোনাম গবেষণা	প্রধান গবেষকের নাম	মোট ব্যয়	এসআইএফ থেকে তহবিল	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ (অপেক্ষিত)
এসএমএস-এর মাধ্যমে পুলিশ ক্রিয়েন্স সমাপ্তির প্রতিবেদন	বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ সদর দপ্তরের	৪,২০৪,০০০	২,২৫০,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
ডিজিটাল রিফ্রেশযোগ্য ব্রেইল ডিসপ্লে	ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	৩,৬২৫,০০০	২,৩৪৫,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
কীটনাশক প্রেসক্রিপশন সিস্টেম / কীটনাশক সম্পর্কিত তথ্য / রেজিস্টার্ড কীটনাশক তালিকা ডিজিটাইজেশন কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী সাহায্য করার জন্য দ্রুত সঠিক উপযুক্ত কীটনাশক নির্বাচন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১,৪৯৪,০০০	১,৪১১,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
আইসিটি ইন্টিগ্রেশন একটি ইনক্লুসিভ এপ্রোচ ব্লুম এর ট্যাক্সোনমির উপর ভিত্তি ক্রিয়েটিভ প্রব্লের ডাটাবেজ তৈরি	IICT, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সিলেট শাহজালাল ইউনিভার্সিটি	৩,০০২,০০০	২,২১০,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
ওয়েজ আর্নিস কল্যাণ বোর্ডের সম্পূর্ণ ডিজিটাইজেশনের মধ্যে একটি প্রবাসী কল সেন্টার উন্নয়ন	ওয়েজ আর্নিস কল্যাণ বোর্ড	৫,০০০,০০০	৫০০,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
বাংলাদেশ ট্যুরিজম পোর্টাল	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	৭,২৮৬,০০০	২,৪৮০,০০০	১৭/৬/২০১৫	১৭/৬/২০১৬
Suchona- রোবোটিক্স বীজ ও সার প্রদেপক	সাদ্দ আল মাহমুদ	১,২০০,০০০	১,২০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
যাদুর রুম হিটার	হুমায়রা উম্মি	৬০০,০০০	৬০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
রেডিও স্তন ক্যাপার ও মেলানোমা সার্জারীতে প্রহরী লসিকাগ্রন্থি বায়োপসি জন্য গামা সনাক্তকরণ প্রোব প্রযুক্তি ব্যবহার সার্জারি গাইডসহ	নাসির উদ্দিন	২,৫০০,০০০	২,৩০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
প্রতিবন্ধী জন্য অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট হইলচেয়ার নিয়ন্ত্রিত	তথ্য বিভাগের এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পাবনা পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ে	২,১৫০,০০০	২,০০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
কথা বলার জন্য ইলেক্ট্রনিক স্পিচ সিস্টেম	সাফায়েত আহমেদ	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
স্মার্ট হোল্ডিং অ্যাসেসমেন্ট ও ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	৩,০০০,০০০	২,৫০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
ডাক জীবন বীমা অফিসিয়াল কাজ প্রক্রিয়ার অটোমেশন	ডাক জীবন বীমা, ঢাকা	২,৯০০,০০০	২,২৯০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
DAISY -র মান মাধ্যমে সবার জন্য প্রবেশযোগ্য অভিধান এবং পড়ার উপকরণ উৎপাদন	সামাজিক অ্যাকশন মধ্যে Young শক্তি (ইপসা)	৩,৬৬৩,০০০	২,২৩২,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
কৃষকদের মাছ সম্পর্কিত উপদেষ্টা সেবা প্রদান করা প্রোগ্রাম	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী অফিস	১,৫০০,০০০	১,৩০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
মাল্টিমিডিয়া ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি	মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন	৭২০,০০০	৭০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
নোনা জল সৌর ফিল্টার	নিয়াজুল ইসলাম তপু	১,৬০০,০০০	১,৫০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
হাতের মুঠোই বিজ্ঞান (আমাদের খপ্পর বিজ্ঞান)	চার ডি কমিউনিকেশনস লিমিটেড	৪,০০০,০০০	২,৫০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
অনলাইন / টেকনিক্যাল BTEB স্কুল ও কলেজ ওয়েব ভিত্তিক পরীক্ষা	মুক্তি অংশীদারিতে লিমিটেড	৩,৫০০,০০০	২,৫০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬

শিরোনাম গবেষণা	প্রধান গবেষকের নাম	মোট ব্যয়	এসআইএফ থেকে তহবিল	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ (অপেক্ষিত)
দূরবর্তী অবস্থান থেকে পরিচালিত অনলাইন astronomical observatory	নাইমুল ইসলাম অপু	৩,৪০০,০০০	২,৪০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
নিম্নাঞ্চল এবং জলমগ্ন জমি রূপান্তর উচ্চ জমি করত চাষের জন্য ব্যবহার	এ এন এম রুহুল ইসলাম	২,৫০০,০০০	২,১০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
লো কস্ট ডিজিটাল স্বয়ংক্রিয় CNC লেদ মেশিন	মো. আশরাফুল আলম / 6 অক্ষ টেকনোলজিস	৩,২৫০,০০০	২,৩৫০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
ডাইভারের আচরণ পর্যবেক্ষণ সিস্টেম (DBMS)	শাহনেওয়াজ সুহান	২,২০০,০০০	১,৯৫০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
জলপথ / নদী পরিবহন জন্য নিরাপত্তা ডিভাইস	মোঃ রাকিবুল আলিম	২,৩০০,০০০	২,৩০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
নাগরিক দোরগোড়ায় স্কাউট সেবা গ্রহণ	বাংলাদেশ স্কাউটস	২,০০০,০০০	১,৫০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
অনলাইন জিডি (লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড) সার্ভিস	বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ সদর দপ্তরের	২,৫০০,০০০	২,৫০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
ফসলের মাঠ ফসলের মাঠ	এস এম মিনহাজ রেজা	৩,৬০০,০০০	২,৪০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
দ্রব্যমূল্য অনলাইন মার্কেটিং সমবায় দ্বারা উৎপাদিত	সমবায় অধিদপ্তর	১,১০০,০০০	১,১০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
ডিজিটাইজড আইনগত সিদ্ধান্ত (DID)	খন্দকার শাহরিয়ার সাকির	৩,১৬৮,০০০	২,৩৬৮,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
অকারণ হেইট মাঝ থেকে অকারণ হেইট খৌজ	সামি আল	২,৯০০,০০০	২,৩০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
নবায়নযোগ্য শক্তি পরিবেশ বান্ধব জৈব সৌরমণ্ডল উৎপাদন	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়	৩,৯৬০,০০০	২,৪৬০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
ডাক সেভিংস ব্যাঙ্ক সাধারণ অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ স্মার্ট কার্ড ব্যবহার	পোস্টাল অধিদপ্তর	২,৬৭০,০০০	২,৪০৫,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
জাদুঘর জন্য একটি সেল ফোন সফর যাতে জনগণের প্রোটোটাইপিং লার্নিং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করা হবে	প্রব্রত অধিদপ্তর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	২,৪৫০,০০০	২,৪৫০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
21 প্রজন্মের ক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ফ্লিপ শ্রেণীকক্ষ ব্যবহার	সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	২,৫০০,০০০	২,০০০,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬
বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস সংযুক্ত হচ্ছে	মুন্নি সাহা	২,৪০৫,০০০	১,৮০৫,০০০	১৪/১২/২০১৫	১৪/১২/২০১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য ও বিশ্লেষণ

৬.১ স্থানীয় এলাকায় কর্মশালাঃ

একজন স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সীমাবদ্ধতা ও A2I প্রকল্পের সঞ্চালনের এবং সেবাখাতে এবং তার ফল সংক্রান্ত সুযোগ A2I প্রকল্পের দলের সদস্যদের স্থানীয় নতুনত্ব দলের সদস্যদের, ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে সেবা প্রাপকদের, আইসিটি সেবা প্রদানকারী এবং স্থানীয় সুবিধাভোগী প্রতিনিধিদের মধ্যে কর্মশালার সহজতর আলোচনা। অধিক ত্রিশ কর্মিবৃন্দ স্থানীয় কর্মশালায় অংশ নেন। সভায় শরীয়তপুর জেলা প্রশাসক দ্বারা সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ ইদ্রিস আলী দেওয়ান, টিম লিডার যে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের বিস্তারিত তালিকা সংযোজনী দেওয়া হয়।

আলোচনা:

- স্থানীয় কর্মশালায় তথ্য (২) প্রকল্প অ্যাক্সেস এর মধ্যে গভীরতা পর্যবেক্ষণ গবেষণার ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম ছিল।
- জেলা প্রশাসক ও UNOs সব ডিজিটাল কেন্দ্রের একটি আইনী কাঠামো থাকার গুরুত্ব উপর একমত।
- কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা তার ব্যক্তিগত অনভিলাষী কারণে, ডিসি কর্তৃপক্ষের অধীনে UDC উদ্যোক্তাদের নিয়োগের পক্ষে প্রধান সম্মত যাতে ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সহজে একজন উদ্যোক্তা সরাতে পারবেন না।
- UNOs আরো উল্লেখ করেন, বিভিন্ন ইউনিয়নে, সব সরঞ্জামাদি আংশিকভাবে বৃষ্টির জল কারণে ক্ষয় বা ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ইউনিয়ন সম্পন্ন ইউনিয়ন পরিষদ ভবন অথবা গ্রামীণ মানুষ সহজে যোগাযোগ করার জন্য উপযুক্ত একটি উপযুক্ত জায়গা ডিজিটাল সেন্টার নতুন স্থান নির্দেশ করা গ্রহণ করা উচিত ছিল।
- UDC উদ্যোক্তা অধিকাংশই অবহিত যে জন্ম নিবন্ধন ব্যবস্থা কার্যত (অর্থাৎ 3 টা পর্যন্ত খোলা থাকে সকাল 11 টা থেকে) হতে পারে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে চাপের কারণে অনলাইন শিখর সময় অ অপারেটিভ হয়ে। সুতরাং এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- সকল UDCs বিদ্যুৎ স্বল্পতার মুখোমুখি যেহেতু তারা গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত হয়।
- সৌর প্যানেল প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিকল্প শক্তি জেনারেট করার জন্য স্থাপন করা হতো, কিন্তু; সব সৌর প্যানেল UDCs মধ্যে সঠিকরূপে করা হয় না।
- গ্রামাঞ্চলে এ ইন্টারনেট সংযোগ খুব দরিদ্র। যেহেতু সব সেবা ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন, এটা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- কারিগরী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থানীয় ছাত্র সম্পদ কাজে লাগিয়ে নিযুক্ত করা উচিত।
- যথাযথ ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে একটি আইটি কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে, যাতে তিনি / সে MoICT, বিসিসি ও A2I প্রকল্প সহ সব আইটি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করতে গ্রহণ করা উচিত।
- সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের A2I কার্যক্রম আওতায় স্বাস্থ্য, বিচার বিভাগ, ভূমি সংস্কার, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুলিশ পরিষেবার মত অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হয়।

৬.২ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা স্পেশালিস্ট এবং তথ্য সংগ্রাহক অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে। এই FGDs এমনভাবে যাতে সব অংশগ্রহণকারীদের তাদের মতামত স্বাধীনভাবে দিতে পারেন পরিচালিত হয়। FGD শুরু করার আগে, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ সংক্ষেপে প্রকল্প এবং প্রভাব গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা, তথ্য সংগ্রহকারী বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের মতামত লিপিবদ্ধ।

আলোচনার জন্য প্রধান বিষয় ছিল:

- প্রকৃত বাস্তবায়ন প্রকল্প লক্ষ্য মধ্যে তুলনা
- প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সমাজের হিতের
- শক্তিশালী, দুর্বলতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়কালে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সুযোগ এবং হুমকি
- কর্মসংস্থান এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণ আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের উপর প্রভাব.
- প্রকল্পের আর্থসামাজিক সুবিধা.
- মাঠ পর্যায় থেকে প্রতিক্রিয়া.

A2I প্রকল্পের কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে বিতরণ করা হয়। 10 FGDs মোট সরাসরি সুবিধাভোগী, আইসিটি প্রফেশনালস, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা, ইউপি সদস্য, স্থানীয় প্রশাসন মানুষ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক ও অন্যদের গ্রুপ প্রতি ন্যূনতম দশ জনকে সঙ্গে সঙ্গে পরিচালিত হয়.

পর্যবেক্ষণ দল নিম্নলিখিত জেলা সফর করেছেন এবং নিজ নিজ উপজেলায় সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পরিচালনা করেছি:

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা
১	বরিশাল	ঝালকাঠি
২	চট্টগ্রাম	রাঙামাটি
৩	ঢাকা	শরীয়তপুর
৪	খুলনা	সাতক্ষীরা
৫	ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা
৬	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ
৭	রংপুর	কুড়িগ্রাম
৮	সিলেট	মৌলভীবাজার

৬.৩ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার (KII):

কী সংবাদদাতা সাক্ষাৎকার পরিচিতদের মধ্যে একটি কথোপকথন অনুরূপ, ধারণা ও তথ্য একটি অবাধ প্রবাহ সক্ষম হবেন. KII জন্য, নির্বাচিত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে সরকারী কর্মকর্তা এবং

সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তাদের পলিসি A2I সুবিধা পরিবেশক পার্সোনেল এর ছিল। মোটের ওপর 25 KIIs মোট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও আসাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে গভীরতা পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প আর্থিক দিক, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিকল্পনা এবং প্রকৃত সময়ের, খোঁজাতে, শক্তি এবং দুর্বলতা এবং বর্তমান কার্যক্রম ইত্যাদি জন্য দেয়ার উদ্দেশ্যে করা প্রকল্পের কর্মীদের এর সঙ্গে, পরিচালিত হয় A2I প্রকল্পের। কী সংবাদদাতার বিস্তারিত তালিকা সংযোজনী দেওয়া হয়।

এই স্টাডি, কী তথ্য সাক্ষাৎকার যেমন প্রধান কারণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে:

- সব প্রকল্পের উপাদান সঠিকভাবে বা না বাস্তবায়িত হবে কি না।
- প্রকল্প চালু বর্তমান কার্যক্রম।
- আসাদন কার্যক্রম তথ্য।
- প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান এর বর্তমান অবস্থা।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় চলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ নিতে।

Kii অংশগ্রহণকারীদের A2I বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যদের মাধ্যমে একটি সত্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য সমন্বয় বৃহত্তর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

৬.৪ ডিজিটাল সেন্টার জরিপ

গ্রামাঞ্চলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সরকারি ও বেসরকারি তথ্য ও সেবা গ্রহণ করার জন্য, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট স্থানীয় সরকার (NILG), স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে (LGD), এবং তথ্য (A2I) কর্মসূচী অ্যাক্সেস, ৪,৫৪৭ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু (UISCs) ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে। এই ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র, আগস্ট ২০১৪ সালে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রে (UDCs) থেকে নতুন পরিচিতি। একজন পুরুষ ও একজন নারী উদ্যোক্তার দ্বারা পরিচালিত হয়। তথ্য ছাড়াও, এই কেন্দ্র ইউটিলিটি পেমেন্ট সেবা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, আইনি পরিষেবা, অনলাইন জন্ম নিবন্ধন, বিদেশী শ্রমিক ও পেশাজীবীদের 'অনলাইন নিবন্ধন সেবা সংক্রান্ত সাধারণ জনগণের সেবা, এবং বিভিন্ন ধরনের প্রদান করা হয়েছে।

A2I প্রকল্পের কার্যক্রম এই ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে বিতরণ করা হয়। ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তা প্রশ্রমালা জরিপে বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় কভার করতে পরিচালিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণ দল তাদের পর্যবেক্ষণ কার্যকলাপের অংশ হিসেবে বিভিন্ন আট বিভাগের আট জেলায় সফর করেছেন। আমরা ৫০০ এর বেশি ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তা পেয়েছে এবং ৫০০ প্রতিক্রিয়া থেকে তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে:

সর্বাধিক সেবা প্রাপ্তঃ

ডিজিটাল কেন্দ্র দ্বারা সবচেয়ে জনপ্রিয় নাগরিক উপলব্ধ পরিসেবার নিচে উপস্থাপন করা হয়। ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তাদের দ্বারা সর্বাধিক জনপ্রিয় বিতরণ সেবা আছে:

Most Received Services
Birth Registration
Computer Compose and Print
Email
Death Registration
Online Registration and Application for admission
Exam Result
Photocopy
Form Fill-up

ছক ৬.১: ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তাদের দ্বারা সর্বাধিক জনপ্রিয় সেবা বিতরিত

ডিজিটাল কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ

ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তারা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ আউটসোর্সিং কাজ করার জন্য টাইপ করতে মূলসূত্র থেকে শুরু বিভিন্ন ধরনের প্রদানের মাধ্যমে তাদের সম্প্রদায়ের জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ দেওয়া হয়.

আপনি কি এই ধরনের সেবা ছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম প্রশিক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২৯৯	৫৯.৮%
না	২০১	৪০.২%

ছক: ডিজিটাল কেন্দ্র দ্বারা প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অধ্যয়ন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা জানি যে উদ্যোক্তারা অধিকাংশই ডিজিটাল কেন্দ্রে করতে এসেছে; প্রায় ৫৯.৮% সাধারণ সেবা প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ অফার পেয়েছে। ৪০.২% ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তারা এখনো তাদের ডিজিটাল কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ চালু করা হয়নি।

আমরা, আমাদের ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোক্তাদের অর্ধেকের বেশি প্রশিক্ষণ অধ্যয়নের প্রস্তাব দেখাই। ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তাদের অর্ধেকের বেশি শিক্ষণে দেখে। আইসিটি আমাদের নাগরিকদের আরো কার্যকর করে; তাই আরো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উৎসাহিত করা উচিত.

আয়

১০,০০০ এর বেশি ব্যক্তি এই ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের রোজগার উৎস পায়। নীচের টেবিলে ডিজিটাল কেন্দ্রে বর্তমান আয় সেবা প্রসবের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা সন্তুষ্টি স্তর দেখায়।

সেবা প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান আয়ে সন্তুষ্টি	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২২২	৪৪.৪%
না	২৭৮	৫৫.৬%

ছক : উদ্যোক্তারা ডিজিটাল কেন্দ্রে বর্তমান আয়ে সন্তোষ

প্রায় ৫৫.৬% উদ্যোক্তারা তাদের বর্তমান আয়ে সন্তুষ্ট এবং ৪৪.৪% উদ্যোক্তারা তাদের বর্তমান আয় সেবা প্রসবের মাধ্যমে সন্তুষ্ট না।

উদ্যোক্তারা তাদের সবচেয়ে আয়ের সঙ্গে সন্তুষ্ট হয় না; বেশি আয় উৎপন্ন সেবা তাদের আয় সেইসাথে তাদের সেবা আদান প্রদান উপলব্ধি অনুমোদন চালু করা উচিত।

হার্ডওয়্যারের তথ্য (বর্তমান সেবা)

ডিজিটাল কেন্দ্রে কার্যকর ই-সেবা মূল্যায়ণ করতে সরঞ্জামাদি অপরিহার্য। কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট সংযোগ, ডিজিটাল কেন্দ্রের ওয়েবক্যাম ই-সেবা সরঞ্জামাদি সঠিকভাবে কাজ না করলে, সেবা আদান প্রদান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে।

টেবিলের নীচে দেখা যায় ডিজিটাল ডিজিটাল কেন্দ্রে কম্পিউটার ও অন্যান্য জিনিসপত্র কার্যকর এর পরিমাণ এবং তহবিলের উৎস অনুযায়ী নীচের টেবিলে ব্যাখ্যা করা হয়।

হার্ডওয়্যারের তথ্য	পরিমাণ	উৎস
কম্পিউটারের সংখ্যা(বর্তমানের সেবা)	২	সরকারি তহবিল
প্রিন্টারের সংখ্যা	২	সরকারি তহবিল
স্ক্যানারের সংখ্যা	১	সরকারি তহবিল
ফটোকপিয়ারের সংখ্যা	১	সরকারি তহবিল
ডিজিটাল ক্যামেরার সংখ্যা	১	সরকারি তহবিল
ওয়েব ক্যামেরার সংখ্যা	১	সরকারি তহবিল
ফটোকপিয়ারের সংখ্যা	১	সরকারি তহবিল
লেমিনেটি মেশিনের সংখ্যা	১	সরকারি তহবিল
মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর এর সংখ্যা	১	সরকারি তহবিল
মোবাইল ফোনের সংখ্যা	১	Own নিজের
ইন্টারনেট মডেম এর সংখ্যা	১	Own নিজের

ছক : ডিজিটাল কেন্দ্রে কম্পিউটার ও অন্যান্য জিনিসপত্র এর উৎস

উপরে টেবিল থেকে, আমরা জানতে পেরেছি যে ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তারা সবচেয়ে তাদের কম্পিউটার এবং সরকারী তহবিল হইতে অন্যান্য জিনিসপত্র পান। তারা তাদের নিজস্ব তহবিলের উৎস থেকে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট মডেম কিনেছে।

তথ্য: সাধারণভাবে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা (বর্তমানে ই-সেবা) ও প্রিন্টার অনুসন্ধানের পরিমাণ দুই হয়। অন্যরা হার্ডওয়্যার ডিজিটাল কেন্দ্রে বর্তমানে উপলব্ধ এক পরিমাণ হয়। এছাড়াও দেখা গেছে যে উচ্চ আয়ের সঙ্গীদের উদ্যোক্তারা একাধিক কম্পিউটারে এবং দ্বিতীয় কম্পিউটার নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় কর।

কম্পিউটার এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণ সেবার মান নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল কেন্দ্রগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নীচের টেবিলে দেখায় যে ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ কম্পিউটার ও ডিজিটাল কেন্দ্রে ব্যবহৃত তার মৌলিক আনুষঙ্গিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিস্থাপন সম্পর্কে জ্ঞান আছে।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	শতকরা
নিজের	৪৩৩	৮৬.৬%
প্রযুক্তিবিদদের থেকে সাহায্য	৪৩	৮.৬%
সরকারি অফিস থেকে	২৪	৪.৮%

ছক: কম্পিউটার এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার মেরামতের উৎস এবং রক্ষণাবেক্ষণ

প্রায় ৮৬.৬% উদ্যোক্তারা নিজের জ্ঞান সমস্যা সমাধানের দ্বারা হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করে, ৮.৬% উদ্যোক্তারা বাইরে সরকারী অফিস থেকে সাহায্য নেয় এবং ৪.৮% সাহায্য নেয় প্রযুক্তিবিদদের কাছে।

কম্পিউটার এর মাধ্যমে সঠিক দক্ষতা কম্পিউটার এবং আপডেট কার্যকরী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ কষ্ট এবং টেকসই তার সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা অপরিহার্য। সুতরাং আমরা উদ্যোক্তাদের যারা তাদের ডিজিটাল কেন্দ্র হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান এবং সেই অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হয় না তাদের খুঁজে করতে হবে, এটা খুঁজে বের করতে যে ৮৬% এর বেশি তাদের নিজস্ব কম্পিউটার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

ডিজিটাল সেন্টারে নিবন্ধন তথ্য

ডিজিটাল কেন্দ্রে রেজিস্টার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রেকর্ড নীচের টেবিলে অনুশীলন দেখায়।

নিবন্ধন তথ্য	হ্যাঁ		না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
সেবা গ্রহীতা নিবন্ধন রক্ষণাবেক্ষণ	৩৬২	৭২.৪%	১৩৮	২৭.৬%
নগদ লেনদেনের নিবন্ধন রক্ষণাবেক্ষণ	৩২১	৬৪.২%	১৭৯	৩৫.৮%
অভিযোগের নিবন্ধন রক্ষণাবেক্ষণ	১৩০	২৬%	৩৭০	৭৪%

ছক: ডিজিটাল কেন্দ্রে রেজিস্টার উপস্থিতি সম্পর্কিত অধ্যয়ন

উদ্যোক্তারা প্রায় ৭২.৪% তাদের নিজ নিজ ডিজিটাল কেন্দ্রে এবং অন্যদিকে ২৭.৬% সার্ভিস প্রাপক রেজিস্টার বজায় রাখে না পরিষেবা প্রাপক রেজিস্টার বজায় রাখে। উদ্যোক্তাদের ৬৪.২% তাদের নিজ নিজ ডিজিটাল কেন্দ্রে এবং অন্যদিকে ৩৫.৮% নগদ লেনদেনের রেজিস্টার না নগদ লেনদেনের রেজিস্টার বজায় রাখে। উদ্যোক্তাদের শুধুমাত্র ২৬% তাদের নিজ নিজ ডিজিটাল কেন্দ্রে এবং অন্যদিকে ৩৫.৮% উপর রেজিস্টার অভিযোগ তাদের ডিজিটাল কেন্দ্রে রেজিস্টার অভিযোগ বজায় রাখে না

রেজিস্টার গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ডিজিটাল কেন্দ্রে সেবা রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ উন্নতি জারি করা প্রয়োজন। গবেষণায় উপরে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রেজিস্টার অভিযোগ শতাংশ খুবই কম; ডিজিটাল কেন্দ্রে রেজিস্টার অভিযোগ সেবা বিলি প্রতিক্রিয়া জানতে বাধ্যতামূলক করা উচিত।

Useful Government Sites

সরকারি সাইটের ব্যবহার

Now government websites are considered as one stop point for getting service related information. According to the study the five most useful and used sites for service deliver are stated below:

এখন সরকারি ওয়েবসাইটে সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার জন্য এক স্টপ বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গবেষণায় পাঁচটি সেবা সরবরাহের জন্য সবচেয়ে দরকারী এবং ব্যবহৃত সাইট অনুসারে নিচে বিবৃত করা হয়:

Useful Government Sites

www.bangladesh.gov.bd

www.infokosh.gov.bd

www.form.gov.bd

www.bris.lgd.gov.bd

www.educationboardresults.gov.bd

অতিক্রম সেবা বিধান ব্যাপ্ত প্রাপ্যতা ওয়েবসাইটের প্রথাগত উপায়ে, সরকারি সেবা নাগরিক অভিজ্ঞতা উন্নত। নীচের টেবিলে দেখায়, সরকার ওয়েবসাইটের মান মূল্যায়ন।

সরকারের দরকারি সাইট

ওয়েবসাইটের গুনাবলির উপর সরকারের মূল্যায়ন	খুব ভাল	ভাল	মাঝারি	সামান্য	খুব সামান্য
গুন	শতকরা	শতকরা	শতকরা	শতকরা	শতকরা
বর্তমান সময় পর্যন্ত	৩৩.৪%	৪৭.৬%	১৭.৪%	০.৪%	০.৮%
সহজে ব্যবহার করা এবং স্পষ্ট লেখা	১৯.২%	৪৯.৮%	২৪.৮%	৪.৮%	১.৪%
তথ্য পেতে সাহায্য করার জন্য পরিকল্পনা	৩৮.৬%	৫০.৪%	১০.৬%	০.২%	০.২%
দ্রুত কিছু করতে পরিকল্পনা	৩৬.৪%	৪২.৬%	১৭.৬%	৩%	০.৪%
সব ধরনের মানুষের জন্য পরিকল্পনা	৩৬.৪%	৪৩.৮%	১৬.৮%	২.৬%	০.৪%

ছক ৬.৭: সরকার ওয়েবসাইটের উপযোগিতার উপর মূল্যায়ন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৪৭.৬% উত্তরদাতা সরকার ওয়েবসাইট থেকে "ভাল" মনে করে, ৪৯.৮% মানুষ মনে করে ব্যবহার করার জন্য সরকারের ওয়েবসাইট সহজ এবং পরিষ্কারভাবে হিসাবে "ভাল", ৫০.৪% মানুষ মনে করে সরকার পরিকল্পিত লিখিত তথ্য সাহায্য করার জন্য "ভাল", ৪২.৬% মানুষ মনে করে পরিকল্পিত কাজ দ্রুত করতে সরকারের ওয়েবসাইট "ভাল" ৪৩.৮% মানুষ মনে করে সব ধরনের মানুষের ওয়েব ডিজাইন সরকারের ওয়েবসাইটে করা "ভাল"।

ই-সেবা সংক্রান্ত উপলব্ধি এবং ব্যবহারের পরিসংখ্যানঃ

ই-সেবা প্রদানের মান ডিজিটাল কেন্দ্রে পরিমাপ করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়:

ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ই-সার্ভিস ডেলিভারি সংক্রান্ত নাগরিকদের সন্তুষ্টি মাত্রা	খুব ভাল	ভাল	মাঝারি	খুব সামান্য
সংখ্যা	১৭৯	২৯৭	১৭	৭
শতকরা	৩৫.৮%	৫৯.৮%	৩.৮%	১.৮%

ছক : ই-সেবা প্রদানের মান

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৩৫.৮% উত্তরদাতা ই-সেবা মান "চমৎকার" হিসাবে এবং ৫৯.৮% উত্তরদাতা ই-সেবা মনে করে "ভাল" হিসেবে, ৩.৮% উত্তরদাতা ই-সেবা মনে করে "মাঝারি" হিসেবে এবং ১.৮% ই-সেবা মান বিবেচনা করে "খুব খারাপ" হিসাবে।

ই-সেবা প্রদানের কার্যকারিতা মানের জন্য UDC নির্ণায়ক গুরুত্বপূর্ণ যা নাগরিকদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা হয়. ই-সেবা প্রদান সাধারণ উপলব্ধি শো সমীক্ষা সংক্রান্ত অনুযায়ী ভাল।

ইন্টারনেট সেবা উপলব্ধি

ডিজিটাল কেন্দ্রে ইন্টারনেটের গতি সেবা পাওয়া যায় তা নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়:

বর্তমান ইন্টারনেট গতি	খুব ভাল	ভাল	মাঝারি	সামান্য	খুব সামান্য	মোট
সংখ্যা	২৫	১০০	২৩৭	৯৯	৪০	
শতকরা	৪.৮%	২০%	৪৭.৮%	১৯.৮%	১৯.৮%	

তালিকা : বর্তমান ইন্টারনেট গতি সম্পর্কিত অধ্যয়ন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৪.৮% উত্তরদাতা বর্তমান ইন্টারনেটের গতি মনে করে "চমৎকার" হিসেবে এবং ২০% উত্তরদাতা বর্তমান ইন্টারনেটের গতি মনে করে "ভাল" হিসেবে, ৪৭.৮% উত্তরদাতা বর্তমান ইন্টারনেটের গতি মনে করে "মাঝারি" হিসেবে, ১৯.৮% উত্তরদাতা ই-সেবা মনে করে "খারাপ" হিসেবে, এবং ১৯.৮% ই-সেবা মনে করে "খুব খারাপ"। আমরা জানি যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেতার মডেমে তাদের অভিজ্ঞতা আছে। তাদের শহরাঞ্চলে উচ্চ ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের কোনো অভিজ্ঞতা নাই।

এই অধ্যয়ন থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে বর্তমান ইন্টারনেট গতি উন্নত করা প্রয়োজন

বর্তমান ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানকারী পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজন

বর্তমান ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানকারী পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজন তা নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়:

বর্তমান ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানকারী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৪৫৭	৯১.৪%
না	৪৩	৮.৬%

ছক : বর্তমান ইন্টারনেট সংযোগ পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৯১.৪১% উত্তরদাতা ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী থেকে বর্তমান ইন্টারনেট সংযোগ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন অনুভব করে এবং অন্য পার্শ্বে ৮.৬% উত্তরদাতা ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী থেকে বর্তমান ইন্টারনেট সংযোগ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন অনুভব করে না।

ডিজিটাল কেন্দ্রে ইন্টারনেট গতি কার্যকারিতা নির্ধারণ করা ফরয়.সব ধরনের ই সেবা কার্যক্রম ইন্টারনেট গতির উপর নির্ভর করে. ইন্টারনেট গতি সন্তোষজনক না হলে, তাহলে গ্রাহকদের সেবা প্রদান প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা যাবে না.

অধ্যয়ন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উদ্যোক্তাদের ইন্টারনেট সংযোগ সবচেয়ে প্রয়োজন, ইন্টারনেট গতি আগের চেয়ে বর্তমান এর পরিবর্তন মধ্যপন্থী হিসেবে উল্লেখ।

বিদ্যুৎ সেবা উপলব্ধি

ডিজিটাল কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্যতা নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়:

বিদ্যুৎ সরবরাহ উপলব্ধি	খুব ভাল	ভাল	মাঝারি	সামান্য	খুব সামান্য	মোট
সংখ্যা	২২	১২৭	১৯৯	৯৮	৫৪	
শতকরা	৪.৪%	২৫.৪%	৩৯.৮%	১৯.৬%	১০.৮%	

ছক ৬.১২: ডিজিটাল কেন্দ্রে বর্তমান বিদ্যুৎ সম্পর্কিত প্রাপ্যতা

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৪.৪% উত্তরদাতা মনে করে যে বিদ্যুতের বর্তমান প্রাপ্যতা হিসেবে, "চমৎকার" এবং ২৫.৪% উত্তরদাতা বিদ্যুতের বর্তমান প্রাপ্যতা হিসেবে "ভাল", ৩৯.৮% "মাঝারি" হিসেবে বিবেচনা করে, ১৯.৬% "দরিদ্র" হিসেবে বিবেচনা করে, এবং ১০.৮% মনে করে যে বিদ্যুতের বর্তমান প্রাপ্যতা "খুব খারাপ" হিসেবে বিবেচিত।

ডিজিটাল কেন্দ্রে কার্যকারিতা পরিমাপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ খুবই প্রয়োজন. যদিও ডিজিটাল কেন্দ্রে কিছু সৌর প্যানেল ব্যবহার করে বিদ্যুতের কিছু বিকল্প উপায় আছে, গ্রামাঞ্চলে জেনারেটর পরিচালনা করার জন্য তাদের কার্যকর খরচ নেই সুতরাং এই গবেষণা থেকে আমরা দেখতে পারি যে বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ উন্নত করার জন্য ভালো ই-সেবা প্রয়োজন।

বিদ্যুতের বিকল্প উৎস

বিদ্যুতের বিকল্প উৎস (সৌর প্যানেল এবং / অথবা জেনারেটর) মূল্যায়ন করার জন্য নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়

বিদ্যুৎ এর বিকল্প উৎস	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২১৮	৪৩.৬%
না	২৮২	৫৬.৪%

ছক : ডিজিটাল কেন্দ্রে বিদ্যুতের বিকল্প উৎস সম্পর্কিত অধ্যয়ন
উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৪৩.৬% ডিজিটাল কেন্দ্রে বিদ্যুৎ এর বিকল্প উৎস আছে এবং অন্য দিকে ৫৬.৪% ডিজিটাল কেন্দ্রে বিদ্যুতের বিকল্প উৎস নেই।

ডিজিটাল কেন্দ্রে বিদ্যুৎ এর আরো বিকল্প উৎস চালু করা উচিত.

প্রতিবেদন

অনুশীলনের মূল্যায়ন প্রণয়নের মাসিক প্রতিবেদন নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়.

মাসিক প্রতিবেদনের প্রস্তুতি	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৪৪৭	৪৯.৪%
না	৫৩	১০.৬%
মোট	৫০০	১০০%

তালিকা:মাসিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত অধ্যয়নের প্রস্তুতি

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৪৯.৪% উদ্যোক্তারা ডিজিটাল কেন্দ্রে মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রস্তুত করে রাখে এবং অন্য দিকে ৫৬.৪% উদ্যোক্তারা ডিজিটাল কেন্দ্রে মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রস্তুত করে রাখে না.

উপরোক্ত চিত্রে থেকে আমরা পরামর্শ দিতে পারি যে ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তারা তাদের মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রস্তুতি নেয়.

ডিজিটাল কেন্দ্রে রুগ ব্যবহার

উদ্যোক্তারা ডিজিটাল কেন্দ্রে রুগের ব্যবহার নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়.

উদ্যোক্তাদের দ্বারা ডিজিটাল কেন্দ্র রুগ এর ব্যবহার	দৈনন্দিন	সপ্তাহে	মাঝে মাঝে	কখনো ন	মোট
সংখ্যা	৪২০	৩৪	৩৪	১২	
শতকরা	৮৪%	৬.৮%	৬.৮%	২.৪%	

ছক : উদ্যোক্তাদের দ্বারা ডিজিটাল কেন্দ্রে রুগের ব্যবহার

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৮৪% উদ্যোক্তারা দৈনন্দিন ডিজিটাল কেন্দ্রে ব্লগ ব্যবহার করে, ৬.৮% উদ্যোক্তারা সপ্তাহে একবার ডিজিটাল কেন্দ্রে ব্লগের ব্যবহার করে, ৬.৮% উদ্যোক্তারা ডিজিটাল কেন্দ্রে মাঝে মাঝে ব্লগ ব্যবহার করে এবং ২.৪% উদ্যোক্তারা ডিজিটাল কেন্দ্রে কখনো ব্লগ ব্যবহার করে।

ডিজিটাল কেন্দ্রে উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই দৈনন্দিন ব্লগ ব্যবহার করে

ইউপি/সিসি থেকে সহায়তা

ইউনিয়ন পরিষদ / সিটি কর্পোরেশন থেকে সমর্থন মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ/ সিটি কর্পোরেশন থেকে সমর্থন	অত্যন্ত উচ্চ	উচ্চ	মাঝারি	নিম্ন	Very Low	মোট
সংখ্যা	৬৮	২০৯	১৫৫	৩৭	৩১	
শতকরা	১৩.৬%	৪১.৮%	৩১%	৭.৪%	৬.২%	

ছক : ইউনিয়ন পরিষদ / সিটি কর্পোরেশন এর সাথে সম্পর্কিত গবেষণা থেকে সমর্থন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ১৩.৬% উদ্যোক্তাদের সমর্থন মাত্রা হিসাবে 'অত্যন্ত উচ্চ' বিবৃত আছে, ৪১.৮% উদ্যোক্তাদের সমর্থনের মাত্রা 'হাই' হিসেবে বিবৃত আছে, .৩১% উদ্যোক্তাদের সমর্থনের মাত্রা 'মাঝারি' হিসেবে বিবৃত আছে, ৭.৪% উদ্যোক্তা হিসেবে বিবৃত সমর্থনের মাত্রা 'নিম্ন' আছে, ৬.২% উদ্যোক্তাদের সমর্থনের মাত্রা 'অত্যন্ত কম' হিসেবে বিবৃত আছে',

উত্তরদাতাদের মতে, ইউপি বা সিসি থেকে ডিজিটাল কেন্দ্র বিদ্যমান সমর্থন ব্যাখ্যা এবং দাবী স্কেল ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি যে, উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই থেকে সমর্থন উচ্চস্তরে পাচ্ছেন তা নিচের চিত্রে মাধ্যমে এবং নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপন করা হয়।

ইউপি / সিসি থেকে আরো সহায়তা প্রয়োজন

ইউপি / সিসি থেকে আরও সমর্থন চিহ্নিত করার জন্য নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়।

<u>ইউপি/সিসি থেকে আরও সমর্থন প্রয়োজন</u>	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৪৯২	৯৮.৪%
না	৮	১.৬%

তালিকা: ইউপি/সিসি থেকে উপস্থাপন করা আরও সমর্থন প্রয়োজন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৯৮.৪% ইউপি / সিসি থেকে আরো সমর্থন প্রয়োজন, অন্যান্য সাইডে ১.৬% ইউপি / সিসি থেকে আরও সমর্থন প্রয়োজন হয় না

এটা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা যে UDC উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পরিবর্তন সেবা প্রদানকারী হিসাবে তাদের অবস্থান হারানোর ঝুঁকি ভয় থেকে পাওয়া যায়নি. এটা উপলব্ধি একটি পরিষ্কার

বোঝার আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ - ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের ভূমিকা UDC উদ্যোক্তাদের সমর্থন তাদের সম্প্রদায়ের সেরা ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করা.

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ইউনিয়ন পরিষদ এর একটি অংশ। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডিজিটাল কেন্দ্রের স্থানীয় অভিভাবক হিসেবে তিনি / সে ডিজিটাল কেন্দ্রের সঠিক যত্ন নিবে। এটা পালন করে যে ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোক্তাদের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নাগরিক গ্রামীণ মানুষের কাছে আরো সেবা প্রদানের সমর্থন প্রয়োজন

ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সাপ্তাহিক বৈঠক

ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে আলোচনা	প্রত্যেক সপ্তাহে	প্রত্যেক মাসে	প্রত্যেক ছয় মাসে	এক বছরে	মোট
সংখ্যা	১০৮	২৯২	৮১	১৯	
শতকরা	২১.৬%	৫৮.৪%	১৬.২%	৩.৮%	

ছক ৬.১৮: ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সাপ্তাহিক বৈঠক

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ২১.৬% উদ্যোক্তারা ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সাপ্তাহিক মিটিং করে, ৫৮.৪% উদ্যোক্তারা ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে মাসিক মিটিং করে, ১৬.২% উদ্যোক্তারা ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে প্রতি ছয় মাসে মিটিং করে, ৩.৮% উদ্যোক্তারা ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে এক বছরে মিটিং করে

উত্তরদাতাদের মতে, প্রতি মাসে উদ্যোক্তারা আলোচনা করে ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোক্তারা গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ই-সেবা প্রদানের জন্য কর্মিবৃন্দ। ডিজিটাল কেন্দ্র কার্যকর করা, প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাদের খুব অপরিহার্য। ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোক্তাদের কিছু তরুণ স্থানীয় মানুষ যারা অগত্যা ই-সেবা বিতরণ নাগরিকদের ইচ্ছা পূরণ করার বিষয়ে সন্তোষজনক জ্ঞান রাখে না। তাদের একটি আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাহলে তারা দক্ষতার অধিক সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে.

A2I দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণ সেশনের মূল্যায়ন নিচের টেবিল থেকে উপস্থাপন করা হয়।

প্রশিক্ষণ সেশন এর উপর মূল্যায়ন	দৃঢ়ভাবে একমত	একমত	নিরপেক্ষ	অসম্মতি	দৃঢ়ভাবে অসম্মতি
প্রশিক্ষণ দিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট	৪১.৮%	৫১.৬%	৫.২%	১.৪%	০%
প্রশিক্ষণ পরিচালনার সঙ্গে সন্তুষ্ট	৩২.৬%	৫০.৪%	১২.৪%	৩.৮%	১.৮%
প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্রচার এবং নতুনত্ব ধারণা বিকাশ আমার কাজে উপযোগী হতে হবে	২৮.৪%	৫০.৪%	১৪.৬%	৪.৮%	১.৮%
প্রশিক্ষণের জন্য সময় বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল	১৭%	৩৮.৮%	২০.৬%	২০.৬%	৩%
প্রশিক্ষণ কক্ষ ও সুবিধা পর্যাপ্ত এবং আরামদায়ক ছিল	৩০.৬%	৪৯.৮%	১৩.৪%	৫%	১.২%

ছক: প্রশিক্ষণ সেশনের সাথে সম্পর্কিত গবেষণা অ্যাসেসমেন্ট

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৫১.৬% উদ্যোক্তারা একমত যে তারা পরিচালিত প্রশিক্ষণ নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, ৫০.৪% উদ্যোক্তারা একমত যে তারা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, ৫০.৪% উদ্যোক্তাদের একমত যে প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা তাদের কাজে উন্নীত করার জন্য উপযোগী হবে এবং নতুনত্ব ধারণা বিকাশ, ৩৮.৮% উদ্যোক্তারা একমত যে প্রশিক্ষণের জন্য সময় বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল, ৩৮.৮% উদ্যোক্তারা একমত যে প্রশিক্ষণ কক্ষ ও সুবিধা পর্যাপ্ত এবং আরামদায়ক ছিল।

সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ভাল মানের পরিচালিত প্রশিক্ষণের দ্বারা উদ্যোক্তারা সন্তুষ্ট হয়েছিল।

ভাল মানের সেবা প্রদানের জন্য আরও প্রশিক্ষণ এর জন্য প্রয়োজন:

সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, উদ্যোক্তাদের সবচেয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন একমত:

ভাল মানের সেবা প্রদানের জন্য আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৪৮৩	৯৬.৬%
না	১৭	৩.৪%

ছক ৬.২০: ভাল মানের সেবা প্রদানের জন্য আরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন

তরুণ উদ্যোক্তাদের এই A2I প্রশিক্ষণ প্রতিদিন ছিল যেহেতু নতুন ই-সেবা উন্নয়নশীল হয় এবং প্রযুক্তি দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে প্রশিক্ষণ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

৬.৫ সাধারণ সুবিধাভোগীর উপর জরিপ

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, আইনি পরিসেবা, অনলাইন জন্ম নিবন্ধন, বিদেশী শ্রমিক ও পেশাজীবীদের 'অনলাইন নিবন্ধন সেবা, এবং ইউটিলিটি পেমেন্ট সেবা বিভিন্ন ধরনের সংক্রান্ত সাধারণ জনগণের সেবা প্রদান. A2I প্রকল্পের কার্যক্রম এই ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে বিতরণ করা হয়েছে। সাধারণ সুবিধাভোগী প্রশ্নমালা জরিপ বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় কভার করতে পরিচালিত হয়েছে. পর্যবেক্ষণ দল তাদের পর্যবেক্ষণ কার্যকলাপের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিভাগের আট জেলায় সফর করেছেন. আমরা ডিজিটাল কেন্দ্রের ৪০০ সাধারণ সুবিধাভোগী মাপা হয়েছে এবং ৪০০ প্রতিক্রিয়া থেকে তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে:

জাতীয় ওয়েব পোর্টাল থেকে তথ্য সংগ্রহ

বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করার মূল্যায়ন নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়.

বাংলাদেশের জাতীয় ওয়েব পোর্টাল থেকে তথ্য সংগ্রহ	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৩০	৩২.৫%
না	২৭০	৬৭.৫%

তালিকা ৬.২১: জাতীয় ওয়েব পোর্টাল থেকে তথ্য সংগ্রহ

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে সাধারণত ৩২.৫% উত্তরদাতা তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে এবং ৬৭.৫% উত্তরদাতা তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে না।

বাংলাদেশের জাতীয় ওয়েব পোর্টাল নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের জন্য সব তথ্য এবং পরিষেবার একক উইন্ডো. উত্তরদাতা অর্ধেকের চেয়ে আরো বেশি জাতীয় ওয়েব পোর্টাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

সরকারি ফর্ম সংগ্রহ উৎস

সরকারী ফর্ম সংগ্রহের উৎস মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়.

সরকার ফর্ম সংগ্রহের উৎস	সংখ্যা	শতকরা
সরকারি অফিস	২৮৮	৭২%
ডিজিটাল সেন্টার	১১২	২৮%
মোট	৪০০	১০০%

তালিকা : বর্তমান ইন্টারনেট গতি সম্পর্কিত অধ্যয়ন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে সাধারণত ৭২% উত্তরদাতা সংগৃহীত ফর্ম সরকারি অফিস থেকে, ২৮% উত্তরদাতা ডিজিটাল কেন্দ্র থেকে সরকারি ফর্ম সংগ্রহ করে।

ফর্মস পোর্টাল একটি পোর্টাল যেখানে বাংলাদেশের নাগরিক, প্রয়োজনীয় ফর্ম ডাউনলোড করবে যখন তারা কোন সেবা গ্রহণ করার জন্য মনস্থ করতে সক্ষম হবে.গ্রামাঞ্চলে ডিজিটাল কেন্দ্রে ফর্ম ডাউনলোড একটি ভাল উৎস হবে

একটি সেবা প্রদান কেন্দ্র হিসেবে ডিজিটাল কেন্দ্র

ডিজিটাল কেন্দ্রে সেবা প্রাপ্তির জন্য জনপ্রিয়তা চিহ্নিত করে নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়.

সেবার জন্য কি ডিজিটাল কেন্দ্রে গিয়েছিলাম	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৬০	৪০%
না	২৪০	৬০%
মোট	৪০০	১০০%

তালিকা : নাগরিক প্রবণতা সম্পর্কিত অধ্যয়নের জন্য ডিজিটাল কেন্দ্রে সেবা

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে সাধারণত ৪০% উত্তরদাতা সেবা প্রাপ্তির জন্য ডিজিটাল কেন্দ্রে গিয়েছিল।

সার্ভিস ডেলিভারি সম্পর্কে সন্তুষ্টি

নাগরিকদের সেবা প্রদান সন্তুষ্টি সম্পর্কে চিহ্নিত করে নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়.

ডিজিটাল সেন্টারে সার্ভিস ডেলিভারিতে সন্তুষ্টি	সংখ্যা	শতকরা

হ্যাঁ	৩১৪	৭৮.৫%
না	৮৬	২১.৫%
মোট	৪০০	১০০%

তালিকা : সার্ভিস ডেলিভারি সম্পর্কিত গবেষণা সম্পর্কে সন্তুষ্টি

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৭৮.৫% উত্তরদাতা সেবা বিলি ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে সন্তুষ্ট এবং ২১.৫% উত্তরদাতা সেবা বিলি ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে সন্তুষ্ট না।

সাধারণত বিল প্রদান কেন্দ্র

সাধারণত নাগরিকদের বিল প্রদান কেন্দ্র চিহ্নিত করে নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়।

সাধারণত বিল পেমেন্ট পয়েন্ট	সংখ্যা	শতকরা
ডিজিটাল সেন্টার	৭২	১৮%
ব্যাংক	৩০৮	৭৭%
সরকারি অফিস	২০	৫%
মোট	৪০০	১০০%

তালিকা : সার্ভিস ডেলিভারি সম্পর্কিত গবেষণা সম্পর্কে সন্তুষ্টি

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ১৮% উত্তরদাতা বিল দেয় ডিজিটাল কেন্দ্রে এবং ৭৭% উত্তরদাতা বিল দেয় ব্যাংকে এবং ৫% উত্তরদাতা বিল দেয় সরকারি অফিসে।

মোবাইল এর ব্যবহার

মোবাইল এর সাধারণ রীতিনীতি নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়:

মোবাইল ব্যবহার	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৩৬০	৯০%
না	৪০	১০%
মোট	৪০০	১০০%

তালিকা: মোবাইল সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যবহার

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৯০% উত্তরদাতা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, এবং ১০% উত্তরদাতা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না।

মোবাইল অর্থ আদান প্রদান এর ব্যবহার

মোবাইল অর্থ লেনদেন ব্যবহারের পরিমাপ নিচের টেবিল থেকে উপস্থাপন করা হয়।

মোবাইল অর্থ লেনদেনের ব্যবহার	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৬০	৪০%
না	২৪০	৬০%
মোট	৪০০	১০০%

তালিকাঃমোবাইল অর্থ লেনদেন সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যবহার

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৪০% উত্তরদাতা মোবাইল অর্থ লেনদেনে ব্যবহার করে, এবং ৬০% উত্তরদাতা মোবাইল অর্থ লেনদেনে ব্যবহার না।

ইন্টারনেটে পণ্যের বিক্রি এবং ক্রয়

ইন্টারনেটে পণ্যের বিক্রি এবং ক্রয় মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়.

ইন্টারনেটে পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৭০	১৭.৫%
না	৩৩০	৮২.৫%
মোট	৪০০	১০০%

তালিকাঃইন্টারনেটে পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় সম্পর্কিত

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ১৭.৫% উত্তরদাতা পণ্য বিক্রি বা ক্রয় ইন্টারনেটে এবং ৮২.৫% উত্তরদাতা পণ্য বিক্রি বা ক্রয় ইন্টারনেটে করে না।

ই-সার্ভিস থেকে সুবিধা

ই-সেবা থেকে বেনিফিট পেতে মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়.

ই-সার্ভিস থেকে সুবিধা নেয়া	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৩২৮	৮২%
না	৭২	১৮%
মোট	৪০০	১০০%

তালিকা: ই-সার্ভিস থেকে সুবিধা সম্পর্কিত অধ্যয়ন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে উত্তরদাতা ৮২% ই-সেবা এবং ১৮% উত্তরদাতা থেকে ই-সেবা থেকে সুবিধা পাননি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ - নাগরিকদের উপলব্ধি

এগিয়ে যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্য পৌঁছানোর সম্পর্কে উপলব্ধি নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়.

বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে	সংখ্যা	শতকরা
--	--------	-------

হ্যাঁ	৪০০	১০০%
না	০	০%
মোট	৪০০	১০০%

ছক: ই-সেবা সম্পর্কিত গবেষণা থেকে বেনিফিট

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে উত্তরদাতা ১০০% একমত যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের জন্য.

কৃষি কল সেন্টার

নাগরিকের মধ্যে কৃষি কল সেন্টার থেকে কল তৈরীর জনপ্রিয়তা মূল্যায়ন করতে নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়.

কৃষি কল সেন্টার কল করুন	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৭৪	১৮.৫%
না	৩২৬	৮১.৫%
মোট	৪০০	১০০%

ছক : কৃষি কল সেন্টার সংশ্লিষ্ট অধ্যয়ন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে উত্তরদাতা এর ১৮.৫% কৃষি কল সেন্টার এবং ৮১.৫% উত্তরদাতা কৃষি কল সেন্টারে কল করে না.

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ উৎস

কৃষি সম্পর্কিত তথ্য, সার বিষয়ক তথ্য, গৃহপালিত প্রাণী স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ উৎস মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়.

সংগ্রহ সোর্স	কৃষি কর্মকর্তা	ডিজিটাল সেন্টার	প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
কৃষি সম্পর্কিত তথ্য	৯২%	৮%	X
সার বিষয়ক তথ্য	৯৫%	৫%	X
গৃহপালিত প্রাণী স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য	X	৫.৫%	৯৪.৫%

ছক : কৃষি ও প্রাণিসম্পদ তথ্য সংগ্রহ সোর্স

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৯২% কৃষি সম্পর্কিত তথ্য কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা ৯৫% সার বিষয়ক তথ্য মাধ্যমে সংগ্রহ করে, ৯৪.৫% গৃহপালিত প্রাণী স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

কৃষি পণ্যের সাধারণ বিক্রয় কেন্দ্র

কৃষি পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্র মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়.

কৃষি পণ্য বিক্রি বিন্দু	সংখ্যা	শতকরা
-------------------------	--------	-------

মোবাইল	২	০.৫%
ইন্টারনেট	১৬	৪%
হাট-বাজার	৩৮০	৯৫%
থার্ড পার্টি	২	০.৫%
মোট	৪০০	১০০%

ছক : কৃষি পণ্য সম্পর্কিত গবেষণায় সেলিং পয়েন্ট

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ০.৫% উত্তরদাতা কৃষি সংশ্লিষ্ট পণ্য বিক্রি মোবাইলে, ৪% উত্তরদাতা কৃষি সম্পর্কিত পণ্য বিক্রি ইন্টারনেটে, ৯৫% উত্তরদাতা কৃষি সম্পর্কিত পণ্য বিক্রি হাট বাজার, ০.৫% উত্তরদাতা তাদের কৃষি সংশ্লিষ্ট বিক্রি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে।

শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ বিন্দু

শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ বিন্দু মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়

শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ বিন্দু	সংখ্যা	শতকরা
ডিজিটাল সেন্টার	১৫০	৩৭.৫%
শিক্ষক	২৫০	৬২.৫%
মোট	৪০০	১০০%

ছক: শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ বিন্দু

উপরে টেবিল থেকে, আমরা দেখেছি যে ৩৭.৫% উত্তরদাতা, ডিজিটাল সেন্টার থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ৬২.৫% উত্তরদাতা শিক্ষক থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ

পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ

পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ বিন্দু	সংখ্যা	শতকরা
মোবাইল	১৫৪	৩৮.৫%
ডিজিটাল সেন্টার	১৮৮	৪৭%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৫৮	১৪.৫%
মোট	৪০০	১০০%

ছক : পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৩৮.৫% উত্তরদাতা মোবাইল থেকে পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করে, ৪৭% উত্তরদাতা ডিজিটাল কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করে, ১৪.৫% উত্তরদাতা শিক্ষাঙ্গণগুলোতে থেকে ডিজিটাল কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করে

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার

ইন্টারনেটে শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য ব্রাউজিং অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়

ইন্টারনেটে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য জন্য ব্রাউজিং অভিজ্ঞতা	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২১২	৫৩%
না	১৮৮	৪৭%
মোট	৪০০	১০০%

ছক : ইন্টারনেটে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য জন্য ব্রাউজিং অভিজ্ঞতা

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৫৩% উত্তরদাতা ইন্টারনেটে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ব্রাউজিং অভিজ্ঞতা আছে, ৪৭% উত্তরদাতা ইন্টারনেটে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ব্রাউজিং এর কোন অভিজ্ঞতা নেই।

ইন্টারনেট থেকে ই-বই হিসেবে পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড

ইন্টারনেট থেকে ই-বুক পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন হিসেবে নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়.

ইন্টারনেট থেকে ই-বই হিসেবে পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড অভিজ্ঞতা	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২৮	৭%
না	৩৭২	৯৩%
মোট	৪০০	১০০%

ছক : ইন্টারনেট থেকে ই-বই হিসেবে পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড অভিজ্ঞতা

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৭% উত্তরদাতা ইন্টারনেট থেকে ই-বই হিসেবে পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড করার অভিজ্ঞতা আছে, ৯৩% উত্তরদাতা ইন্টারনেট থেকে হিসেবে পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোডের কোন অভিজ্ঞতা নেই.

ভর্তির জন্য অনলাইন নিবন্ধন

অনলাইন নিবন্ধন মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়.

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপর ভর্তির জন্য অনলাইন নিবন্ধন	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৯৬	৪৯%
না	২০৪	৫১%
মোট	৪০০	১০০%

ছক: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপর ভর্তির জন্য অনলাইন নিবন্ধন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৪৯% উত্তরদাতা ভর্তির জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে শিক্ষাঙ্গণগুলোতে, ৫১% উত্তরদাতা ভর্তির জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়নি শিক্ষাঙ্গণগুলোতে।

টেলিমেডিসিন ব্যবহার

স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট টেলি-মেডিসিন ব্যবহার তথ্য ব্যবহারের মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়.

টেলিমেডিসিন ব্যবহার		
হ্যাঁ	৩০	৭.৫%
না	৩৭০	৯২.৫%
মোট	৪০০	১০০%

ছক : টেলি-মেডিসিন ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৭.৫% উত্তরদাতা স্বাস্থ্যসেবা টেলি-মেডিসিন ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য নিয়েছে, ৪৭% উত্তরদাতা স্বাস্থ্যসেবা টেলি-মেডিসিন ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য নেয়নি।

স্বাস্থ্যসেবায় এসএমএস সেবা

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এসএমএস সেবার ব্যবহার মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এসএমএস পেয়েছেন	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২৭৪	৬৮.৫%
না	১২৬	৩১.৫%
মোট	৪০০	১০০%

ছক : মোবাইলে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এসএমএস

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৬৮.৫% উত্তরদাতা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা মোবাইলে এসএমএস পেয়েছেন

বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবা সমর্থন প্রয়োজন

আরো ডিজিটাল সেবা সমর্থনের প্রয়োজন মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়.

	হ্যাঁ	না
কৃষিখাতে আরও ডিজিটাল সেবা সমর্থন প্রয়োজন	৯৪%	৬%
শিক্ষা খাতে আরও ডিজিটাল সেবা সমর্থন প্রয়োজন	৯২.৫%	৭.৫%
স্বাস্থ্য খাতে আরও ডিজিটাল সমর্থন প্রয়োজন	৯৮%	২%

ছক : ডিজিটাল সমর্থন সংশ্লিষ্ট অধ্যয়ন প্রয়োজন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৯৪% উত্তরদাতা কৃষিখাতে আরও ডিজিটাল সেবা সমর্থন প্রয়োজন, ৯২.৫% উত্তরদাতা শিক্ষা খাতে আরও ডিজিটাল সেবা সমর্থন প্রয়োজন, ৯৮% উত্তরদাতা স্বাস্থ্য খাতে আরও ডিজিটাল সমর্থন প্রয়োজন

তথ্য উপলব্ধি (A2I) প্রকল্প চিহ্নিত এবং শহুরে এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ডিজিটাল সেবা প্রয়োজনীয়তার সূচনা করতে সক্ষম হয়েছে.

উদ্ভাবন ক্লাবে / সার্কেল সদস্যের উপর জরিপ

A2I প্রকল্পের কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে বিতরণ করা হয় এবং উদ্ভাবনী দল / বৃত্ত সদস্যদের দ্বারা উদ্যোক্তাদের দ্বারা চালিত এবং পরিচালিত হয়. ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোক্তা প্রশ্নমালা জরিপ বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় কভার করতে পরিচালিত হয়েছে. পর্যবেক্ষণ দল তাদের পর্যবেক্ষণ কার্যকলাপের অংশ হিসেবে আট বিভিন্ন বিভাগের আট জেলায় সফর করেছেন. আমরা ওভার ৫০০ ডিজিটাল কেন্দ্র উদ্যোক্তা মাপা হয়েছে এবং ৫০০ প্রতিক্রিয়া থেকে তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে. আমরা প্রয়োজনীয়তার ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ফলাফল খুঁজে বের করতে ১০০ নতুনত্ব দল / সার্কেল সদস্যদের একটি অতিরিক্ত জরিপ চালায়:

প্রশিক্ষণ উপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণ:

প্রশিক্ষণ ধরনের উপর ভিত্তি করে উত্তরদাতা অংশগ্রহণ মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়.

প্রশিক্ষণ / কর্মশালা প্রকার	সংখ্যা	শতকরা
৫ দিনের ইনোভেশন দীক্ষা প্রশিক্ষণ	৯	৯%
৩ দিনের ইনোভেশন এক্সেকিউশন প্রশিক্ষণ	৬	৬%
সংলাপ কর্মশালা	৩২	৩২%
অন্যান্য	৫৩	৫৩%

ছক : মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৫ দিনের উদ্ভাবন উদ্যোগ প্রশিক্ষণে নতুনত্ব দলের ৯% সদস্য উপস্থিত ছিলেন, ৩ দিনের উদ্ভাবন কার্য সম্পাদন প্রশিক্ষণে ৬% নতুনত্ব দলের সদস্য উপস্থিত, সংলাপ কর্মশালায় অংশ নেয় ৩২% নতুনত্ব দলের সদস্য এবং অন্যান্য ধরনের A2I দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণে ৫৩% নতুনত্ব দলের সদস্য উপস্থিত ছিলেন.

প্রশিক্ষণ উপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণ:

প্রশিক্ষণ ধরনের উপর ভিত্তি করে উত্তরদাতা অংশগ্রহণ মূল্যায়ন করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়.

কার্যকলাপ টাইপ	সংখ্যা		শতকরা	
	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
ইনোভেশন ফোরাম	৩৫	৬৫	৩৫%	৬৫%
ইনোভেশন সার্কেল	৭৬	২৪	৭৬%	২৪%
ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা	৮৫	১৫	৮৫%	১৫%

ছক: মূল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা প্রশিক্ষণ

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে উদ্ভাবন ফোরামে অংশগ্রহণ করেন ৩৫% নতুনত্ব দলের সদস্য, উদ্ভাবন বৃত্তে অংশগ্রহণ করেন ৭৬% নতুনত্ব দলের সদস্য, ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় উপস্থিত ছিলেন ৩২% নতুনত্ব দলের সদস্য এবং অন্যান্য ধরনের a2i দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণে ২৮% নতুনত্ব দলের সদস্য উপস্থিত ছিলেন.

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

A2I দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণের মান মূল্যায়ন করতে নতুনত্ব দলের সদস্যের জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়.

অ্যাসেসমেন্ট নির্ণায়ক	দৃঢ়ভাবে একমত	একমত	নিরপেক্ষ	অসম্মতি	দৃঢ়ভাবে অসম্মতি
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়.	৭৪%	২৬%			
অংশগ্রহণ এবং মিথস্ক্রিয়া উৎসাহিত করা হয়েছিল.	৭৪%	২৬%			
বিষয়বস্তু বিষয় এবং অনুসরণ করা সহজ অনুযায়ী আয়োজন করা হয়	৬০%	৩২%	৮%		
প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্রচার এবং নতুনত্ব ধারণা বিকাশ দরকারী ছিল.	৮১%	১৭%	২%		
প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল.	৬৯%	৩১%			
প্রশিক্ষকের ভাল প্রস্তুত ছিল.	৫৮%	৪০%	২%		
প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়েছে.	৪৭%	৪৯%	২%	২%	
সময় প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল.	২১%	৩৮%	২৬%	১৩%	
প্রশিক্ষণ কক্ষ ও সুবিধা পর্যাপ্ত এবং আরামদায়ক ছিল	৩৮%	৪৫%	১৫%	২%	

ছক: মূল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা প্রশিক্ষণ

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৭৪% নতুনত্ব দলের সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত যে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, ৭৪% নতুনত্ব দলের সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত যে তাদের অংশগ্রহণ এবং মিথস্ক্রিয়া প্রশিক্ষণ সেশনে উৎসাহিত করা হয়েছিল, ৬০% নতুনত্ব দলের সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত যে প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু বিষয় এবং অনুসরণ করা সহজ অনুযায়ী আয়োজন করা হয়েছিল, ৮১% নতুনত্ব দলের সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত যে প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্রচার এবং নতুনত্ব ধারণা বিকাশ দরকারী ছিল, ৬৯% নতুনত্ব দলের সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত যে প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, ৫৮% নতুনত্ব দলের সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত যে প্রশিক্ষক ভালভাবে প্রস্তুত ছিলেন, ৪৯% নতুনত্ব দলের সদস্য একমত যে প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়েছে, ৩৮% নতুনত্ব দলের সদস্য একমত যে প্রশিক্ষণের জন্য সময় বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল, ৪৫% নতুনত্ব দলের সদস্য একমত যে প্রশিক্ষণ কক্ষ ও সুবিধা পর্যাপ্ত এবং আরামদায়ক ছিল।

ইনোভেশন টিম এর একজন সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ

অ্যাসেসমেন্ট নির্ণায়ক	দৃঢ়ভাবে একমত	একমত	নিরপেক্ষ	অসম্মতি	দৃঢ়ভাবে অসম্মতি
A2I থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর কাজ উপর একটি পৃথক যেমন উন্নয়ন.	৬৮%	৩২%			
নতুনত্ব দলের ওপর বিশ্বাস কাজের পরিবেশ	৭০%	২০%	৮%	২%	

পরিবর্তন নির্ধারিত.					
দক্ষতা স্থানান্তর করতে সক্ষম এবং জ্ঞান অন্যান্য সহকর্মীদের শিখেছি.	৬০%	৩৬%	২%	২%	
যথেষ্ট আগ্রহী ভবিষ্যতে আরও নতুনত্ব সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে.	৭৭%	১৭%	৬%		

ছক : দলের সদস্য সম্পর্কিত গবেষণা সক্রিয় অংশগ্রহণ

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে A2I থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর ৬৮% নতুনত্ব দলের সদস্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যে কাজ নতুনত্ব দলের সদস্য পৃথক অংশগ্রহণ বিকশিত করতে সক্ষম একমত, ৭০% নতুনত্ব দলের সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত যে নতুনত্ব দল কাজের পরিবেশ পরিবর্তন করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ., ৬০% নতুনত্ব দলের সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত যে নতুনত্ব দলের সদস্য দক্ষতা স্থানান্তর করতে সক্ষম হয় এবং জ্ঞান অন্যান্য সহকর্মীদের শিখেছি, ৭৭% নতুনত্ব দলের সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত যে তারা ভবিষ্যতে আরও নতুনত্ব সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহী.

কাজ অনুশীলনকারীদের সাংগঠনিক উদ্ভাবন সম্পর্কিত অ্যাসেসমেন্ট

অনুশীলন বিবেচনা করে সাংগঠনিক নতুনত্ব সম্পর্কিত কাজ নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়

অ্যাসেসমেন্ট নির্ণায়ক	দৃঢ়ভাবে একমত	একমত	নিরপেক্ষ	অসম্মতি	দৃঢ়ভাবে অসম্মতি
ইনোভেশন কাজ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে	৩২%	৪১%	২৩%	৪%	
সিনিয়র সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রাপ্ত একটি নতুনত্ব দলের সদস্য হিসেবে চ্যালেঞ্জ দেখা করতে.	২৫%	৪৫%	২৫%	৫%	
অসফল উদ্যোগ তাদের কাছ থেকে শিখতে পর্যালোচনা	২৪%	৪৯%	২২%	৪%	
সেবা গ্রহীতা থেকে প্রতিক্রিয়ার উপর কাজ	৩৬%	৪৯%	১৩%	২%	
নতুনত্ব দলের সকল দলের সদস্যদের সুসংগঠিত হয়	২৬%	৪৫%	২৫%	৪%	
ভারতের সাধারণ আইসিটি ভিত্তিক কর্ম গ্রহণ করার জন্য অফিস কর্মপরিবেশ পরিবর্তন	২৬%	৫৭%	১৭%		

ছক : সাংগঠনিক নতুনত্ব সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন সম্পর্কিত অধ্যয়ন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৪১% নতুনত্ব দলের সদস্য একমত যে নতুনত্ব কাজে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে, ৪৫% নতুনত্ব দলের সদস্য একমত যে একটি নতুনত্ব দলের সদস্য হিসেবে চ্যালেঞ্জ দেখা করতে সিনিয়র সহকর্মীদের থেকে সাহায্য পেতে, ৪৯% নতুনত্ব দল একমত তারা অসফল উদ্যোগ পর্যালোচনা করি শিখতে তাদের কাছ থেকে, ৪৯% নতুনত্ব দলের সদস্য একমত যে তারা সেবা গ্রহীতা থেকে প্রতিক্রিয়ার উপর কাজ করে, ৪৫% নতুনত্ব দলের সদস্য একমত যে তারা ভাল সংগঠিত হয়, আইসিটি ভিত্তিক কর্ম কারণে পরিবর্তিত ৫৭% নতুনত্ব দলের সদস্য একমত যে তাদের অফিসে কর্মপরিবেশ সাধারণভাবে গ্রহণ.

একজন উদ্ভাবন অফিসার হিসেবে সন্তুষ্টির মাত্রা

নতুনত্ব দলের সদস্য সম্পর্কিত মূল্যায়ন সন্তুষ্টি স্তর পরিমাপ করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়।

অ্যাসেসমেন্ট নির্ণায়ক	খুব সন্তুষ্ট	কিছু সন্তুষ্ট	নিরপেক্ষ
নতুনত্ব দলের সদস্য হিসেবে উপভোগ ভূমিকা	৭৪%	২০%	৬%
নতুনত্ব দলের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় সঞ্চে সন্তুষ্ট	৪৬%	৩৪%	১৮%

ছক: সন্তুষ্টির মাত্রা সম্পর্কিত অধ্যয়ন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে ৭৪% নতুনত্ব দলের সদস্য খুব নতুনত্ব দলের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে উৎফুল্ল রয়েছে, ৪৬% নতুনত্ব দলের সদস্য খুব নতুনত্ব দলের মধ্যে সমন্বয় সঞ্চে সন্তুষ্ট

সকল নতুনকর্মকর্তা খুব সন্তুষ্ট

যোগাযোগ ও সচেতনতা বিন্দিং

নতুনত্ব দলের সদস্য সম্পর্কিত মূল্যায়ন সন্তুষ্টি স্তর পরিমাপ করার জন্য নিচের টেবিল উপস্থাপন করা হয়।

অ্যাসেসমেন্ট নির্ণায়ক	সাপ্তাহিক	মাসিক	অর্ধ বার্ষিক	না
পোস্ট ধারণা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় চিন্তার দৃঢ়তা	৩২	৪০	১১	১৭

ছক: সন্তুষ্টির মাত্রা সম্পর্কিত অধ্যয়ন

উপরে টেবিল থেকে, আমরা পাই যে সামাজিক মিডিয়া সাপ্তাহে ৩২% নতুনত্ব দলের সদস্যদের ধারণা ও চিন্তা প্রতিবেদন, মাসিক সোশ্যাল মিডিয়ায় ৪০% নতুনত্ব দলের সদস্যদের ধারণা ও চিন্তা প্রতিবেদন,, সামাজিক মিডিয়া অর্ধেক বাৎসরিক এর উপর ১১% নতুনত্ব দলের সদস্যদের ধারণা ও চিন্তা প্রতিবেদন, কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় ১৭% নতুনত্ব দলের সদস্যদের ধারণা ও চিন্তা প্রতিবেদন।

তথ্য (A2I) প্রকল্প অ্যাক্সেস সরকারী সেবা পৌছে দেওয়ার মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্বচ্ছ সিস্টেমের জন্য নতুনত্ব উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে

৬.৭ প্রশিক্ষণ (ইতিমধ্যে সম্পন্ন) তালিকা

	বিষয়	প্রশিক্ষণ স্থান	সুবিধাভোগী	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারির সংখ্যা(প্রকৃত)	ব্যাপ্তিকাল	মোট ব্যয় লক্ষ
১	eGL এবং LICT নেতৃত্ব প্রোগ্রাম	BCC	সরকারী কর্মকর্তারা	১৭	৩৯১	৫দিন	৯০.৩২
২	ওয়েব পোর্টাল জন্য Refreshers প্রশিক্ষণ	সকল জেলায়	সরকারী কর্মকর্তারা	১২৮	২৫৬০	২দিন	৩২৮.২৬
৩	সেবা প্রদানকারী জন্য প্রশিক্ষণ	সব বিভাগ	সরকারী কর্মকর্তারা	১৫	৩৭৫	১দিন	৩৬.২০
৪	জেলা/উপজেলা তে এস পি	সব জেলা	সরকারী কর্মকর্তারা, ইউডিসি উদ্যোক্তারা	৫২৪	১৬৯৯৫	৩দিন	১৭০৯.০৪
৫	ই-ফাইল ও ই-কোর্টে এর উপর প্রশিক্ষণ	মন্ত্রণালয় ও জেলা	সরকারী কর্মকর্তারা	১০২	২৬৬০	২দিন	২৮০.৫০
৬	এমএমসি তে প্রশিক্ষণ	সকল TTCs	শিক্ষক	৪৭	১৪১০	৩দিন	৯৯.৬২

তথ্য:

তালিকা থেকে দেখা যায় যে A2I এবং নিয়মিত বিরতি উপর একটি পাশাপাশি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ UDC উদ্যোক্তাদের এবং শিক্ষকদের প্রদান অব্যাহত রেখেছে। প্রশিক্ষণ প্রধান ব্যয় SPS, ই-সার্ভিস ৫২৪ ব্যাচে ১৬৯৯৫ অংশগ্রহণকারীদের জন্য ১৭০৯,০৪ লক্ষ টাকা থেকে জেলা / উপজেলার / UDC পরিমাণ বাস্তবায়নের জন্য ছিল।

৬.৮ ওয়ার্কশপের তালিকা (ইতিমধ্যে সম্পন্ন)

	বিষয়	প্রশিক্ষণ স্থান	সুবিধাভোগী	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারি র সংখ্যা (প্রকৃত)	ব্যাপ্তিকাল	মোট ব্যয়
১	পাবলিক সার্ভিস (সেক্টর ভিত্তিক নতুনত্ব জনসেবার নতুনত্ব (সেক্টর ভিত্তিক)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়	সরকারি কর্মকর্তারা	৭৫	২২১৬	৫দিন	১৯৫.১৮
২	নতুনত্ব প্রকল্প নকশা কর্মশালা	মিলনায়তন	সরকারি কর্মকর্তারা	২৬	৬১৯	৩দিন	৮২.৮১
৩	উদ্যোক্তাদের সম্মেলন	ঢাকা	সব উদ্যোক্তারা	৩	১৯৩৫০	১দিন	৮২৭.৩৯

তথ্য:

তালিকা থেকে দেখা যায় যে ২০১৪ সালে ১১ নভেম্বর, প্রধানমন্ত্রী এবং তার আইসিটি উপদেষ্টা UDC এবং অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য এটি একটি উদ্যোক্তা সম্মেলন উদ্বোধন করেছেন. একদিন কর্মশালার একা খরচের ৮২৭ কোটি টাকা.

TPP মতে, ২৩২৮,৫৩ লক্ষ টাকা প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ ছিল এবং ৩৭২,৫০ কোটি টাকা অর্থদণ্ডে কর্মশালা, সেমিনার ও সভা জন্য বরাদ্দ ছিল. এটা বেশ স্পষ্ট যে তহবিল সরকার কর্মকর্তা, UDC উদ্যোক্তাদের এবং শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য কাজে লাগানো হয়েছিল.

সপ্তম অধ্যায়

A2I প্রকল্প ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

৭.১ জাতি গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

৬ষ্ঠ পরিকল্পনাটি প্রযুক্তিকেন্দ্রিক বৈশ্বিক ভূচিত্রের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোটি পুনর্গঠনের কথা বিবেচনা করে। আরো ভালোভাবে বলতে গেলে, ৬ষ্ঠ পরিকল্পনাটি শিক্ষার মানোন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদানকে আরো বৃদ্ধি করাতে চায় এবং শহরে ও গ্রাম্য উভয় পরিবেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দক্ষতা বাড়াতে চায়। প্রেক্ষাপট পরিকল্পনাটি ২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কে বাধ্যতামূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তুলতে নির্দেশ দেয় এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার ল্যাব নির্মাণের কথা বলে। যেখানে প্রথম পরিকল্পনাটি সফল হয়েছে, পরবর্তীটির ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি ইতোমধ্যে অর্জন করা গিয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মানবসম্পদ উন্নয়ন উপাদান সমূহ চারটি ভাগে বিভক্তঃ ক) ই-শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করা, যেমন, এক স্কুল, এক কম্পিউটার ল্যাব, ই-শিক্ষা সরঞ্জাম সহ আধুনিক শ্রেণীকক্ষ; খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা; গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা; এবং, ঘ) যুবদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারিগরি প্রশিক্ষণ।

৭.২ ই-শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণঃ

দুইটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত লক্ষ্যের কথা বিবেচনা করে একটি মডেল বাস্তবায়িত হচ্ছেঃ

ক) একটি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ; ও

খ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে করে তারা শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের জন্য ডিজিটাল উপাদান তৈরি করতে পারেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়(এমওই) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়(এমওপিএমই) A2I এর থেকে প্রযুক্তিগত সাহায্য নিয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ(এমএমসি) ও শিক্ষক পরিচালিত ডিজিটাল উপাদান তৈরি এই দুইটি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে যথাক্রমে ২০,৫০০ ও ৭,০০০ এম এম সি নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে এমওই এবং এমওপিএমই এর অধিনে দুইটি ভিন্ন প্রকল্প ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল(বিসিসি) তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা বর্ধিত করার লক্ষ্যে ৩,৫৪৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রা বাড়ানোর জন্য ইন্টারনেট সেবা ফ্রি করে দেয়া হয়েছে। ৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক(বিআরইএন) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আন্তে আন্তে সব বিশ্ববিদ্যালয় কে এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। বিআরইএন ট্রান্স ইউরোশিয়ান ইনফরমেশন নেটওয়ার্কটি(টিইআইএন-৩) এর সাথে সম্পর্কিত। A2I প্রকল্পটির এই সব কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাঃ

৩২৫ টি পাঠ্যবই কে ই-বই এ রূপান্তরের পাশাপাশি ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোর্স চালু করা হয়েছে। A2I প্রকল্পের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বৈদ্যুতিক শিক্ষা প্রকল্প (ই-শিক্ষা) এবং মুক্তপথ চালু করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষায়গুলোয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান যাচাই করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তবে সুশাসন ও সঠিকভাবে সেবা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্বের জন্য প্রশ্রপত্রের গভীরতা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অনলাইন নিবন্ধন,

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিছু ও কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রবেশন ফি প্রদান ও ফলাফল প্রকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অর্জন সাধিত হয়েছে।

এই ক্ষেত্রেটিতে বাংলাদেশ বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। A2Iএর কারিগরি সহযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প ২০,০০০ টি মাল্টিমিডিয়া(এম এম সিস) প্রতিষ্ঠা করেছে যার মধ্যে ১৩,৭০০ টি স্কুল, ৫,২০০ টি মাদ্রাসা এবং ১,৬০০ টি কলেজ রয়েছে। প্রত্যেকটি এমএমসি তে কমপক্ষে একটি ইন্টারনেট সংযোগ, একটি ল্যাপটপ এবং একটি মাল্টিমিডিয়া রয়েছে। বেসিক আইসিটি স্কিলস ট্রান্সফার উপ-টু-উপাজিলা-লেভেল ১৯২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে। ইহা মূল প্রশিক্ষক হিসেবে ৭,৮৯০ জন শিক্ষককে ও সাথে ১১২,১৮৯ জন ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তার সাথে, ১২,৫০০ শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া উপকরণ বানানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই শিক্ষকগণ মাল্টিমিডিয়া উপকরণ তৈরি করে তা <https://www.teachers.gov.bd/> এই ঠিকানায় বিতরণ করছেন, যা ই-শিক্ষার জন্য সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ভান্ডার হিসেবে কাজ করছে। শিক্ষকদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। A2Iএর সরাসরি তত্তাবধানে ডিজিটাল বিশ্ব(আন্তর্জাতিক), ডিজিটাল উদ্ভাবন মেলা (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের), শিক্ষা প্রধানদের সম্মেলন(আন্তর্জাতিক), এবং শিক্ষক সম্মেলন(জাতীয়) প্রভৃতির আয়োজন করা হচ্ছে।

বৃত্তিমূলক আইসিটি প্রশিক্ষণঃ

পরিশেষে, আইসিটি সম্পর্কিত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে আর বেগবান করতে ৬৪টি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে ৪টি এমএমসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়(বাউবি) এর অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য ই-শিক্ষা বা অনলাইন প্রোগ্রাম আয়োজনের একটি উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিংও A2Iএর কারিগরি সহায়তায় প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য ই-শিক্ষা কোর্স চালু করেছে।

৭.৩ ডিজিটাল সরকারব্যবস্থা- সামনে এগিয়ে যাবার পথ

প্রেম্কাপট পরিকল্পনাটি ধারণা করে যে ই-শাসন যে উপায়ে নাগরিকরা সরকার ও তাদের নিজেদের মধ্যে আচরণ করে তা নিয়ন্ত্রণ করবে, নাগরিকদের সরকারের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যম গড়ে দিবে, সরকারী কৌশল ও পরিকল্পনা নির্মাণে অংশ নিতে সাহায্য করবে, এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে সাহায্য করবে। এটি আরো বলে যে, আইসিটি এর মাধ্যমে সরকারের কার্যপ্রণালী পুনর্গঠনের দ্বারা সরকারী ও আধা সরকারী অফিসগুলোর কাজের হার বেড়ে যাবে।

ডিজিটাল সরকার বিভাগে দুইটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত উপাদানের অধিনে ২৩টি টার্গেট রয়েছেঃ ক) ই-প্রশাসন, যেমন, সরকারী সংস্থাগুলোর ব্যবসা প্রক্রিয়া পুনর্গঠন করা; খ) ই-নাগরিক সেবা, যেমন, সেবা নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছেদিতে A2Iএর মাধ্যমে বিদ্যমান সেবা প্রদান পদ্ধতিকে ই-সেবা প্রদান পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা। পাশাপাশি, পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনাটি তিনটি উপাদানের অধিনে উন্নত জনসেবা প্রদানের জন্য ১৪ টি টার্গেট চিহ্নিত করেছেঃ ক) একটি সর্বব্যাপী তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; খ) সাম্যের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং গ) কৌশল প্রকরণ ও ফলপ্রসূ প্রতিক্রিয়া জন্য তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে ‘ই-অংশগ্রহণ’ চালু।

বাংলাদেশ ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে, যদিও UNDESA দ্বারা প্রস্তুতকৃত, সাম্প্রতিক ই-সরকার উন্নয়ন ইনডেক্স(ই-জিডিআই) র‍্যাঙ্কিং, দেশটিকে ১৪৮ এর নিচে অবস্থান দিয়েছে। ২০১২ সালে, ১৫০ এর নিচে র‍্যাংকিং হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশ তার জনগোষ্ঠীর কাছে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচেষ্টা ও অবদান রাখার জন্য আমেরিকা, চীন, ভারত, জাপান এবং অন্যান্য বৃহৎ অর্থনৈতিক

দেশ (১০০ মিলিয়নের উপরে জনসংখ্যা সম্বলিত দেশ) এর পাশে নিজেদের জায়গা করে নেয়। এছাড়া, আইটিইউ এর আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স(আইডিআই) বাংলাদেশকে অস্ট্রেলিয়া ও মজৌলিয়া এর সাথে তিনটি সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশের মধ্যে একটি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

ই- প্রশাসনঃ

A2I কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সকল তথ্য ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ও মোবাইল ফোনে বাংলায় গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউনিকোড ব্যবহার করে সকল গেজেট ও বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে। মন্ত্রী বিভাগের আনুকূল্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পটি বাংলাদেশের জাতীয় পোর্টাল www.bangladesh.gov.bd এর নকশা, নির্মাণ, ও বাস্তবায়ন করে, যা আরটিআই আইন, ২০৯ এ উল্লেখকৃত একটি বিধান এর বাস্তবরূপ। A2I দ্বারা নির্মিত জাতীয় পোর্টালটি প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর(ইউনিয়ন) থেকে সর্বোচ্চ স্তর(মন্ত্রণালয়) এর অফিসগুলোর ২৫,০০০ ওয়েবসাইটে সহজে যাওয়ার একটি প্রবেশপথ।

এই পোর্টালটি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন ও মানবাধিকার, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পর্যটন ও ইতিহাস, প্রাকৃতিক ও পুরাতাত্ত্বিক স্থানসমূহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, জন প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মুক্তিযোদ্ধার তালিকা, সরকারী বিজ্ঞপ্তি/প্রজ্ঞাপন, সরকারী চাকরীতে আবেদন ও সরকারী সেবা গ্রহণের উপায়, সরকারী ফর্ম, নাগরিক সনদ, কর্মকর্তাদের তালিকা, ডিজিটাল গার্ড ফাইল, ই-নির্দেশক, জেলা পর্যায়ের ও অন্যান্য ই-সেবা, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের খবরাখবর ও অন্যান্য জনস্বার্থ মূলক তথ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তথ্য ধারণ করে। A2I এর ইউনিয়ন ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার(ইউআসিএসসি) এর উদ্যোগতা থেকে শুরু করে প্রায় ৫০,০০০ দক্ষ সরকারী কর্মকর্তাগণ এই জাতীয় পোর্টালটিতে প্রতিদিন তথ্য হালনাগাদ ও সাজানোর কাজ করছেন। তথ্যগুলো A2I এর কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রীপরিষদ থেকে কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

অনলাইন তথ্য আদানপ্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করার জন্য A2I ২০১১ সালে ৬৪ টি জেলা ব্যাপি জেলা ই-সেবা কেন্দ্র নির্মাণের কাজ তত্ত্বাবধান করে। যখন কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাবে, ইউআইএসসি এর মাধ্যমে নাগরিকগণ জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে কম খরচে ও অতি কম সময়ে মাত্র কয়েকটি ভ্রমণের মাধ্যমে খতিয়ান সংগ্রহ করতে পারবে। A2I এর মাধ্যমে জাতীয় ই-সেবা পদ্ধতির নির্মাণ এর মধ্যে শুরু হয়েছে। এই পদ্ধতির অধিনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে ৫৬২ টি সেবার প্রদান তার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পরিচালক ও অন্যান্য বিভাগের সাথে সরাসরি যুক্ত হবে। ২০১৫ এর মধ্যে ১৬,০০০ সরকারী কার্যালয়ে এনইএসএস চালু করার কাজ চলছে। একবার পদ্ধতিটি চালু হয়ে গেলে, ২০১৫ সালের মধ্যে সকল প্রশাসনিক কাজে ই-প্রশাসন চালু করার যে বৃহৎ পরিকল্পনা প্রেক্ষাপট পরিকল্পনার নিয়েছিল, ইহা তার একটি অর্জন হিসেবে প্রমানিত হবে।

এনইএসএস এর বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

- মোবাইল, ইন্টারনেট, ইউডিসি, উপজেলা কেন্দ্র প্রভৃতি মাধ্যমে পেশকৃত যে কোন প্রকার আবেদনকে সেবা প্রদান করা
 - এপ্লিকেশনের অনুসরণ অগ্রগতি সমর্থ করার জন্য অনুসন্ধান সেবা দান করা।
 - অভিযোগ ও যে কোন প্রকার প্রতিবিধান নথিভুক্ত করা
 - এসএমএস এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন গ্রহণ করা ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিস্তারিত মতামত গ্রহণ করা।
 - সেবা প্রদান সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, উন্নয়নে মতামত ও উপদেশ প্রভৃতি প্রদানে নাগরিকদের সমর্থ করা এবং একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমদের মধ্য দিয়ে অনুভূতি ব্যক্ত করতে সমর্থ করা।
- এনইএসএস সেবা প্রদান সংস্থাসমূহের জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ চালু করবেঃ

- ফাইল প্রক্রিয়া আরো সহজতর করতে ই-পূরণ চালু করা (উদাহরণ, ফাইল পেশ করা, ফাইল পাঠনো, ফাইল দেখা) এবং ইহা লক্ষণীয় যে ফাইল ও দলিল ব্যবস্থাপনায় আইসিটি এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২০০৮ এর সচিবালয় নির্দেশনাটি সংশোধন করা হয়েছে;
- ফাইল ও সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে কোন সময় যে কোন তথ্য নিরীক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিবন্ধন পরিচালনা করা যাতে করে প্রতিদিনের কাজ বা অগ্রগতি নিজে থেকেই জমা হয়ে থাকে
- দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি ড্যাসবোর্ড থেকে সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার কাজ পর্যালোচনা করা, এবং;
- অধিবেশন, কর্মকাণ্ড ইত্যাদির জন্য স্বয়ংক্রিয় ভাবে কার্যক্রম ই-যোগাযোগ মাধ্যম যেমন এসএমএস, ই মেইল প্রভৃতি নির্ধারণ করে দেয়া।

“জাতীয় আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট, ফেস টু” বা “ইনফো-সরকার” প্রকল্পটি দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৭টি উপজেলার সকল সরকারী অফিসে ফাইবার অপটিক সংযোগ দেয়ার জন্য বিসিসি এর দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের জন্য সকল উপজেলা অফিসকে ব্রডব্যান্ড ও ওআই-ফাই সংযোগ এবং সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অধিনে আনা হবে। “বাংলাগভনেট” এর অধিনে নির্মিত আইসিটি নেটওয়ার্ক সুবিধা ইনফো-সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সরকারী অফিস সমূহে পৌঁছে দেয়া হবে। একটি জালের একীভূত মত সমাজ গড়তে ইহা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। A2I প্রকল্পটি ইউডিসি এর সাথে একাত্ম হয়ে এই উপজেলা পর্যায়ে এই কর্মকাণ্ড আরো ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে।

মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বেগবান করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রীপরিষদ, বিভাগীয় প্রশাসকের কার্যালয়, ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এতে করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিকদের সাথে মিটিং ও সেমিনার করা সম্ভব হচ্ছে। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ দেশের ৬৪টি জেলা প্রশাসক অফিস ও ৭টি বিভাগীয় প্রশাসকের অফিসে ভিডিও কনফারেন্স ব্যবস্থা চালু করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইনফো-সরকার প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, ও উপজেলা অফিস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ৮০০টির উপরে ভিডিও কনফারেন্স ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে।

জাতীয় তথ্য কেন্দ্র বিসিসি তে সচল রয়েছে। ইহা সরকারী ওয়েবসাইট গুলোর তথ্য, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য, এবং ই-সেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। A2I প্রকল্পের সহায়তায় এই কেন্দ্রটি একই সাথে ২০০ টি ওয়েবসাইট ও ৭০ টি মেইল হোস্টিং সেবা প্রদানকারীদের সাহায্য দিচ্ছে। উপরন্তু, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে জেলা পর্যায়ের ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসকে WAN/LAN ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে LAN/VPN দ্বারা সংযোজিত করা হয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড বাজেট এন্ড একাউন্টিং সিস্টেম(আইবাস) এর মাধ্যমে বাজেট তৈরি, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য আদান প্রদান করা হয়েছে। অর্থ বিভাগে দ্বিতীয়টির প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে করে বাজেট তৈরি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরো গতিশীল হয় এবং যাতে করে সম্পদ সচলকরণ ও এর বণ্টন প্রক্রিয়া আরো সঠিক হয়। ৪৯টি প্রধান হিসাবরক্ষক অফিসার(সিএও), জেলা হিসাবরক্ষা অফিস(ডিএও) এবং ৩৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সকলকে, ৪০০ টি উপজেলার সাথে এই আইবাস এর আওতায় আনা হয়। ইহা অর্থ ও বিল বণ্টন প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি বাড়ানোর সুযোগ বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

ই-প্রশাসনের শেষ টার্গেটের অধিনে A2I প্রকল্পের একটি উদ্ভাবনী দল বানানোর পেছনে যুক্তি হল সরকারী ব্যবস্থাপনায় একটি বিস্তৃত উদ্ভাবনী সংস্কৃতি চালু করা। বাংলাদেশের সরকার ২০১৩ এর উদ্ভাবনী দল গেজেটের মাধ্যমে সকল সরকারী অফিসে উদ্ভাবনী দল নিযুক্ত করেছে। দলের প্রধান হিসেবে ই-গভেরনেন্স/আইসিটি ফোকাল পয়েন্টের যায়গায় চিফ ইনোভেশন অফিসার(সিআইও) বা প্রধান উদ্ভাবনী অফিসার নিয়োগপ্রাপ্ত

হয়েছে। ইহা A2I প্রকল্পের সহায়তায় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে হাজারেরও উপরে উদ্ভাবনী দলের ৬,০০০ উদ্ভাবনী সদস্য রয়েছে।

২০১৩ এর মার্চ মাসে, A2I প্রকল্পটি সেবা উদ্ভাবন তহবিল (এসআইএফ) চালু করেছে যাতে করে সিআইও এবং উদ্ভাবনী দলগুলো সময়, ব্যয়, ভ্রমণের সংখ্যা প্রভৃতির হিসাবনিকাশ নিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে। আশা করা হয় যে, ২০১৬ এর মধ্যে এসআইএফ ৮০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করবে। ২০১০ সালে চালু হওয়া, পুরস্কৃত উদ্ভাবন সমূহের প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ, ন্যায্য গ্রাহকদের কাছে দ্রুত সেবা পৌঁছে দিতে সরকারী কর্মকর্তাদের সততা ও স্বচ্ছতা সাথে কাজ করে যাবার জন্য প্রধান উৎসাহ হিসেবে কাজ করবে। জাতীয় সংহতি কৌশল দ্বিতীয়টির জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে একটি ‘নৈতিক কমিটি’ গঠনের কথা বলে।

ই- নাগরিক সেবাঃ

নাগরিকের প্রয়োজনে সরকারী সেবা প্রদান প্রক্রিয়াটি ইহাকে আরো স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে গড়ে তোলার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে A2I প্রকল্পের ই-সেবা পদ্ধতি চালু করার পর সেবা শাখায় ৩০ ভাগের মত দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। ২০১৪ এর সেপ্টেম্বর মাসে, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ A2I এর সহায়তায় বাংলাদেশ সোশ্যাল গুড সামিট ২০১৪ তে “সার্ভিস পোর্টাল” ও “ফর্মস পোর্টাল” চালু করে। সেবা সমূহ, গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে, “সেবাকুঞ্জে” চিহ্নিত ও জমাকৃত হয়েছিল যাতে করে জনসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সময়, ব্যয় ও ভ্রমণ কমে যায় (www.services.portal.gov.bd)। আশা করা হয় যে এই উদ্যোগটি জন কল্যাণ দপ্তরগুলোতে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। “সেবাকুঞ্জ” এর সাথে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পরিচালনা পরিষদ এবং কর্পোরেশনের সংযোগ সাধন করা হয়েছে- ৩৬টি পরিচালকের দপ্তর/ কার্যালয়ের ৪০০ টির মত সেবা একটি মাত্র যায়গায় একীভূত করা হয়েছে। অন্যদিক দিয়ে, “ফর্মস পোর্টাল” (www.forms.gov.bd) এর মাধ্যমে যদি কখনো কথাও আবেদন করার প্রয়োজন হয় তবে নাগরিকগণ সে সবার ফর্ম নামিয়ে নিতে পারবে।

২০০৯ সাল থেকে, ৩২ টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪০০টি কলেজ এবং সকল মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি আবেদন এসএমএস এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। সকল সরকারী পরীক্ষার ফলাফলও মোবাইল ফোন বার্তার মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৩ সালে ৩৮.২ মিলিয়ন ফলাফল এসএমএস এর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষার খাতা পুনর্বিবেচনার জন্যও এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি প্রভৃতির বিল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রদান করা যাচ্ছে। ২০১০ এর অক্টোবর থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ওয়াসা বিল প্রদান করা যাচ্ছে।

আদালতের মামলার সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য নতুন কৌশল নির্মাণ করা হচ্ছে। ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধ্যমে মামলার দিন ও ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাওয়া যাবে। ১৩টি জেলার ১৩ টি আদালতের প্রাত্যহিক পরিকল্পনা একটি ডিজিটাল প্রদর্শনী বোর্ডে সবার দেখার সুবিধার্থে উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে। A2I প্রকল্পের সহায়তায় সকল অধিনস্ত/নিম্ন আদালতকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাথে একটি ওয়েব নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ, মামলা অনুসরণ করা এবং তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন হয়।

অনলাইনে আয়কর প্রত্যর্পণ পেশ, ভ্যাট ও আয়কর প্রদান প্রভৃতির পাশাপাশি দ্যা বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট (বিওআই) বিদেশীদের জন্য অনলাইন নিবন্ধন ও কাজের ছাড়পত্র প্রদানে সম্মতি দিয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইন আয়কর প্রদান প্রক্রিয়া চালু করেছে। অনলাইন আয়কর হিসাবনিকাশ চালু

হয়েছে। তা সত্ত্বেও, সকল উপযুক্ত কর প্রদানকারীদের নিয়ে একটি বিস্তৃত ডাটাবেস বানানোর জন্য জাতীয় পরিচয় পত্রের আরো ফলপ্রসূ ব্যবসারের সুযোগ রয়েছে। গাড়ি নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকা শুল্ক বিভাগে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করার ফলে আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় আর স্বচ্ছতা ও গতি এসেছে। জেলার নিবন্ধন অফিস ও উপজেলার উপ-নিবন্ধন অফিসকে সাথে নিয়ে, **A2I** প্রকল্পের ডোমেইন বিশেষজ্ঞ, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, এবং নিবন্ধন বিভাগ দলিল নিবন্ধনে সময়, ব্যয় ও ভ্রমণ কমাতে কাজ করছে। এই জন্য ঢাকা, কুমিল্লা, ও যশোরের ৩টি জেলা দলিল কক্ষে “ডিড রেজিস্ট্রেশন ডিজিটাইজেশন” প্রকল্প চালু হয়েছে- সাথে আছে আর ৫ টি উপ-নিবন্ধন অফিস।

পরিবর্তন খতিয়ানের কে অন্তর্ভুক্ত করে করা সর্বশেষ জরিপের(আরএস/এসএ/সিএস) অধিনে মৌজা ম্যাপের স্ক্যানিং ও ডিজিটালকরণ সম্পন্ন হয়েছে। “স্ট্রিংথেনিং গভেরনেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট, কম্পোনেন্ট বি” নামক আরেকটি প্রকল্পের মাধ্যমে সাতটি জেলার ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ব্যবস্থা এবং ২০টি ভিন্ন উপজেলায় ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র নির্মাণ বস্তবায়নের কাজ চলছে। কাজটি সম্পন্ন হলে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নাগরিকগণ সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে যে কোন উপজেলার যে কোন প্লটের হালনাগাদকৃত দলিল ও ম্যাপ পেতে সমর্থ হবে। সরকারের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে এই প্রকল্পটি পিপিপি এর নির্মাণ-চালনা-হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়নের সময় কমানোর জন্য খতিয়ান ও মৌজাগুলোকে কম্পিউটারাইজড করা সেই সাথে ভূমি দলিল ও জরিপগুলোকে ডিজিটাল করার পুরো প্রক্রিয়াটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে, যে সকল সেবা খতিয়ান ও ম্যাপ বিতরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলোকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

সরকার বিভিন্ন ধাপে অনলাইন ক্রয় প্রক্রিয়া চালু করেছে। ই-জিপি এর মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং ও ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা উভয়ই অংশভুক্ত করা হয়েছে। ইহা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ই-জিপি টেন্ডার দাখিলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির অংশগ্রহণ বহুগুণে বারিয়ে দিয়েছে। এর ফলে দাতাদের সাহায্যও বেড়ে গিয়েছে। তার সাথে, একটি অনলাইন ক্রয় ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রণালী(পিআরওএমআইএস) অংশগ্রহণকারীদের ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে প্রশাসনিক জন ক্রয় প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যতা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ই-জিপি প্রক্রিয়ার সাথে ডিজিটাল সার্টিফিকেটও চালু করা হবে।

৭.৪ সর্বব্যাপী তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনাঃ

প্রতিমাসে ইউআইএসসি থেকে মোট ৩.৯১ মিলিয়ন নাগরিক সরাসরি তথ্য ও সেবা গ্রহণ করছে। এর মধ্যে আনুমানিক ৯৪৯,১২০ জন নারী, ১৬,১৬০ জন জাতি বা ধর্মগত সংখ্যালঘু, ৬২,২৬৬ শারীরিকভাবে অক্ষম, এবং মোটামুটি ২৩৭,২৮২ জন নাগরিকের বয়স ৫০ এর উর্ধ্বে। এই সকল কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অনলাইন সেবা ও তথ্য তাদের সময়, খরচ, ও ভ্রমণ এর পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। ইউআইএসসি এর প্রতি মাসে ৪২ মিলিয়ন ব্যয় করার কথা, এর জন্য ধন্যবাদ যোগ্য এর পিপিপি টি। ইহা লক্ষণীয় যে মালয়শিয়াতে কাজ সন্ধানী কম-দক্ষ প্রবাসী শ্রমিকদের অনলাইন নিবন্ধন ২০১৩ এর জানুয়ারি মাসে করা হয়। পরবর্তীকালে, ৪০,০০০ মহিলা নিবন্ধন করেন এবং তাদেরকে হংকং, সিঙ্গাপুর, ও মধ্যপ্রাচ্যে কাজের জন্য পাঠানো হয়। এ পর্যন্ত, ইউআইএসসি থেকে ৫১,৫০০ জন গ্রাম্য নাগরিক প্রশিক্ষণ(সাথে ইংরেজি প্রশিক্ষণও) নিয়েছেন। ইউআইএসসি ব্লগটিও আর একটি মৌলিক উদ্ভাবন- ১৩,৫০০ সদস্যের(ইউআইএসসি উদ্যোগতা, মাঠ-পর্যায়ের অফিসার, যেমন- জেলা ও উপজেলা পর্যায়, এবং কিছু মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবদের সমন্বয়ে) অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আদানপ্রদানের একটি কেন্দ্র।

A2I এর আওতায় পিপিপি ব্যবস্থায় সব সময়ই নতুন সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পিপিপি কার্যপ্রণালীটি ইউআইএসসিকে শুধু তাদের সেবা প্রদান জালের বিস্তৃতি বাড়াতেই সুযোগ দেয় না, বরং নতুন আয় নির্ভর সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও দীর্ঘমেয়াদ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ,

স্বাস্থ্যসেবার নির্বাহী পরিচালকের সহায়তায় ৩০ টি ইউআসিএসসি টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছে। পাশাপাশি, প্রত্যেক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি মোবাইল ফোন রয়েছে যাতে করে মানুষ যে কোন জরুরী প্রয়োজনে স্বাস্থ্য সেবা পেতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা দ্বারা কৃষি, স্বাস্থ্য, ও সেবা শাখা গুলোতে অনেকগুলো ই-সেবা ও এম-সেবা(মোবাইল সেবা) চালু হয়েছে। জীবন বীমা সেবা গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে জাতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন ২,০১৬ টি ইউআইএসসি এর সাথে একসাথে কাজ করছে এবং ইহা সকল ইউআসিএসসি এর সাথে ধাপে ধাপে যোগ করা হবে।

সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের সর্বব্যাপীতার কল্যাণে একটি মোবাইল ফোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রকল্প চালু করা সম্ভব হয়েছে। ১৮টি হাসপাতাল টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছে। মোট ৮০০ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কম্পিউটার দেয়া হয়েছে এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ইহা ডিজিআইচএস এর মাধ্যমে একটি অনলাইন প্রতিবেদন পদ্ধতির সূচনা করতে সাহায্য করেছে। সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়েবক্যাম প্রদান করা হয়ছে যা একই সাথে ভিডিও কনফারেন্স করার কাজে ও পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১২,৫৫৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সবগুলোতে একটি করে ওয়েবক্যাম যুক্ত ল্যাপটপ রয়েছে।

আজ, ১৩ টি জেলার ৬৭টি উপজেলায় ৪.৬ মিলিয়ন স্রোতাকে ১৪টি কমিউনিটি বেতার স্টেশন দক্ষতার সাথে ভয়েস রেস্পন্স সার্ভিস(আইভিআর) ও দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়ে যাচ্ছে। ২০১৩ এর আগ পর্যন্ত, ৩.৫ মিলিয়নের বেশি লোককে, আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে, ২০১৩ সালের মে মাসে সাইক্লোন মহাসেনের সময় ১.১ মিলিয়ন লোককে সরকার নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে সমর্থ হয়। মোবাইল ফোন ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করে দেশের সাইক্লোন, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝুঁকি প্রবণ অঞ্চল সমূহে আগাম বার্তা সফলতার সাথে প্রেরণ করা হচ্ছে। গ্রামীণফোন ও সরকারী মোবাইল অপারেটর টেলিটক এসএমএস এর মাধ্যমে এরূপ আগাম বার্তা সিরাজগঞ্জের মত বন্যা প্রবণ এলাকা ও কক্স'স বাজারের মত সাইক্লোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষের কাছে প্রেরণ করছে। মোটের উপর, ১০৯৪১ নাম্বারে ডায়াল করে নাগরিকগণ যেকোন আবহাওয়া পূর্বাভাস জানতে পারে। বলতে গেলে, মোবাইল ফোন ও আইভিআর প্রক্রিয়া প্রণয়ন করে পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি সন্ধাননা অনেকাংশেই কমানো সম্ভব হয়েছে। **A2I** অন্যান্য আরো নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ইউএনডিপি এর কম্প্রিহেনসিভ এন্ড ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট(সিডিএমপি) এর সহায়তায় বন্যার পূর্বাভাস ৩দিন থেকে ৫ দিনে উন্নিত করতে সফল হয়েছে। এডিবি এর মতে এতে করে দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলের ৪ ভাগের ৩ ভাগ মানুষই সময় মত তাদের পশুপাখি ও মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়ে নিতে পারে।

জনসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয় পত্রের ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে কিছু সাফল্য ইতোমধ্যে অর্জন করা গেছে, বিশেষ করে একটি “বৈদ্যুতিক সরকার অনুমোদিত প্রদান ব্যবস্থা” এর নকশা করণের ক্ষেত্রে। জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধনের(এনপিআর) এর সাথে সংযোজিত হয়ে যাতে করে সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ কে চিহ্নিত করা যায় সে জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধিনে পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগের একটি উদ্যোগ সর্বপেক্ষা দরিদ্রদের একটি ডাটাবেস তৈরি করছে। এনপিআর ও অতি দরিদ্রদের একটি তালিকা নির্মাণের জন্য বিবিএস ইতিমধ্যেই মানিকগঞ্জ ও টাংগাইলে দুইটি পাইলট প্রজেক্ট চালিয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দ্বারা চালিত জাতীয় তথ্য কমিটি জাতীয় পরিচয় পত্র দিয়ে কোন কোন ই-সেবা গ্রহণ করা যায় তা পর্যালোচনা করছে।

যদি ডিজিটাল বাংলাদেশকে আরো দৃঢ় করতে হয় তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একটি বিস্তৃত পোর্টফোলিও যুক্ত করে একটি এনপিআর তৈরি করা নাগরিক থেকে সরকার বা সরকার থেকে নাগরিক পর্যন্ত একটি প্রবাহ নির্মাণের মূল চাবিকাঠি। এইভাবে, এনপিআর সপ্তম পরিকল্পনার ডিজিটাল বাংলাদেশ এজেন্ডার সর্বোচ্চ

অগ্রাধিকার গ্রহণ করে। **A2I** সহায়তায় মন্ত্রীপরিষদ দ্বারা নির্মিত সিটিজেন কোর ডাটা স্ট্রাকচার(সিসিডিএস) বাংলাদেশ দারিদ্র্য ডাটাবেস তৈরির ক্ষেত্রে বিবিএস এর দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে, যা একটি আধুনিক এনপিআর এর উপর ভিত্তি করে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।

সাম্যের জন্য আইসিটি এর অগ্রগতিঃ

মাতৃভাষা উপকরণ নির্মাণ, ভূমি ডিজিটাইজেশনের জন্য অনলাইন বাজারের তথ্য এবং আইসিটি প্রবর্তিত সুযোগসমূহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন টার্গেট রয়েছে। **A2I** প্রকল্প একটি জাতীয় ই-উপাদান ভান্ডার, ই-তথ্যকোষ (www.infokosh.gov.bd) নির্মাণ করেছে, যা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা তৈরিকৃত উপাদান প্রদান করে থাকে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় সেক্টরের মোট ৩৫০ টি অংশীদার এই জাতীয় তথ্য পোর্টালে একসাথে এসেছে যা নাগরিকদের কম সময়ে তথ্য গ্রহণে সাহায্য করেছে। এও লক্ষণীয় যে বাংলাদেশের জাতীয় পোর্টালটি মাতৃভাষায় নির্মাণ করা হয়েছে যাতে করে সবাই এটি ব্যবহার করতে পারে।

A2I সহায়তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি “অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সিস্টেম” নির্মাণ করেছে যা ওয়েবসাইটে প্রতিদিন মূল্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে। তা সত্ত্বেও, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা কম হওয়ায় এই তথ্যের ব্যবহার ও সচেতনতা ততটা বেশি নয়। সে জন্য, কৃষক ও সংশ্লিষ্ট ভোক্তাদের ব্যবহারের উপযোগী একটি মোবাইল অ্যাপের নির্মাণ এই তথ্যের সঠিক ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারে।

ভূমি দলিলগুলো অনলাইন লভ্য, উপগ্রহ নির্ভর ডিজিটাল জরিপ, ডিজিটাল অ্যাপ ও খতিয়ান তৈরি প্রভৃতির মাধ্যমে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে আরো স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল করতে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। “Authoritative Land Records” চালু করার জন্য তিনটি উপজেলায় একটি পাইলট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভূমি দলিল ও জরিপ পরিচালনা অধিদপ্তর “সাভার ডিজিটাল জরিপ ২০০৯” বাস্তবায়ন করেছে এবং ১৯১ টি মৌজাতে করা জরিপের উপর ভিত্তি করে ৪৪১,৫০৬ টি খতিয়ান(ভূমি দলিল) ও ৪,০৮৯ টি মৌজা (৩০০ বসতবাড়ি সম্পন্ন একটি এলাকা) এর ম্যাপ ডিজিটাল করা হয়েছে। এই সকল নাগরিক কেন্দ্রিক কার্যকলাপে **A2I** প্রকল্প প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

“ঢাকা জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালকরণ” শিরোনামে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের জন্য ঢাকা জেলার মোট ৫টি উপজেলাকে বাছাই করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সফলতার উপর ভিত্তি করে ৬৪ টি জেলার সবগুলোকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। “ভূমি জরিপ, দলিল তৈরি ও সংরক্ষণ প্রকল্প প্রথম ধাপ” নামে আর এটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যার অধিনে ৫৫টি জেলার সকল মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করা হবে। স্ক্যানিং, ডিজিটাল করণ, জিও-রেফারেন্সিং এবং আকাশস্থ আলোকচিত্রের মাধ্যমে ৫৪ টি জেলার ৫৪টি উপজেলায় সর্বশেষ জরিপের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে ৫৫,০০০ নাগরিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য “শিক্ষা ও আয়” প্রকল্পটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। “বাড়ি বসে বড়লোক” উদ্যোগের মাধ্যমে ১২,৪২০ জন নারী প্রার্থীকে আউটসোর্সিং এর উপর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২,২৪০ জন কে উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। “লেভেরেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভেরনেন্স” নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৪,০০০ টি মানবসম্পদ(৩০ ভাগ নারী) কে দক্ষ করে গড়ে তোলার এবং আইটি/আইটিইএস সেক্টরে ৪০০০ টি ‘ফার্স্ট ট্র্যাক ফিউচার লিডার’ যোগ করবার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই সকল প্রকল্পের সাফল্যের পেছনে **A2I** কেন্দ্রিয় ভূমিকা রাখবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মোবাইলে অর্থনীতি সেবার সংশ্লেষণ খুব ভালো ভাবেই লক্ষ্য করা গিয়েছে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ মোবাইল নির্ভর অর্থনৈতিক সেবার ক্ষেত্রে বিশাল সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে ২৮ টি ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করার অনুমতি

দিয়েছে। লেনদেন ত্বরান্বিত করতে লেনদেন এর ক্ষেত্রে “রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট” (আরটিজিএস) চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যদি এটি বাস্তবায়িত হয় তবে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে অনেক বড় অংকের টাকাও কয়েক মিনিটের মধ্যে লেনদেন করা যাবে।

ব্যাংকিং সেবা আওতার বাইরে থাকা নাগরিকদের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে, সরকার ৫টি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংককে ৪০ টি জেলায় ১,৭০০ টি ইউআইএসসি এর মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানের অনুমতি দিয়েছে। আনুমানিক ১০ মিলিয়ন গ্রাহক পোস্ট অভিসের মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার ও ক্যাশ কার্ড ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বেসরকারী ব্যাংককে তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয় বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে বৈদেশিক আয়ের অর্থাদি প্রদানের অনুমতিও দান করেছে। এই নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আদান প্রদান আর স্বচ্ছ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সর্বব্যাপী বিকাশের জন্য লিখিত সামগ্রী সকলের বোধগম্য করতে বাংলাদেশ এর মধ্যে ইউনিকোড কোনসোর্টিয়াম ফোরামের সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। যার ফলে এখন কৃষি, খাদ্য এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য বাংলায় লেখা ও তা প্রদানের সুযোগ থাকছে। ইহাকে আর উন্নত করতে, A2Iএর সহায়তায় বিসিসি কিভাবে বাংলার ব্যবহার আরো বর্ধিত করা যায় এই মর্মে কিছু গবেষণার উদ্যোগ নিয়েছে ক) বাংলা বানান পরিষ্কার, খ) “কথা থেকে লেখা, লেখা থেকে কথা” সফটওয়্যার; এবং গ) “বাংলা শব্দ বাছাইকরণ” প্রভৃতি সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে। মোবাইল ফোনে বাংলা ব্যবহার করার জন্য মোবাইলের জন্য বাংলা কিবোর্ড এর মানোন্নয়ন করা হয়েছে। A2Iএর দ্বারা নির্মিত জাতীয় তথ্য ভান্ডার “ই-তথ্যকোষ” সরকারী কর্মকর্তা ও জনসাধারণকে তাদের তথ্য প্রকাশ ও আদানপ্রদান করতে আগের থেকে অনেক ভালো ভাবে সাহায্য করছে।

কীটপতঙ্গ দমন, ফসল সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কিত দেশীয় তথ্য আদানপ্রদানের জন্য অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই সকল তথ্য আদান প্রদানে সহায়তার জন্য A2I প্রকল্পের এসআইএফ সহায়তায় একটি স্থানীয় আইটি কোম্পানির দ্বারা বাংলা ওসিআর সফটওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে। A2I প্রকল্পের দ্বারা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য ই-সেবা সম্পর্কে জনগনকে অবগত করতে ও ই-সেবার চাহিদা বৃদ্ধি করতে প্রথমে ঢাকা ও পরে অন্যান্য জেলা ও উপজেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবন মেলা পালন করা হয়েছে। যেমনটি আগে বলা হয়েছে, ২৫,০০০ ওয়েবসাইট সম্বলিত জাতীয় পোর্টালের নির্মাণও দেশজ সকল তথ্য ও উদ্ভাবন একসাথে করতে ও আদানপ্রদান করতে সাহায্য করবে।

দেখা যায় যে বাংলাদেশের কৃষির উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়া আরো শক্তিশালী করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এর প্রদর্শনী স্বরূপ, আঁখ সরবরাহ প্রণালী আরো শক্তিশালী করতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। কল থেকে উপকৃত কৃষক ও কলগুলোতে একই সাথে সময়মত আঁখ বণ্টন করতে কৃষকের সমর্থ করতে পূর্বকালীন কাগজ(পুরজী) নির্ভর পদ্ধতির অনিশ্চয়তা কমাতে A2I প্রকল্পের দ্বারা সরকার মালিকানাধীন সকল চিনিকলে “ই-পুরজী”(e-Purjee) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। যার ফলে, এখন ২০০,০০০ এর মত আঁখ চাষি মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে পুরজী সম্পর্কিত তথ্য গ্রহণ করতে পারছে। ব্যবসা পোর্টালের মাধ্যমে সরবরাহ প্রণালী আরো বিস্তৃত ভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সাফল্য অবদান রাখবে। মোটের উপর, অনেকগুলো ই-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর মধ্যেই দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। “আমার দেশ আমার গ্রাম ই-শপ” এর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে তাদের কেবলমাত্র ঢাকা শহরের মধ্যেই ১৬,০০০ লোক রয়েছে যারা শাক সবজি পর্যন্ত ক্রয় করে থাকে। ২০১২ সালে WITSA বিশ্ব আইসিটি পুরস্কার বিজয় এই অবদানেরই স্বীকৃতি স্বরূপ এই সাফল্য।

৭.৫ ৭ম পঞ্চ বর্ষী পরিকল্পনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কৌশলঃ

ষষ্ঠ পরিকল্পনার ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ’ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি সপ্তম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শক্ত ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। তবুও, সামনে লম্বা পথ অতিক্রম করতে হবে। মোবাইল সেবা বৃদ্ধি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তা সত্ত্বেও, চাহিদার তুলনায় ব্যান্ডউইথ সংযোগ কম। ব্যান্ডউইথের বিস্তৃতি বাড়ানো একটি প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। আইসিটি মাধ্যমে অর্থনীতির জ্ঞান উন্নয়ন কেবল শুরু হয়েছে এবং তা ফল আসতে শুরু করেছে। আগামির সম্ভাবনা অপার এবং সপ্তম পরিকল্পনা ইহাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে কৌশল ও নীতি গ্রহণ করবে। একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে অবকাঠামো উন্নয়ন করে ব্যান্ডউইথ সংযোগ বাড়ানো ও আইসিটি কর কমিয়ে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যয় কমানো। বিপুল পরিমাণ লোকের এই ক্ষেত্রে সংযোজন সেবা বিস্তৃত করতে ও আইসিটি থেকে মোট প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের পেছনে মূল দর্শন হল দেশের ন্যায় ও উন্নয়নের মধ্যে একটি ভারসাম্য আনয়ন করা। ইহা একটি “তথ্য নির্ভর দেশ” এর ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত, যেটি হয়তো উন্নয়নে সাহায্য করবে কিন্তু ন্যায়ের মানদণ্ড নিচু করে দিবে এবং যাতে করে পরবর্তীতে ডিজিটাল বিভাজনের মাধ্যমে দেশে চিরস্থায়ী অরাজকতা নিয়ে আসবে। আইসিটি এর প্রভাব সংস্কারমুক্ত না এবং একটি দেশের নীতিনির্ধারণ, অংশীদার নিয়োগ, এবং প্রযুক্তি বাছাই করণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে করে ন্যায় ও উন্নয়ন অভ্যুদয় দিকেই লক্ষ্য রাখা যায়। বঞ্চিত ও কমশক্তির জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত পূর্বের বাধা দূর করে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট নির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে নাগরিককে সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে। আইসিটি এর ন্যায় এর উপর কড়া নজর সপ্তম পরিকল্পনার সময় আর শক্তিশালী করা হবে। নিম্নোক্ত মৌলিক নীতি গুলোর উপর ভিত্তি করে সপ্তম পরিকল্পনার মূল উপাদানগুলো নির্মিতঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাঃ

এটি অর্জন করতে অনেকগুলো বিষয় কাজ করবে

i) ই-ব্যবসা ও বাণিজ্যের মাধ্যমে বাজারের আকার বৃদ্ধি ও লেনদেনের খরচ কমানোঃ এই বিষয়টি বেশ কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভর করেঃ

ই-বাণিজ্য এবং অনলাইন/মোবাইল লেনদেনঃ মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসা আরো বেশি বিস্তৃত করার সুযোগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের রয়েছে। সেই সাথে, প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবার কারণে পণ্যের দাম কমে যাচ্ছে এবং সমতা আসছে। গ্রাম্য এলাকায় ই-বাণিজ্য ও কম খরচে অনলাইন লেনদেন এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে পিছিয়ে থাকবেনা কেউ- বেসামরিক নিবন্ধন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্নের মূল দর্শন হল একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও সংহত সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে তোলা। সরকারী ও বেসকারী সকল সেবার সাথে জরিত একটি বিস্তৃত বেসরকারী নিবন্ধন নির্মাণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে। A2I প্রকল্পের দ্বারা ত্বরান্বিত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ দ্বারা চালিত একটি সমগ্র সরকারী পদ্ধতি সকল সেবা প্রদান সংস্থার মধ্যে বেসরকারী নিবন্ধন ব্যবহার করবে। সত্যিকারের আর্থিক সহায়তা নিবন্ধন প্রণালী যা কম খরচে নাগরিকের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং, স্থানীয় ও বৈদেশিক রাজস্ব ও নিরাপদে অনলাইন টাকা প্রদান সহ সকল টাকা হস্তান্তর, ক্ষুদ্র ঋণ সহ সকল ঋণ, স্বাস্থ্য, জীবন, দুর্ঘটনা বীমা সহ অন্যান্য বীমা ইত্যাদি অবশ্যই পরিচালনা ও পরিচিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে A2I এর সহায়তায় ইউডিসি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

ব্যবসা উৎপাদনশীলতাঃ আইসিটি কৃষি, উৎপাদন ও সেবা, অর্থনীতির এই সকল পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। দ্রুত গ্রহণের জন্য সঠিক উৎপাদন যন্ত্রের পাশাপাশি উৎসাহও প্রদান করা হবে। A2I এর সহায়তায় সেবা উদ্ভাবন তহবিল এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

আইটি/আইটিইএস শিল্পের দ্রুত বিস্তারঃ বাংলাদেশের মত একটি সম্ভাবনাময় যুবসমাজ, ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে এবং সে গুলো সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে ব্যাপকভাবে ইচ্ছুক যুবসমাজ সম্বলিত একটি দেশের জন্য আইসিটি বিশাল অঙ্গীকার রাখে। স্থানীয়, বিদেশী ও আউটসোর্স কাজের জন্য কারগরি এবং মৌলিক দক্ষতা বাড়াতে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এছাড়া, জনসংখ্যার থেকে লাভবান হতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন, দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির উপর জোর নজর, এবং উদ্যোগতাদের ব্যবসায় প্রবেশাধিকার দরকারি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে A2I কে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে হবে।

আইসিটি কে রপ্তানি আয়ের একটি বড় উৎস হিসেবে রূপান্তরিত করাঃ আইসিটি সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্বের সাফল্য এখন পর্যন্ত তেমন কোন আয় করতে সক্ষম নয়। ভারতের ৭২ বিলিয়ন ডলার আইসিটি এর রপ্তানির বিপরীতে বাংলাদেশের রপ্তানি মাত্র আধা বিলিয়ন ডলার। ভারতের মূল জিডিপি এর ৩.৪ ভাগ আসে আইসিটি রপ্তানি আয় থেকে যেখানে বাংলাদেশের আসে ০.৩ ভাগ। এই ক্ষেত্রটিতে বিশাল বৈশ্বিক বাজার রয়েছে এবং শ্রমিকের মূল্য কম হওয়ায় বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে। এর সাথে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ ও লেনদেন ব্যয় খুব সুন্দর ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। আইসিটি এর রপ্তানি আয় ২০২০ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নিত করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে। আইসিটি অবকাঠামোর উন্নয়ন, আইসিটি পণ্যের কর কমানোর মাধ্যমে উৎসাহ বাড়ানো, আইসিটি এর দক্ষতা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ও আইসিটি সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর প্রদান করা হবে এই এর মূল লক্ষ্যবস্তু।

(ii) সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্ব বাড়ানো (পিপিপি)ঃ ই-সেবা বা এম-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বের এই চিন্তাটি বাংলাদেশে নতুন। সরকারী ও বেসরকারী বিভাজনের কারণে পিপিপি এর ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ধারণা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সরকারের ব্যক্তিগত ও বেসরকারী সেক্টরগুলোতে যুক্ত হওয়ার যে শক্ত অঙ্গীকার রয়েছে সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। এটি এই জন্য যে পিপিপি কৌশলটি ঠিক ভাবে পরিচালিত নয় এবং অংশীদারদের মধ্যে সেটি সঠিকভাবে বিশ্লেষিত নয়। কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলোর এজেন্ডা থেকে কাজে পরিণত হতে সম্পদের উল্লেখযোগ্য বণ্টন প্রয়োজন, যা বর্তমানে অপরিপূর্ণ। ই-সেবা কে একটি বাস্তবতা হিসেবে নির্মাণ করতে পিপিপি এর অধিনে বেসরকারী সেক্টরগুলোর প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রদানই হল এই প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য।

পিপিপি এর কার্যালয় শক্তিশালী করাঃ আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কর্মকর্তাদের নিয়োগদানের মাধ্যমে পিপিপি এর প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি করা হবে। বেসরকারী শাখার চালকদের সাথে এক সাথে হয়ে পিপিপি প্রকল্পটি চিহ্নিত, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে মন্ত্রণালয়গুলো একসাথে কাজ করবে। পিপিপি প্রকল্পটি অনুমোদন ও বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করতে অফিসটি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে সমন্বয় করবে। অফিস, মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়ন সংস্থাগুলোকে বেসরকারী সংস্থা গুলো যাতে স্বেচ্ছায় প্রস্তাবনা পেশ করে সে জন্য উৎসাহিত করতে এগিয়ে আসতে হবে, যার সাথে নাগরিকে ই-সেবা প্রদানে বেসরকারী খাতের উদ্ভাবন ও গতি বাড়াতে হবে।

পিপিপি এর দপ্তরটি, জিআইইউ এবং এটুআই এর সহায়তায়, পিপিপি প্রকল্পের আওতায় নিজেদের পরিচিত করতে একটি পাঁচ বছর মেয়াদী বিস্তৃত পরিকল্পনা নির্মাণের কাজ করতে পারে এবং ঐ সব প্রকল্পে সরকারের অবদান হিসাব করতে পারে। এই হিসাবগুলো প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বার্ষিক বাজেট অধিবেশনে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে এক হয়ে দপ্তরটি প্রকল্প শনাক্তকরণ ও অনুমোদন করণ প্রক্রিয়া যেন একদম সময় এর মধ্যেই হয় সে জন্য সরকারী কর্মকর্তা ও বেসরকারী অংশীদারদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে পারে।

বাংলাদেশে পিপিপি উদ্যোগটি সফল করতে এবং সেবা চর্চা অনুধাবনের জন্যে অভিজ্ঞতা আদানপ্রদান করতে দপ্তরটির এটুআই এর সমমানের সরকারী সংস্থার সাথে কাজ করা জরুরি। সরকারী বা বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য দপ্তরটির উচিত উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কাজ করা এবং তাদের পিপিপি প্রকল্পের সাথে যুক্ত করা। সকল মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার জন্য প্রস্তাব বানানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রণালী অনুসরণ প্রভৃতি করতে দপ্তরটির স্টেট অব দ্যা আর্ট অনলাইন পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

(iii) আর্থিক আদানপ্রদান সহজতরকরণঃ আগেই বলা হয়েছে যে অনলাইন ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টাকা লেনদেন এর সুযোগ করে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মধ্যেই অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনার সময় এই প্রচেষ্টা আরো শক্তিশালী করা হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে ই-আদানপ্রদান বাস্তবায়নের জন্য কাজ চলছে। কর-জিডিপি এর উদ্ভিদপক একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসতে অর্থ মন্ত্রণালয়বিভিন্ন প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয় করণ ও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার কর সম্পর্কিত কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই প্রক্রিয়া আরো শক্তিশালী করতে হবে এবং বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

অভিবাসন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ডিজিটাল করণ ও মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে অন্তর্বর্তী রাজস্ব প্রদান ব্যবস্থা সহজ করার মাধ্যমে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করতে সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। ধারাবাহিকভাবে ইইই-আইটি ও এসআইএফ এর মাধ্যমে সরকার সরকারী ও বেসরকারী উভয় সেক্টরকেই সাহায্য প্রদান করতে থাকবে।

(iv) প্রযুক্তি উদ্যান নির্মাণ করাঃ প্রতিবছর ট্রিলিয়ন ডলারের উপর লেনদেনের মাধ্যমে বিশ্ব আইটি/আইটিইএস আউটসোর্সিং ব্যবসা একটি বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। আমাদের রপ্তানি চক্রকে আরো বিস্তৃত করতে এবং ২০২০ এর মধ্যে ৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারের কঠিন কিন্তু সম্ভব লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে একটি উপযুক্ত আইটি/আইটিইএস ব্যবসা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য, দেশব্যাপী আরো বেশি হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণ করতে হবে। তার পাশাপাশি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আরো বেশি বিসনেস প্রসেস আউটসোর্সিং(বিপিও) কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। দ্রুত গতির ইন্টারনেট ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গুলোকে বিপিও তে রূপান্তরিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(v) একটি উদ্ভাবনী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সূচনায় লালন করাঃ আইটি/আইটিইএস রপ্তানিতে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র আউটসোর্সিং ব্যবসায় নজর রাখলে চলবে না। এর পাশাপাশি নিজস্ব গণ্য ও সেবা উৎপাদনের দিকেও সমান জোর দিতে হবে। এ জন্য, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি ও সহায়ক নীতিনির্ধারক সম্বলিত একটি উদ্ভাবনী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ডিজিটাল অর্থনীতি চালনায় একটি সফল ও সৃষ্টিশীল উদ্যোগতা দল তৈরি করতে যে কোন সম্ভাবনাময় সূচনাকে লালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে, বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত যে কোন নতুন সূচনাকে সঠিক ভাবে লালন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

আইসিটি এর মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নঃ

ষষ্ঠ পরিকল্পনার অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়াই এর কৌশল। লক্ষ্যটি হল ক) পাঠ্যসূচী পরিবর্তন, সকলের জন্য সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষানীতি ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি; খ) স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার সকল প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং, গ) কৌশল প্রণালী ও সন্ধান গ্রহণে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের কাছে অংশীদারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এমন একটি পদ্ধতি গঠন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যাতে করে শিক্ষার্থীরা ২১ শতকের সকল চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম হয়।

ক) প্রত্যেক স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমঃ প্রত্যেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে শক্তি সঞ্চায়ক ইন্টারনেট যুক্ত ল্যাপটপ, প্রজেক্টর/ বড় পর্দার টিভি সংযুক্ত করতে হবে এবং শিক্ষকদের সাধারণ বিষয়াবলীর উপর মাল্টিমিডিয়া উপকরণ ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে সম্মিলিত, সমস্যা সমাধান মূলক সেশনের জন্য ডিজিটাল উপাভ ব্যবহার করতে হবে।

খ) শিক্ষকদের অবদান ও উদ্ভাবনের উপর ভিত্তি করে অনুপ্রেরণা প্রদানঃ উদ্ভাবন ও শিক্ষা বিষয়ক নতুন অবদানের উপর ভিত্তি করে বেতন বৃদ্ধি, বোনাস ও পদোন্নতি প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা শিক্ষকদের দিতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বের সুযোগ ও স্বীকৃতির জন্য আর্থিক উৎসাহের বাইরে অন্যান্য দিকেও নজর দিতে হবে। প্রক্রিয়াটি আরো প্রতিযোগিতা মূলক করতে বিদ্যমান পুরস্কারের পাশাপাশি আরো পুরস্কার চালু করতে হবে।

গ) টারশিয়ারি শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিটি শিক্ষাঃ চাকরীর বাজারে আইসিটি জ্ঞান এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য টারশিয়ারি পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। টারশিয়ারি শিক্ষার এবং কিছু ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট এর দ্বিমুখী মিথস্ক্রিয়ার কারণে কাজ ও শিক্ষা একসাথে গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিকশিত হতে শুরু করা আইটি শিল্পকে আরো বৃদ্ধি করতে আইসিটি এর উপর বিশেষ শিক্ষা প্রদানকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

ঘ) শিক্ষা টিভি বা ওয়েব টিভিঃ সংসদীয় অধিবেশনের সম্প্রচারের পর বলতে গেলে প্রায় অব্যবহৃত দ্বিতীয় সরকারী টিভি চ্যানেলটিকে একটি শিক্ষা চ্যানেল হিসেবে বৃহত্তরিত করা যেতে পারে। প্রায় ষোলটি মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে এই টিভি চ্যানেলে শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। A2I এরদ্বারাআইচিটিটি নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঙ) আইসিটি শিক্ষার জন্য ঋণ ও বৃত্তিঃ মেধাবী তরুণ আইটি স্নাতকদের অনুপ্রাণিত করতে ও বিদেশে মেধা পাচার রোধ করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, মফস্বল ও গ্রাম্য এলাকার মেধাবী শিক্ষার্থী যাদের বিদেশ গমনের সম্ভাবনা এমন জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ঋণ ও বৃত্তি প্রকল্প চালু করতে হবে। এতে করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে আইটি সম্পর্কিত বিষয়ে ভর্তি সুবিধা হবে। আইসিটি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে বেসরকারী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে গরিব কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ(অন্তত ৪ বছর মেয়াদী এবং শতকরা ৪ শতাংশ সুদে) দেয়ার কথা সরকার বিবেচনা করতে পারে। তারা সেই ঋণ শিক্ষা শেষ করে চাকরীর নিয়ে শোধ করতে পারবে।

চ) ন্যাশনাল সার্টিফাইং অথোরিটি গঠনঃ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইটি বিষয়ে পাশ করে বের হওয়া শিক্ষার্থীদের একতা ও মান নিশ্চিত করতে দ্রুত একটি ন্যাশনাল সার্টিফাইং অথোরিটি গঠন করা হবে। এই অথোরিটি টি নিজেসই একটি বিস্তৃত উন্মুক্ত অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে পারে যাতে করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় পাশ শিক্ষার্থীরা নিজেদের কে আন্তর্জাতিক মানের আইটি জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

ছ) ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণঃ দেশের সব জায়গা জুরে একটি আইসিটি নির্ভর ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এর ফলে আইসিটি শিক্ষার মানের শুধু বিকেন্দ্রীকরণই হবে না বরং বিদ্যমান সম্পদের সঠিক ব্যবহারও নিশ্চিত হবে।

যুব উন্নয়নে আইসিটিঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের সূচনালগ্ন থেকেই, বাংলাদেশের তরুণ সমাজ,নারী, অতি দরিদ্র, অক্ষম সহ বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সহ, তাদের জীবন পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় তথ্য, দক্ষতা, শিক্ষা প্রভৃতি গ্রহণ করেছে।

পাশাপাশি, দরিদ্রদের চাকরীর সুযোগ একটি প্রধান লক্ষ্যবস্তু। যুব সমাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে যা বিভিন্ন উন্নয়ন সেক্টরের সকল তথ্য সরবরাহ করবে। পরবর্তী পাঁচ বছর ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, ন্যায়, ও মানবিক গুন সম্পন্ন একটি যুব সমাজ গড়ে তুলে একটি বৃহৎ জনসংখ্যা লভ্যাংশ বের করে আনতে হবে, যারা বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে নেতৃত্ব দেবে।

৭.৬ আরো বেশি স্বচ্ছতা, সুশাসন এবং সেবা প্রদানে আইসিটিঃ

বিশ্বের সকল অঞ্চলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে জনসেবা প্রদানে আইসিটি এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সমান্তরাল। ই-গভারনেস দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত লক্ষ্যের উপর কাজ করার প্রয়াস চালায়- ক) অভ্যন্তরীণ, কাজের উপর জোর দেয়া; এবং, খ) বহির্মুখী, পদ্ধতি সহজ করণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণ। ই-গভারনেস একটি আনুভূমিক ও একটি উল্লম্ব রেখাকে একীভূত করে সরকার থেকে সরকার ও সরকার থেকে জনগণ এর পর্যন্ত একটি ভার্চুয়াল কিন্তু সত্য প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের একটি চিন্তা।

এসপিএস, ই-সেবা এবং আরটিআইঃ সার্ভিস এক্সেস পয়েন্ট ও মোবাইল ফোন এর মাধ্যমে ২৫,০০০ টি সরকারী অফিসে বসানো আরটিআই নির্ভর পোর্টালগুলোতে তথ্য হালনাগাদ ও তা প্রবেশযোগ্য করতে হবে। ২০১৪ তে চালু কৃত সেবাকুঞ্জের মাধ্যমে ৩৬ টি মূল সেবা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়ের ৪০০ টি সেবার তথ্য ম্যাপের মাধ্যমে একটি জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই ম্যাপ গুলো একটি সেবা গ্রহণের জন্য সকল ধাপ দেখিয়ে থাকে। নাগরিকের লেনদেন খরচ কমাতে A2I এর সহায়তা সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন নামের আর একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হবে সংশ্লিষ্ট সরকারী এজেন্সিগুলোর পরবর্তী যৌক্তিক পদক্ষেপ। এটি একটি বিশাল প্রচেষ্টা যা সফল করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রী পরিষদের বিশেষ সমন্বয় প্রয়োজন। সেবা প্রদানের মান ও গতি পর্যবেক্ষণ করতে মন্ত্রণালয়, পরিচালনা পরিষদ, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সবগুলোতে ইলেক্ট্রনিক বোর্ড লাগানো হবে।

সেবা প্রবেশ কেন্দ্রঃ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার(ইউডিসি) প্রমাণ করেছে যে কেন্দ্রীয় সেবা গুলো স্থানীয় পর্যায়ে নেয়া সম্ভব এবং জনসাধারণের খরচ কমানো সম্ভব। উদ্যোগতা নির্ভর নির্মাণের মাধ্যমে সেবা প্রবেশ কেন্দ্রগুলোকে অবশ্যই লালন করতে হবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে টেকসই করতে হবে। পোস্ট অফিস ও কমিউনিটি ক্লিনিক, এবং বেসরকারি সংস্থা অফিস প্রভৃতি যুক্ত করে সেবা প্রবেশ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। মোবাইল ফোনের দূত বিস্তার ও কম টাকায় সেবা গ্রহণের সুযোগ থাকায় এগুলো ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় সেবা গ্রহণ কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। সপ্তম পরিকল্পনা চলাকালীন সময়ের মধ্যেই, ধারণা করা যায় যে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলোর প্রায় অর্ধেকই প্রদান করা সম্ভব হবে।

জনসেবায় উদ্ভাবনী কাজের জন্য অনুপ্রেরণাঃ A2I এর থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, যে সকল সরকারী কর্মকর্তা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরাসরি জড়িত তাদেরকে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ দিলে তারা নতুন নতুন সেবা প্রদানমূলক চিন্তা নিয়ে হাজির হতে সমর্থ হন। এছাড়া, সেবা প্রদানে গণ প্রতিযোগিতা সব সময়ই নতুন কিছু বের করে আনার ক্ষেত্রে বেশ কাজে দিয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনার সময় এই প্রচেষ্টা গুলো চালু থাকবে এবং আরো শক্তিশালী করা হবে।

ই-প্রশাসন ও সকলের সমতাঃ ২০১২ থেকে ডিসি অফিসগুলোতে চালুকৃত ই-ফিলিং পদ্ধতি প্রমাণ করেছে যে আইসিটি এর উন্নয়নের মাধ্যমে বিস্তৃত প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। সপ্তম পরিকল্পনার পরিমন্ডলের মধ্যেই এই পদ্ধতিটি সকল সরকারী দপ্তরে পৌঁছে দিতে হবে। সরকারী সংস্থাগুলোর দক্ষতা বাড়ানো ও গভীর করতে মানব সম্পদ, পে রোল, ছুটি, শিক্ষা সফর, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বাজেট তৈরিকরণ ও খরচ ব্যবস্থাপনা, উদ্ভাবন ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য ইআরপি এবং ডিসিশন সহায়ক মডিউল যোগ করতে হবে।

ই-অংশগ্রহণ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমঃ বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসারে নাগরিকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কৌশল নির্ধারণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। এখন নাগরিকের কথা শোনার একটি মজবুত প্ল্যাটফর্ম নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেক ডিসি অফিসের নিজস্ব ফেসবুক পেজ রয়েছে এবং এর মাধ্যমে নাগরিকে সরকারের আরো কাছে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। ইউডিসি ব্লগ দেখিয়েছে যে তৃণমূল পর্যায়ে অসন্তোষ প্রতিবিধান করা গিয়েছে এবং এই ধরনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত কি করে সরকার ব্যবস্থাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আরো শক্ত করা যায়।

প্রো-সিটিজেন জনসেবাঃ

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনাঃ জনসেবার রূপান্তর ও অধিকতর ভালো সেবা প্রদান ব্যবস্থার প্রণয়ন একটি পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। চাহিদা, লাভ, সংশ্লিষ্ট সকলের কায়েমি স্বার্থকে সমান গুরুত্ব প্রদান করা উচিত এবং একই সাথে শিক্ষা, গবেষণা, ঝুঁকি গ্রহণকে সমর্থন দেয়া উচিত।

উদ্ভাবন তহবিলঃ A2I প্রকল্পের তহবিল জনসেবার জন্য খোলা রয়েছে এবং ইহা সেবা প্রদানে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তহবিল সহজ হস্তান্তরকে প্রভাবিত করবে।

দলিল বিহীন বা ‘স্বল্প দলিল’ দপ্তরঃ জনসেবায় একটি ‘স্বল্প দলিল’ কৌশল গ্রহণ করা উত্তম। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অগ্রাধিকার হল দলিলের ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাকিং, পেনশন পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয় করণ, প্রকল্প প্রস্তাবনার ইলেক্ট্রনিক পেশ করণ, এবং সকল সহায়ক দলিলের সাথে ইএসএনইসি এর অধিবেশনে এই সব গুলোর ইলেকট্রিক পর্যালোচনা। A2I প্রকল্পের সহায়তায় মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের এই মর্মে সপ্তম পরিকল্পনা পর্যন্ত একটি সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

ডিজিটাল তথ্যের প্রবাহঃ সরকারী দপ্তরগুলো তে কম সময়ে তথ্য আদানপ্রদানের জন্য আইসিটি বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় প্রকৌশলী ও অন্তর্কিয়া উদ্যোগ ফ্রেমওয়ার্ক পরিচালনা করা হচ্ছে। ব্যবসা পদ্ধতি পুনর্গঠন ও সেবা পদ্ধতি সহজকরণের মাধ্যমে সকল সরকারী অফিসের আউটোমেশন করতে এই জাতীয় প্রকৌশলী পরিষদের একটি ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি, আইসিটি বিভাগ একটি চতুর্থ শ্রেণীর তথ্য কেন্দ্র বাস্তবায়ন করছে। এই তথ্য কেন্দ্র থেকে অনেকগুলো অনলাইন সেবা বানানো ও নাগরিকদের মাঝে প্রদান করা হবে। ফলে, সময়সাপেক্ষ কৌশল ও পরিকল্পনা নির্মাণ এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিগ ডাটা বা ওপেন ডাটা বিশ্লেষণ কে সহায়তা দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জনসেবাকে একীভূত করাঃ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসন থেকে শুরু করে সকল স্তরে একটি উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান একটি মুখ্য অগ্রাধিকার। বেশির ভাগ তথ্য আদানপ্রদান, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত শিক্ষা মূলক দ্বিমুখী ক্ষেত্রে একটি ভালো সংযোগের প্রয়োজন হয়।

দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়নঃ ২০০৯ এর আইসিটি নীতি অনুযায়ী সকল সরকারী কর্মকর্তাদের আইসিটি দক্ষতা থাকা বাধ্যতামূলক। তা সত্ত্বেও, দক্ষতার মূল অগ্রাধিকার হবে দৈনিক উন্নয়নে, সাধারণ একটি আইসিটি দক্ষতায় নয়।

৭.৭ সপ্তম পরিকল্পনার সম্পদ বণ্টনঃ

আইসিটি তহবিলটি মূলত বেসরকারী সেক্টর থেকে বর্ধিত হয়। বিদেশী সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার ফলে আইসিটি তহবিলটি কখনই খারাপ সময় পার করে না। বাংলাদেশ সরকারের কর সম্পর্কিত বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং এর সঠিক সমাধান করা প্রয়োজন যাতে করে বাংলাদেশ আইসিটি বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য বলে বিবেচিত হয়। সরকারী

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ পরিকল্পনার শক্ত ভিত্তির উপরে সপ্তম পরিকল্পনা গড়ে উঠছে। সপ্তম পরিকল্পনার সময় প্রধান বিনিয়োগ অগ্রাধিকার গুলো হবেঃ

- সকল চলমান প্রকল্পের দ্রুত ও সন্তোষজনক সমাপ্তি।
- আইসিটি সেবার ভবিষ্যৎ প্রসারের কথা চিন্তা করে আইসিটি অবকাঠামোর উন্নয়ন
- আইসিটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আরে এন্ড ডি এর জন্য তহবিল প্রদান
- সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতে আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তহবিল প্রদান
- গ্রামাঞ্চলে আইসিটি উদ্যোগগুলোকে সাহায্য প্রদান (জাতীয় হেল্পলাইন, বিপিও, লালন কেন্দ্র, আইসিটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, ব্রডব্যান্ড সংযোগ)
- একটি ই-সরকার পরিকল্পনা নির্মাণ
- পণ্য উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা দেয়া
- সঠিক বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্ধন করা
- ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, মাল্টিমিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা

অষ্টম অধ্যায়

সুপারিশ

৮.১ সুপারিশ

Tor পর্যালোচনা করে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাতে প্রাপ্ত তথ্যও এবং প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়েছে:

উদ্দেশ্য ১ - বিদ্যমান ই-সেবা জোরদার এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ইন্টিগ্রেটেড, ইন্টার-অপারেবল সরকারী ই-সেবা অ্যাপ্লিকেশন আরম্ভ করা (ই-সেবা)

সুনিশ্চিত যোগাযোগ

সমন্বিত পদ্ধতির সমন্বয়ে নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিদ্যমান নেটওয়ার্ক ক্ষমতা সম্প্রসারণ করে গ্রামাঞ্চলে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান নিশ্চিত করা যেতে পারে।

নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

গ্রামাঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থার মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্রে নিশ্চিত ডিজিটাল সেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র পরিচালনার জন্য সৌর প্যানেলের মাধ্যমে বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টর বিনিয়োগ আরো উৎসাহিত করা যেতে পারে।

ডিজিটাল ডিভাইড সংকীর্ণকরণ

সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে বিশেষত ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ উদাহরণস্বরূপ ওয়াই - ফাই এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র গুলো কে আরো কার্যকরী করে তুলতে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দেশ্য ২ - সরকারি কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারী জনবলকে প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রতিক্রিয়াশীল করা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতা বিস্তৃত করা

দক্ষতার ক্রমবিকাশ সুনিশ্চিতকরণ

প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা আরও বাড়ানো যেতে পারে যেন তারা তাদের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে আরও বিস্তৃত প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে

প্রাপ্ত বয়স্কদের মাঝে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মোবাইলটেলিভিশন ,
এবং রেডিওয়ের মাধ্যমে বাস্তবমুখী শিক্ষা কার্যক্রমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত জনবল কার্যক্রমে সংযুক্তিকরণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবলকে বিশেষত ছাত্র-ছাত্রী এবং সদ্যপাস ছাত্র-ছাত্রী দের মাঠ পর্যায়ে
তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবনী কাজের বাস্তবায়নে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

শিক্ষার জন্য তথ্য প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণ

বিশেষত ই) এই শ্লোগানে সামনে রেখে অনলাইন বিষয়াদি ‘শিক্ষার জন্য তথ্য প্রযুক্তির’-বই সমূহসবার (
উপযোগী করে প্রস্তুত করা যেতে পারে। কম গতির ইন্টারনেটেও যাতে অনলাইন বই সমূহ ব্যবহার করা যায়।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার

কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং নারী ও পুরুষদের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে তথ্য
প্রযুক্তির ভিত্তিক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ নজর দেয়া যেতে পারে।

প্রশিক্ষক এবং নবীনদের প্রশিক্ষণ

তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষকদের
জন্য প্রশিক্ষণ (ToT) এবং নবীনদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

জেলা পর্যায়ে আইসিটি পুল গঠন

জেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে যারা কাজ করে যেমন উদ্ভাবক , বিজ্ঞান মেলায় জয়ী শিক্ষার্থী ,উদ্যোক্তা ,
শিক্ষক এবং উদ্ভাবনী কমিটির সদস্যদের নিয়ে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে কমিটি করা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য ৩ - শক্তিশালী নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রকল্প সমর্থনে প্রয়োজনীয় আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক
পরিবর্তন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামো ও নীতিসমূহ বাস্তবায়ন

তথ্য এবং জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন-এর লক্ষ্যে
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ সিস্টেম গঠন

প্রধান উদ্ভাবনী কর্মকর্তাকে প্রধান করে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।

জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিশ্চিতকরণ

আইসিটি ব্যবহারকে উৎসাহিত এবং বাস্তবায়িত করার জন্য জনপ্রতিনিধিগণ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন।

অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য A2I প্রকল্প একটি অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং বিটিসিএল সহ সরকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ডিজিটাল সেন্টার 'এক্সপ্লোরেশন কেন্দ্র' হিসেবে তৈরি করুন

সরকারি ও বেসরকারি কার্যকলাপের জন্য নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে UDC-কে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে চালু করা যেতে পারে।

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

প্রকল্পের সকল ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং দাতা সংস্থার কাছ থেকে সময়মত তহবিল সংকলন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

উদ্দেশ্য ৪ - ই-সেবা ক্ষেত্র চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া।

উদ্ভাবনী প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ

সময়মত উদ্ভাবনী প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন

উদ্ভাবনী প্রকল্পের জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ডিজিটাল অর্থনীতি তৈরি

নতুন ডিজিটাল ব্যবসা, পণ্য এবং সেবাকে উৎসাহী করতে ডিজিটাল অর্থনীতির ধারণাকে অগ্রগামী করার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উদ্ভাবনের জন্য স্বত্বাধিকার নিশ্চিতকরণ

স্বতন্ত্র উদ্ভাবকের স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

A2I দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে এবং প্রকল্পের ফলাফলের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আরও পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে টেকসই করেছে এবং SIF প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্যে একটি কাঠামোগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। A2I প্রকল্প ও বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ উভয়ের দর্শন একই- যা আইসিটির ক্ষমতা ব্যবহার করে আঞ্চলিক সরকারের

দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা বাড়াতে এবং তারা নাগরিকদের তথ্য ও সেবা পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে। ভারটিক্যাল (সরকার, মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সঙ্গে) এবং হরিজন্টাল (নাগরিক) A2I প্রকল্পের নীতিমালা পর্যালোচনা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ নাগরিক কেন্দ্রিক ই-উদ্যোগের এবং সেবার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।